অমরাবতী

কখন তাঁহাকে কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনে নাই, কেহ কখন তাঁহার ক্রোধ দেখে নাই, এবং কেহ কখন তাঁহাকে কোন কু-কার্য্যে রত বলিয়া জানে নাই। পল্লিগ্রামের পদ্ধতি অনুসারে অতি ইতর জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ হইতে অতি উচ্চ বংশোদ্ভব নরনারী সকলের সহিতই চন্দ্রকান্তের কোন না কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়তা সূচক সম্বন্ধ ছিল। গ্রামের বামি জেলেনি তাঁহার পিসি, কেষ্টা ধোপা তাঁহার ছোট ভাই, নিধু বসু তাঁহার ভাগিনেয়, দ্বারিক মুখুয্যে তাঁহার খুড়া।

চন্দ্রকান্তের বাসভবন অতি সামান্য। সংসারে প্রতিপাল্যের সংখ্যা বড়ই অল্প। এক বৃদ্ধা মাসীমাতা এবং কন্যা সরোজিনী ব্যতীত সংসারে আর কোন লোক নাই। তাঁহার পত্নী বহুদিন হইল সরোজিনীকে প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাতৃস্বরূপিনী মাতৃষস্বা পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রকান্তের সংসারে ছিলেন, তাঁহারই যত্নে সরোজিনী লালিত ও পালিত হইয়াছেন; চন্দ্রকান্ত সেই বৃদ্ধাকেই মা বলিয়া থাকেন এবং সরোজিনী তাঁহাকে ঠাকুর মা বলিয়া সম্বোধন করেন। চন্দ্রকান্তের সামান্য আয় এই তিন ব্যক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও, ইহাতেই সামান্য ভাবে দিনপাত করিতে কেহই কষ্ট বোধ করেন না।

গ্রামের সমস্ত লোক চন্দ্রকান্তকে বড় ভাল বাসেন। তন্মধ্যে বেণীমাধব বসু নামক এক সমবয়স্ক ব্যক্তির সহিত চন্দ্রকান্তের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে। বেণীমাধবের অবস্থা পল্লিগ্রাম-

ব্যসা সাধারণ লোকের সহিত তুলনায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তাঁহার কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি ছিল, কিঞ্চিৎ কৃষিকর্ম্ম ছিল এবং কিঞ্চিৎ মহাজনি ব্যবসায়ও চলিত। দুই একটা ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া এবং দুই দশজনকে অন্ন দিয়া বেণীমাধব স্বচ্ছন্দেই দিনপাত করিতেন। গ্রামে বেণীমাধবের যথেষ্ট সম্মান ছিল; কিন্তু সকলেই যে তাঁহাকে ভাললোক বলিয়া প্রশংসা করিত এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কেহ কেহ তাঁহাকে একটু স্বার্থপর এবং একটু লোভী বলিয়া নিন্দা করিত। কিন্তু সে কথায় কোন কাজ নাই। নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা ভোগ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। পাঁচ জনের সহিত যাহার কাজ করিতে হয়, সে সকল বিষয়েই সকলের সন্তোষ সাধন করিয়া চলিতে পারে না।

প্রতিদিনই চন্দ্রকান্ত কোন না কোন সময়ে বেণীমাধবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বহু কর্ম্মাশক্ত বেণীমাধব প্রতিদিন না হইলেও, মধ্যে মধ্যে চন্দ্রকান্তের বাটীতে আসিতেন। এই দুই ব্যক্তির আন্তরিক আত্মীয়তার কথা সকলেই জানিত।

বেণীমাধব বসুর একমাত্র পুত্রের নাম বীরেন্দ্রনাথ। বেণীমাধবের প্রস্তাব অনুসারে বীরেন্দ্র নাথের সহিত সরোজিনীর বিবাহ সম্বন্ধ বহুদিন হইতে স্থির হইয়া আছে। চন্দ্রকান্ত অতি দরিদ্র ব্যক্তি, কোনরূপ ব্যয়ভূষণ করিয়া সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে তাঁহার সাধ্য ছিল না। যখন কন্যার বিবাহের

জন্য চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই. যখন সরোজিনীর বয়স পাঁচ বৎসর এবং বীরেন্দ্র নাথের বয়স এগার বৎসর মাত্র, তখন একদিন বেণীমাধব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চন্দ্রকান্তের নিকট এই বালক-বালিকার বিবাহের প্রস্তাব উথাপন করেন।

একটা কর্ম্ম উপলক্ষে সরোজিনী নিমন্ত্রিত হইয়া বেণীমাধবের বাটীতে গমন করিয়াছিল; বীরেন্দ্রের সহিত বালিকা সরোজিনীর আজন্ম পরিচয়; বীরেন্দ্র তাহার ক্রীড়ার সঙ্গী, তাহার আব্দারের সম্বল, তাহার হাসির কল, তাহার প্রাণের বল এবং তাহার আনন্দের স্থল। আহারাদি হইয়া যাওয়ার পর বীরেন্দ্র দাদার হাত ধরিয়া সরোজিনী কত পায়রা দেখিল. কত ফুল ছিঁড়িল, কত ঘুরিয়া বেড়াইল, কত খেলা করিল; বেণীমাধব ও তাঁহার গৃহিনী এই শোভাময় বালক-বালিকার বাল্য-লীলা নানাভাবে দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই মনে সঙ্কল্প হইল যে, যথাকালে এই শিশুদ্বয়ের পতি-পত্নী সম্বন্ধ ঘটাইতে হইবে। তাহা হইলে বিধাতার অভিপ্রায় বোধ হয় সুসিদ্ধ হইবে। কারণ এরূপ অপূর্ব্ব মিল আর কখন হইবার সম্ভাবনা নাই; এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিবার আরও অনুকূল কারণ তাঁহারা অনুভব করিলেন। চন্দ্রকান্ত চিরদিনের সুহৃদ্; সেই বন্ধুর সহিত এইরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলে আত্মীয়তা আরও বদ্ধমূল হইবে।

সেইদিন স্বায়ংকালে সুহৃদের ভবনে চন্দ্রকান্ত উপস্থিত

হইলে, বেণীমাধব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আন্তরিক আগ্রহের সহিত হৃদয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। চন্দ্রকান্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন; বলিলেন,—"আমার কন্যার বিবাহ দিবার ভার তোমাদেরই। তোমরা ঘরের মেয়ে ঘরে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, ইহার অপেক্ষা আনন্দের কথা—সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু ভাই, আমি তো বড় দরিদ্র, বীরেনের বিবাহ দিয়া তোমরা হয়তো অনেক টাকাকড়ি পাইবে। আমার কন্যা লইলে তোমাদিগের অনেক ক্ষতি হইবে তো ভাই?"

বেণীমাধব দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—"ছি! ভাই, তুমি এমন কথা কেন বলিতেছ? তোমার কল্যাণে আমার অপ্রতুল কিছুরই নাই। বীরেনের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ না পাইলে আমার কোনই সর্ব্বনাশ হইবে না। বিশেষ তোমার মেয়ের সহিত বিবাহ দিয়া তুমি যথেষ্ট টাকা কড়ি দিতে পারিলেও আমি লইব কোন্ লজ্জায়?"

চন্দ্রকান্ত একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন,—"তোমার মত বন্ধুর অনুরূপ কথাই তুমি বলিয়াছ। টাকাকড়ির কথা তুলিয়া আমি ভাল করি নাই। সরোজিনী তোমাদেরই; যে দিন ইচ্ছা তুমি তাহাকে পুত্র-বধূরূপে গৃহে আনিতে পার।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"তাহা হইলে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছ যে, বীরেন্দ্রের সহিত সরোজিনীর বিবাহ স্থির হইয়া থাকিল।"

পর্ব্ব উপলক্ষে সরোজিনীর নিমিত্ত যথারীতি বস্ত্র, মিষ্টান্ন, খেলানা প্রভৃতির তত্ত্ব চলিতে থাকিল। বালিকা আপনার ভাবী সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করিয়া আনন্দিত হইল। পূর্ব্বে লজ্জা ছিল না, কিন্তু ক্রমে অতিশয় লজ্জা বালিকাকে অভিভূত করিল। এখন ছুটীর সময় বীরেন্দ্র আসিলে, পূর্ব্ববৎ তাহার সহিত দৌড়াদৌড়ি ও খেলা করিতে অত্যন্ত প্রাণের আগ্রহ হইলেও লজ্জায় বালিকা আর তাহা পারিয়া উঠিত না। বীরেন্দ্রের গলা জড়াইয়া সুখ-দুঃখের গল্প করিতে ও শুনিতে একান্ত বাসনা হইলেও সরোজ আর কথা কহিতেই সাহস করিত না; বীরেন্দ্রও আর ঘাড় তুলিয়া সরোজিনীর সহিত কথা কহিতে পারিত না। সরোজিনীকে নাম ধরিয়া ডাকিতে তাহার আর ভরসা হইত না।

ক্রমে বালিকা সরোজ দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিল। আনন্দের কল্পনায় জলের মত দিন চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু লজ্জার মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবকাশ হইলেই বীরেন্দ্র বাটী আইসে। বাটী আসিয়াই সরোজিনীকে দেখিতে আইসে। দেখা হয়, কিন্তু বলিবার জন্য যত কথা মনে সাজান থাকে তাহার একটীও বলা হয়না, সরোজিনী দুই একটী মাত্র কথা কহিয়া সরিয়া যায়। বীরেন্দ্র কত কি বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন না। ঠাকুরমার সহিত উভয়েরই অনেক কথা হয়; সেই বৃদ্ধা ঠাকুরমা অপরিসীম আনন্দের সহিত বুঝিয়াছেন যে বীরেন্দ্র সরোজিনীকে যেরূপ

ভালবাসে, এ পৃথিবীতে তাহার আর তুলনা নাই। আর দুঃখিনী, মাতৃহীনা সরোজিনী এই রূপবান যুবাকে প্রাণের প্রাণে বসাইয়া দিবানিশি পূজা করে। এমন সুখের ও আনন্দের মিলন আর হয় না।

ফাষ্ট আর্টস্ পাস করিয়া বীরেন্দ্র বি এ, পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতায় গমন করিলেন। বেণীমাধব কখন বা গৃহিনীর সহিত, কখন বা চন্দ্রকান্তের সহিত এবং কখন বা বিশেষ বিশেষ আত্মীয় কুটুম্বের সহিত এই শুভবিবাহের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সরোজিনীকে কিরূপ বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে হইবে, বিবাহে কিরূপ সামারোহ করিতে হইবে, কত লোক খাইবে, কিরূপ রোসনাই ও বাজী হইবে এই সকল পরামর্শে বেনীমাধব ব্যাপৃত হইলেন। পুত্র বি এ,পাস করিলে হয়, এই দুই বৎসর কাটিলে হয়, তাহার পর সরোজিনী আসিয়া পুত্রবধূরূপে তাহার ঘর আলো করিবে।

বড় উৎসাহে দিন কটিতে লাগিল। গ্রামের নানাস্থানে সময়ে সময়ে এই বিবাহের আলোচনা চলিতে থাকিল। কোথাও কোথাও বর বেশী সুন্দর না কন্যা বেশী সুন্দরী এ সম্বন্ধে তর্ক চলিতে লাগিল। অনেকের মতে স্থির হইল যে, সরোজিনীর মত সুন্দরী আর কেহ কখন কোথাও দেখেন নাই। কেহ কেহ বুঝিলেন যে বীরেন্দ্রনাথের ন্যায় রূপবান বালক আর কখন কাহর নয়নে পড়ে নাই।

সরোজিনী চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিল। রূপরাশি

প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা উদ্ভিন্ন যৌবনা হইল, তথাপি বিবাহ হইল না বলিয়া নানা স্থানে কথা উঠিতে থাকিল, চন্দ্রকান্ত বুঝিলেন, বিবাহ হইয়াই রহিয়াছে ; কেবল মন্ত্রপড়া বাকী, সুতরাং তিনি কোন কথাই কাণে তুলিলেন না। প্রতিবাসীরাও বুঝিল, যে এরূপ স্থলে কন্যার বয়োবৃদ্ধিতে কোন ক্ষতি নাই ; কারণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। সরোজিনী আনন্দ ময়ী, চন্দ্রকান্ত নিশ্চিন্ত, ঠাকুরমা প্রসন্না, বীরেন্দ্র নাথ উৎফুল্ল। বেণীমাধব হৃষ্ট আর গ্রামবাসী সকলেই আশ্বাম্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রকান্ত অতি দরিদ্র এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাঁহার বাস-ভবন দীনতার পরিচায়ক; দুইখানি সামান্য খড়ের ঘর, একখানিতে পাক হয়, একখানিতে শয়নাদি নির্ব্বাহিত হয়। বাটীর সম্মুখের অঙ্গন বিশেষ বৃহৎ নহে, পল্লিগ্রামে দরিদ্র লোকেরও অনেক খানি অঙ্গন থাকে; চন্দ্রকান্তের তাহাও ছিল না। অঙ্গনের প্রান্তভাগে নানা প্রকার বৃক্ষলতাদি মিলিত বেড়া। অঙ্গনে তিন চারিটী আম, একটী কাঁঠাল, একটী পেয়ারা এবং একটী বিল্ববৃক্ষ।

বাটী সামান্য হইলেও অতি পরিষ্কৃত; কুত্রাপি আবর্জ্জনা নাই, শুষ্ক বৃক্ষপত্র পড়িয়া নাই এবং ধূলি বা কর্দ্দম নাই। খড়ের ঘর দুইখানি মৃত্তিকাসংযুক্ত গোময় প্রলিপ্ত এবং অঙ্গনের ভূরিভাগও তদ্রূপে পরিষ্কৃত; সিঁদুর পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়।

অঙ্গনের একস্থানে পেয়ারা, কাঁঠাল ও বেলগাছের শাখা মিলিয়া অতি মনোহর প্রাকৃতিক কুঞ্জরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কুঞ্জের নিম্নদেশ সুমার্জ্জিত এবং তাহারই অনতি দূরে গাঁদা, যুঁই প্রভৃতি কয়েক প্রকার ফুল ও তুলসী গাছ সংস্থিত।

অপরাহ্ন কালে সেই কুঞ্জমধ্যে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী উপবিষ্টা। সুন্দরী যুবতী; কৈশোর কালের যে সীমা অতিক্রম করিলে, স্বর্গীয় মধুরিমা নরনারীর দেহকে সমাচ্ছন্ন করে ও হৃদয়কে উৎফুল্ল করে, এই যুবতীর সেই আনন্দময় কাল উপস্থিত। যুবতী সরোজিনী দরিদ্র চন্দ্রকান্তের একমাত্র সন্তান। সরোজিনী নিরাভরণা, একখানি অতি পরিষ্কার সামান্য সাটী তাঁহার মুখমণ্ডল, হাতের কিয়দংশ এবং চরণের অত্যল্পভাগ ব্যতীত দেহের সমস্ত অংশ সুন্দররূপে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রকোষ্ঠে দুইগাছি কাঁচের চুরি; অন্য কোথাও কোনরূপ ভূষণ নাই।

চতুর্দ্দশ অতিক্রম করিয়া গত মাঘ মাসে সরোজিনী পঞ্চদশ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিণত না হইলেও, এক্ষণে তাঁহাকে পূর্ণবয়স্কা যুবতীর ন্যায় শোভাময়ী দেখাইতেছে। তাঁহার বর্ণ নিরবচ্ছিন্ন গৌর নহে, গৌরের সহিত রক্তিমা সংমিশ্রিত হইলে যে মনোহর বর্ণের সমুদ্ভব হয়, তাঁহার দেহ সেই বর্ণে শোভাময়। তাঁহার লোচন আয়ত, স্থির ও হৃদয়ের শান্তভাব-ব্যঞ্জক। তাঁহার সরলতা-পূর্ণ দৃষ্টি কখনও লালসা বা বক্রতা ব্যক্ত করিতে জানে না। অবস্থার হীনতা হেতু সরোজিনীকে সতত বিবিধ গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়; কিন্তু সেজন্য তাঁহার কমনীয়তা বা লাবণ্য অপচিত হয় নাই। হৃদয়ের শান্তির সহিত দৈহিক স্বাস্থ্যের সম্মিলনে সরোজিনী সতত উৎফুল্লা ও আনন্দময়ী।

বিবাহের বয়স অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে; তথাপি এই সুকুমারকায়া লতিকা কোন সহকারের আশ্রিতা হন নাই; এ পর্য্যন্ত এই উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরীর পতিরূপে পরিগণিত হইবার অশুলভ সৌভাগ্য কোন ভাগ্যবানেরই উপস্থিত হয় নাই। এই সুশীলা সুন্দরী-শিরোমণির সহিত অনুরূপ কোন যুবকের পবিত্র সম্মিলনরূপ মণিকাঞ্চনযোগ অদ্যাপি সংঘটিত হয় নাই।

বঙ্গীয় বর্ত্তমান সমাজে এতদিন পর্য্যন্ত অনূঢ়া কন্যা প্রায় থাকিতে পায় না। কোন গুরুতর আভ্যন্তরিক কারণ না থাকিলে বিবাহের কাল প্রায় কখনই দ্বাদশের উর্দ্ধে যাইতে দেখা যায় না। সরোজিনীর বিবাহ-সম্বন্ধ বহুদিন হইতেই সম্পূর্ণ স্থির হইয়া আছে, এ সংবাদ পাঠকগণের অবিদিত নাই। এইরূপ স্থির হইয়া আছে বলিয়াই সরোজিনীর পিতা নিশ্চিন্ত আছেন এবং প্রাপ্তযৌবনা দুহিতাও আশার মদিরায় মত্ত হইয়া আনন্দের অট্টালিকা গড়িতেছেন ও সাজাইতেছে; নন্দনের কল্পিত সুখ ভোগ করিতেছেন এবং কল্পনার তরঙ্গে নর্ত্তনশীল হৃদয়ের সহিত আনন্দে ভাসিতেছেন।

সুদীর্ঘব্যাপি আশার সফলতা বুঝি এইবার হয়। এই বৈশাখে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণের আরাধ্য, হৃদয়ের উপাস্য দেবতার সহিত তাঁহার শুভ সম্মিলন হইবে।

ফাল্গুন মাস গত প্রায়; সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুমধুর বসন্তানিল

ধীরে ধীরে বহিয়া চারিদিকে আনন্দের ধারা ছড়াইতেছে। নবোদ্গত আম্র-মুকুলের সুগন্ধে বসুন্ধরা মাতিয়া উঠিয়াছে। মুকুলে মুকুলে, কুসুমে কুসুমে মধুলোলুপ ভৃঙ্গ গুণ গুণ শব্দে উড়িয়া বেড়াইতেছে। যে কুঞ্জে বনদেবীর ন্যায় শোভাময়ী সরোজিনী একাকিনী বসিয়া আছেন, সে স্থানেও সর্ব্বগামী পবন প্রবেশ করিয়া নবীনার বস্ত্রাঞ্চল নাচাইতেছে, তাঁহার ললাটে শীতলতা প্রদান করিতেছে এবং তাঁহার অলকদামের সহিত খেলা করিতেছে। এই ক্ষুদ্র ভবনের কিঞ্চিদ্দূরে এক সম্পত্তিশালী ব্যক্তির ভবনস্থিত বিশাল বকুলবৃক্ষের ঘনপত্র-পুঞ্জের মধ্য হইতে কোকিল কুহরিয়া চারিদিক নাচাইয়া তুলিতেছে।

একাকিনী সরোজিনী সেই সুমধুর দৃশ্যের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্টা এবং কতকগুলি গাঁদাফুল লইয়া মালা রচনায় বিনিযুক্তা; একটী, দুইটী, তিনটী, ক্রমে অনেকগুলি ফুল মিলিত হইয়া মালিকায় পরিণত হইল। সুন্দরী পরিগৃহিত কার্য্যে এতই ব্যাপৃতা ছিলেন যে, কোন দিকে বা কোন বিষয়ে লক্ষ্য ছিল না। তিনি জানিতে পারিলেন না, যে তাঁহার মালিকা রচনা কালে এক শোভাময় সুগঠিত কলেবর যুবা সেই অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া এবং দূরে দাঁড়াইয়া অতৃপ্ত নয়নে সরোজিনীর কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবার নয়ন পথ দিয়া হৃদয়ের মত্ততা পরিব্যক্ত হইতেছে। যুবা দেখিতেছেন কি শোভা! সুন্দরীর অঙ্গুলী সংস্পর্শে ভাগ্যবান কুসুম নিচ-

য়ের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন সন্দর্শনে যুবা ভাবিতেছেন কি সুন্দর! এই সুন্দরীর অঙ্গুলী সকল, না কুসুম নিচয়! কে অধিক সুন্দর?

মালিকা সমাপ্ত হইলে, সরোজিনী একবার পার্শ্বে দৃষ্টি-পাত করিলেন,তৎক্ষণাৎ সেই প্রফুল্লানন যুবক তাঁহার নয়ন-পথ-বর্ত্তী হইলেন। যুগপৎ বিরোধি ভাবদ্বয়ের সমাগমে সরোজিনী বিব্রত হইয়া পড়িলেন; হৃদয়ের আনন্দ তাঁহার বদন মণ্ডলকে প্রদীপ্ত করিল, তৎক্ষণাৎ প্রধাবিত হইয়া সেই যুবকের নিকটে যাইতে এবং তাঁহাকে একসঙ্গে শতকথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা হইল, কিন্তু লজ্জা তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিল যে, এমন কাজ কখন করিও না, একটুও বিচলিত হইও না, যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেখা-নেই স্থির হইয়া থাক। এক পা—এক পা মাত্র সুন্দরী অগ্রসর হইতে পারিলেন। লজ্জার উপদেশই প্রবল হইল। নিকটে গমন করা হইল না। ধীরে ধীরে সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন আসিয়াছ বীরেন দাদা?"

আর কোন প্রশ্ন সুন্দরীর মুখ হইতে বাহির হইল না। মুখ নত হইয়া পড়িল, অধরের হাসি আবার অধরের মধ্যেই লুকাইল। আনন্দের সুস্পষ্ট রেখাসমূহ বদনমণ্ডল হইতে পলাইতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া সরোজিনীর নিকটে আসিলেন, সস্নেহে সাদরে বলিলেন,—"এখনই আসিয়াছি। তুমি কেমন আছ সরোজ?"

সরোজিনী নত মুখে অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলেন,—"ভাল আছি।"

বীরেন্দ্র বিদেশে কেমন ছিলেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে কিনা ইত্যাকার বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সরোজিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু কঠোর লজ্জা আবার তাঁহাকে সাবধান করিল এবং অন্য কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিল।

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—"ঠাকুর মা কোথায় সুরোজ? কাকা মহাশয় বুঝি এখনও ফিরেন নাই?"

সরোজ পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—"না। ঠাকুর মা ঘরের মধ্যে আছেন।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। ফল কি হইবে এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু পরীক্ষার পরে যে দেব-দুর্ল্লভ ফল পাইব বলিয়া বহুদিন হইতে প্রবল আশায় রহিয়াছি তাহার সময় হইয়াছে। সরোজিনি! এইবার তুমি আমার হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের সকল আপত্তি দূর হইয়াছে। আর কয়েকদিন পরে যাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া সুখের সাগরে ভাসাইবে, আজ তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেছ না কেন সরোজ?"

কোন উত্তর দিতে সরোজিনীর সাধ্য হইল না। বড়ই আনন্দের সংবাদ, বড়ই প্রার্থনীয় অবস্থার চিত্র, যাহা নিরন্তর জাগরণে ও স্বপ্নে সরোজিনী ধ্যান করিয়া আসিতেছেন, সেই

ধরণীর দেবতার মুখে তাঁহার চরণ সেবিকারূপে পরিগণিত হইবার প্রস্তাব; কাঁদিতে কাঁদিতে চরণে পড়িয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, হে দেবতা! তুমি কৃপা করিয়া এ সেবিকাকে চরণে স্থান দিবে কি? কিন্তু বলা কিছুই হইল না। এবার লজ্জা তীব্রস্বরে বলিয়া দিল, কোন কথাই কহিতে পাইবে না।

পুনরায় বীরেন্দ্র কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"বল সরোজ—দয়া করিয়া বল দেবি—প্রসন্ন চিত্তে বল—এই অযোগ্য ব্যক্তিকে তুমি স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে কি? তোমার মুখ হইতে একবার আমাদিগের শুভ সম্মিলনের পূর্ব্বে—একবার মাত্র এই কথা শুনিবার নিমিত্ত আমি পাগল হইয়াছি। বল সরোজ! আমার হৃদয় মন সর্ব্বস্ব তোমার চরণে অনেক দিন হইতে উৎসর্গ করা আছে; তুমি তাহা লইবে কি?"

সরোজিনী বুঝিলেন বীরেন্দ্র কতটুকুই বা পাগল হইয়াছেন! তাঁহার নিজের প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা নাই; কিন্তু "বলি বলি আর বলা হল না।"

আবার বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি বুঝিব সরোজ! কেবল ঠাকুরমার ইচ্ছায়, পিতার আদেশে, আমার প্রার্থনায় তুমি আমার হইবে? তবে কি বুঝিব সরোজ! বিবাহ নিশ্চয়ই করিতে হইবে বলিয়াই তুমি আমার পত্নী হইবে? তবে কি বুঝিব সরোজ! আমাদিগের দেহেরই বিবাহ হইবে, হৃদয়ের পরিণয় হইবে না?"

সরোজিনী কম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি পাগল হইয়াছ।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"সত্যই আমি পাগল হইয়াছি সরোজ! আমি অতীতের সমস্ত পট সম্মুখে দেখিতেছি; বাল্যে নিরন্তর তোমার সহিত খেলা করিয়াছি, তোমাকে পড়াইয়াছি, তোমার বাক্য শুনিয়া হৃদয়ে তৃপ্তি পাইয়াছি, ক্রমে সরোজ, তুমি আমার ধ্যানের দেবী হইয়া উঠিয়াছ। সৌভাগ্যক্রমে পিতা-মাতা তোমার সহিত আমার সম্মিলন ঘটাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আশার অতীত আনন্দে ভাসিয়া রহিয়াছি; কেবল এই সম্মিলনের পূর্ব্বে, তোমার মুখ হইতে আর একবার জানিতে চাহি সরোজ, তুমি আমার হইয়া সুখী হইবে কি?"

সরোজিনীর নয়নে জল আসিল, তিনি গদ্‌গদ্ স্বরে উত্তর দিলেন—"এ কথা আজি নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন বীরেন? লক্ষবার আমি তোমাকে জানাইয়াছি, তুমিও আমাকে জানাইয়াছ. আমরা জীবনে মরণে এক। কিন্তু আমর আশঙ্কা হয় বুঝি বা অভাগিনীর অদৃষ্টে দেব-সেবা নাই, বুঝি বা তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণময় দেবতার অযোগ্যা বলিয়া আমি উপেক্ষিতা হইব।"

তখন বীরেন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"এমন আশঙ্কা কেন করিতেছ সরোজ, আমার পিতা-মাতা অনেক দিন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আমিও স্থির

করিয়াছি, তোমাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া ভূতলে অমরাবতীর প্রতিষ্ঠা করিব। আর দেবতারাও যে আনন্দ পাইলে চরিতার্থ হইয়া থাকেন, আমি অবিরত সে আনন্দ ভোগ করিব।"

এই সময়ে এক বৃদ্ধা ঘরের দাবা হইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার সহিত কথা কহিতেছিস্ সরোজ? বীরেনের আওয়াজ শুনিতেছি। বীরেন! কলিকাতা হইতে কখন আসিয়াছ দাদা?"

বীরেন্দ্র সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন,—"ঠাকুর মা, আমি এখনই আসিয়াছি।"

যুবক ও যুবতী তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার নিকটস্থ হইলেন এবং বীরেন্দ্র ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ ঠাকুর মার সহিত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া সন্ধ্যার পর বীরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর সরোজিনী ক্ষুদ্র পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিতেছেন, কিঞ্চিদ্দূরে বৃদ্ধা ঠাকুরমা বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সরোজিনী ঠাকুরমাকে প্রায়ই পাক করিতে দেন না, বিশেষতঃ রাত্রিকালের পাক-কার্য্য নিত্যই সরোজিনী নির্ব্বাহ করেন। ভাত নামিয়া গিয়াছে, ডাইল চড়িয়াছে, এখনও একটা তরকারি ও কিছু ভাজা হইবে। গাছের শুক্না পাতা ও ঘুঁটের জাল দিতে দিতে সরোজিনী পাক করিতেছেন। এক খানি ক্ষুদ্র পিঁড়ির উপর বসিয়া উনানে পত্রাদি যোগাইয়া দিতেছেন, অগ্নির প্রভা লাগিয়া তাঁহার বদন প্রদীপ্ত হইয়াছে, স্বভাবসুন্দর গৌরবর্ণ অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছে এবং তাঁহার রূপরাশি যেন বহুগুণে খাড়াইয়া দিয়াছে।

সরোজিনী বড়ই অন্যমনস্কা; কেন আজি তাঁহার চিত্ত এত চঞ্চল হইয়াছে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বীরেন্দ্র আসিয়াছেন; যে পরীক্ষার জন্য এত দিন শুভ বিবাহ বন্ধ রহিয়াছে সে পরীক্ষার শেষ হইয়াছে; এতকাল কাটিয়াছে —অনেক মধুর স্বপ্ন ভোগে, আশার অতি তৃপ্তিপ্রদ আশ্বাসে সুখের অট্টালিকা গড়িতে গড়িতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এত দিন কাটিয়াছে—মোহের আবেশে, কল্পনার উচ্ছ্বাসে,

ভবিষ্যতের বিশ্বাসে, আনন্দ-মদিরার মত্ততায় এত সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে—তবে আর এ কয়টা দিন অনায়াসে কাটিবে না কি? পাপ চৈত্র মাসের দিন কয়টা দ্রুত চলিয়া গেলেই হয়। তাহার পরেই সেই প্রাণের দেবতা, সেই হৃদয়ের আরাধ্য, সেই শৈশবের ক্রীড়া-সহচর, সেই বাল্যের অধ্যাপক গুরু, সেই আত্মার একান্ত অভিন্ন বন্ধু বীরেন্দ্রের চরণ সেবায় তাঁহার অধিকার হইবে; বীরেন্দ্র ও সরোজিনীর সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে অভিন্ন সম্মিলন হইবে।

কি আনন্দ! বীরেন্দ্র রূপে কন্দর্প, গুণে অতুলনীয়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সরলতায়, সাধুতায় আদর্শ পুরুষ; সরোজিনীর হৃদয়ে আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেই প্রেমময় গুণময় বীরেন্দ্র, দুঃখিনী দরিদ্র-তনয়া সরোজিনীকে কতই যে ভালবাসেন তাহা বলিয়া শেষ হয় না। সরোজিনী ভাবিতেছেন, বীরেন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন আমাকে লইয়া তিনি অমরাবতী প্রতিষ্ঠা করিবেন; কি ভালবাসার, কি অনুরাগের, কি অনুগ্রহের কথা। যেখানে বীরেন্দ্র যাইবেন সেস্থান শোভাহীন ও কলঙ্কিত হইলেও তাঁহার আগমনেই অমরাবতী রূপে পরিণত হইবে। তথায় দিব্যজ্যোতিঃ আপনি আসিবে, নন্দনের সুগন্ধ আপনি বহিবে, শত পারিজাত আপনি ফুটিবে, সকল শোভা, সকল আনন্দ আপনি আসিয়া জুটিবে, সরোজিনী সেই অমরাবতীতে সেই দেবতার চরণ সমীপে বসিতে পাইবেন কি?

বৃদ্ধা ঠাকুরমা ভাল দেখিতে পান না; অন্য দিন পাক-কালে সরোজিনী নিরন্তর ঠাকুরমার সহিত কথা কহেন, নানা বিষয়ে তাঁহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু আজি আর সরোজিনীর মুখে কথা নাই। দর্শন শক্তির পূর্ণ তীক্ষ্ণতা থাকিলে এই বর্ষীয়সী অনায়াসেই সরোজিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন যে, রন্ধন-নিরতা যুবতী আনন্দের কল্পনায় ডুবিয়া আছেন। দেখিতে না পাইলেও বুদ্ধিমতি প্রবীনা সহজেই আজ সরোজিনীর ভাবান্তর অনুভব করিলেন। বলিলেন,—"ডাইলে নুণ দিতে ভুলিস্ নাই তো?"

সরোজিনী চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"কেন ঠাকুর-মা, আমি তো কোন দিনই নুণ দিতে ভুলি না। তবে আজ সাবধান করিতেছ কেন?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আজি বীরেন আসিয়াছিল। কাজেই ভুল হইলেও হইতে পারে।"

সরোজিনী কাহারও সহিত কখন মুখ ফুটিয়া সমানভাবে কথা কহিতে পারেন না; কিন্তু বৃদ্ধা ঠাকুরমার নিকট তাঁহার কোন সঙ্কোচ হয় না। জননীর আকারও সরোজিনীর মনে নাই; ঠাকুরমা জননীর ন্যায় যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, এত স্নেহ, এত দয়া সরোজিনী আর কোথাও পান নাই; অকপটে সেই দেবীর নিকট তিনি চিরদিন চিত্তের সকল ভাবই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। এখনও বালিকার ন্যায় সরলতার সহিত বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সরোজিনীর সুখ-দুঃখের কথা

ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বীরেন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথা ঠাকুরমা যখন তখন বলিয়া থাকেন এবং সে উপলক্ষে সরোজিনীকে অনেক উপহাস করেন। যখনই বীরেন্দ্রের কথা উঠে, তখনই সরোজিনীর প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ ভাবের উদয় হয়; বুক গুড় গুড় করে, সমস্ত শরীর যেন নড়িয়া উঠে, কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না, এক কথা বলিতে আর এক কথা হইয়া পড়ে। আজি বীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া বিচলিত ভাব আরও একটু বাড়িয়া উঠিল; সরোজিনী বলিলেন,—"বী—বী—লোক আসিলেই বুঝি সব ভুলিয়া যাইতে হয়। কতদিন, কতবার, কতলোক আমাদিগের বাটীতে আইসে; আমি সে জন্য কখন কিছু ভুলি নাই, তবে আজি ভুলিব কেন ঠাকুরমা?"

বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিলেন, বীরেন্দ্রের নাম চিরদিনই সরোজিনী বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আজি সে নাম উচ্চারণ করিতে নাতিনীর অক্ষমতা দেখিয়া বৃদ্ধার হাসি আসিল; বলিলেন—"যে চিরদিন হইতে বীরেন দাদা ছিল, যাহার সহিত মারামারি ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছিস্ আজি তাহার নামটী বলিতেও তোর মুখে আটকাইতেছে; সে এখন লোক হইয়াছে; এত বদল হইয়াছে বলিয়াই আমার ভয় হইতেছে, হয় তো ডাইলে নুণ দিতে ভুলিয়া যাইবি।"

ঠিক কথাই বটে। সাবধান হইতে গিয়া সরোজিনী

অনেক অসাবধান হইয়াছেন। সাফাই আর চলে না। বলিলেন,—"হাঁড়ি খাইতে না পারিলে নুণ দিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। তোমার জন্য কালি দুপুরবেলা যখন রান্না করিব, তখন দুবার করিয়া ডাইলে নুণ দিব।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"তা হইলেও আমি বেশী করিয়া গুণ মানিব না। আর কাহারও গুণ মানা মানিতে তোর ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই; যে গুণমানিবার সে আলুণি খাইয়াও তোর পায়ের তলে ঘুরিবে।"

সরোজিনী বলিলেন,—"তুমি তো মানিবে না। আর কেহ মানিবে কিনা সে কথায় এখন কি কাজ?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"সে কথায় এখন বড়ই কাজ। আজিই চন্দ্র আসিলে সকল কথা বলিব। কালিই পাকাপাকি করিতে বলিব, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত যাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না, যাহার ভাবনায় ইষ্টদেবতার নাম, আহ্নিক সকলই ভুলিয়া যাই, সে যে কাছ ছাড়া হইবে ইহা মনে হইলে ভয় হয়। তা হউক—আমি আর কয়দিনই বা। এই সময়ে তোর সুখ দেখিয়া যদি মরিতে পারি তাহা হইলে মরণও বড় সুখের হইবে।"

সরোজিনীর হৃদয় হইতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বাহিরিল। বড়ই ভয়ানক কথা। এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী. পুণ্যময়ী দেবীর নয়নান্তরালে ক্ষণেক গমন করিলেও তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। নাতিনীর বিবাহ হইলে পরের ঘর করিতে

যাইতে হইবে। এ চিন্তা বস্তুতঃই বৃদ্ধার পক্ষে সাতিশয় ক্লেশ জনক। সরোজিনী ভাবিলেন, বিবাহ হইবে; কিন্তু ঠাকুর মার কাছছাড়া হইতে হইবে কেন? এক গ্রামেই থাকা হইবে, সমস্ত দিন ইচ্ছা মত যাওয়া আসা চলিবে। ঠাকুর মা যাহাতে একটুও ক্লেশ না পান তাহাই করিতে হইবে।

অঙ্গন পার্শ্বে বেড়ার ধারে পায়ের শব্দ হইল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"কে? চন্দ্র এলি বাবা?"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"হাঁ মা, আমি এসেছি।"

সরোজিনীর রন্ধন কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিনি ব্যস্ততা সহকারে পাক শালার বাহিরে আসিলেন। বলিলেন,— "গাড়ুতে জল আছে, ওখানেই গামছা খড়ম আছে, হাত পা ধোও, খাইবার যায়গা করিব কি বাবা?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"হাঁ মা,একটু ক্ষুধা বোধ করিতেছে, রান্না ঘরেই স্থান কর।"

পিঁড়ি পাতিয়া অতি যত্নে হস্ত মার্জ্জন করিয়া পরিষ্কৃত পাত্রে জল রাখিয়া সরোজিনী অতি সাবধানে একখানি পাথরের উপর অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্থাপিত করিলেন; চন্দ্রকান্ত হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। তিনি যথা স্থানে উপবেশন করিলে, সরোজিনী ভাতের পাথর তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন; তাহার পর হস্ত ধৌত করিয়া প্রদীপটী উজ্জ্বল করিলেন এবং তাহা পিতার নিকটে

আনিয়া স্থাপন করিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া চন্দ্রকান্তের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। সরোজিনী তাম্বুল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত আহারে প্রবৃত্ত হইলে, বৃদ্ধা অনেক কথা কহিতে লাগিলেন, বীরেন্দ্র পাসের পড়া শেষ করিয়া আসিয়াছেন; এখন অতি শীঘ্র যাহাতে বিবাহ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"বিবাহ তো হইয়াই আছে মা! কেবল সাত পাক আর কয়েকটা মন্ত্র বাকী; কিন্তু তাহাও আর বাকী রাখা কোন মতেই চলে না। বীরেনের পাসের জন্যই এতদিন আটকাইয়া ছিল, সে বাধা এখন মিটিয়াছে। আর বিলম্ব করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কালিই প্রাতে গিয়া বেণী দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া দিন স্থির করিব।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"বিবাহ ব্যাপার—আমাদেরও কিছু তো খরচ করা চাই? বর-কন্যাকে যাহা হউক কিছু তো দিতেই হইবে? তাহার উপায় কি?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা করিও না মা, আমার কিছু নাই এ কথা সকলেই জানে; বেণী দাদার ছেলে বীরেনের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ, আমার যদি হাজার টাকা দিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলেও বেণী দাদা তাহা কখনই লইতে পারিতেন না। তবে আর এজন্য এত ভাবনা কেন মা?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"তা ঠিক, তুমি দিবেই বা কি? আর দিলেই বা বেণী লইবেন কেন? তবে কথা কি জান বাবা। আমাদের আর কেহ নাই, সরোজিনীই আমাদের সর্ব্বস্ব, তাহার বিবাহে কিছু খরচ না করিলে বড়ই কষ্ট হইবে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"কথা সত্য বটে; কিন্তু মা কি করিব? কোথায় কি পাইব?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আমার এক পোণ পাঁচ পণ্ডা টাকা আছে; কর্ত্তার মৃত্যুর পর সেই টাকা কয়টী আমি পাইয়াছিলাম। এ কাল পর্য্যন্ত নেকড়া জড়াইয়া ভাঁড়ের মধ্যে করিয়া তোমাকেও জানিতে না দিয়া তাহা রাখিয়া আসিতেছি। তোমার যেখানে বিছানা হয় তাহারই নীচে মাটির মধ্যে পোঁতা আছে। সেই টাকাগুলি বাহির করিয়া বীরেনের একটী আংটি, সরোজের দুইটী ইয়ারিং আর দুইগাছা মল গড়াইয়া দিতে হইবে। ঈশ্বর তাহাদের বাঁচাইয়া রাখুন। তাহাদের অভাব কিছুরই নাই, তথাপি এ জিনিষ তাহারা অতি আদরে চিরদিন ব্যবহার করিবে।"

চন্দ্রকান্তের চক্ষুতে জল আসিল, বলিলেন,—"মা! তোমার এ সম্বল আমি ঘুচাইতে পারিব না। এ সংসারে কোন কথাই কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। হয় তো অতি অসময়ে এই টাকা বড়ই কাজে আসিবে। আর অন্য কোন দরকারে না লাগিলেও তোমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ইহার বিশেষ আবশ্যক হইবে। আমি সে টাকা বিবাহে খরচ করিতে পারিব না।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুই তো কখন কোন কথা কহিস্ নাই। পরে কি হইবে সে ভাবনা ভাবিবার আমার প্রয়োজন নাই, টাকাগুলি বিবাহেই খরচ করিতে হইবে।"

আহার সমাপ্ত হইল; চন্দ্রকান্ত আর কোন উত্তর দিতে সাহস করিলেন না। আচমনাদি করিয়া তিনি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে বেণীমাধব বাবু আপনার বৃহৎ চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বহুলোক তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান; মুসলমানেরা চণ্ডি-মণ্ডপে না উঠিয়া সম্মুখস্থ অঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ ধান ধার করিতে আসিয়াছে, কেহ বন্দোবস্ত করিয়া জমি লইতে আসিয়াছে, কেহ টাকার সুদ দিতে আসিয়াছে, কেহ টাকা লইতে আসিয়াছে, কেহ বা প্রতিবাসীর অত্যাচার জানাইতে আসিয়াছে, আর কেহ বা কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া অগ্রে সাফাই করিতে আসিয়াছে। বেণী-মাধব বাবু তামাকু খাইতে খাইতে, সকলের কথাই শুনিতে-ছেন এবং সকলের সম্বন্ধেই যথাবিহিত সুব্যবস্থা করিতেছেন। কেহ তাঁহার সন্তানের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে, কেহ বা তাঁহাকে 'রাজা হউন' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে এবং কেহ বা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু চণ্ডিমণ্ডপ লোক শূন্য হইতেছে না। কারণ আবারও দুই একজন করিয়া নূতন লোক আসিতেছে।

লোকেরা সন্তুষ্ট মনে চলিয়া যাইতেছে; এ ঘটনা

বেণীমাধব বাবুর অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তিনি কাহাকেও রেহাই দিতেছেন না। হয়তো কোন কোন স্থলে হিসাবের ভুলের দরুণ কিছু বেশীও আদায় হইতেছে। নূতন জমি-জমার বন্দোবস্তে সেলামির মাত্রা দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছে। আর অন্যায়কারিদিগের প্রতি যেরূপ শাসনের ভয় দেখান হইতেছে, তাহাতে সে দিক হইতেও প্রকারান্তরে কিছু লাভ হইতেছে। তথাপি সকলেই বেণীমাধবের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদক। এ অসাধারণ ব্যাপার তাঁহার বিশেষ কৌশল ও সাবধানতা ঘোষণা করিতেছে।

বস্তুতঃ বেণীমাধব বড়ই সাবধান ও বুদ্ধিমান। তাঁহার রসনা কটুভাষা প্রয়োগ করিতে জানে না। ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি দেখাইতে জানেন না বলিলেই হয়। অহঙ্কার তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও বাহ্যে তাহার স্ফূর্ত্তি নাই; অতি দীন হীন ইতর জাতীয় ব্যক্তিকেও তিনি দাদা, খুড়া বা ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন। সকলেরই পারিবারিক ও সাংসারিক কুশল জিজ্ঞাসা করেন এবং যে কেহ হউক সম্মুখে আসিলেই বসিতে বলেন, তামাক খাইতে অনুরোধ করেন। তাহার উপর তাঁহার মধুমাখা কথা। সকলেরই ক্লেশের কথা শুনিয়া সমবেদনা প্রকাশ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে লোকে তাঁহার কাছে ঠকিলেও অসন্তুষ্ট হয় না এবং তিনি কোন অন্যায় করিতেছেন বুঝিলেও মনে করে, তাঁহার বুঝিবার ভুল হইয়াছে।

যাঁহারা তীক্ষ্ণদর্শী, যাঁহারা একটু লেখাপড়া জানেন, যাঁহারা মানব-হৃদয়ের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা বুঝেন বেণীমাধবের এইরূপ সরলতা, নিরহঙ্কৃত ভাব এবং পরদুঃখ কাতরতা আন্তরিক নহে; আরোপিত এবং কৃত্রিম। সেরূপ অনেক লোক মনে মনে জানেন যে বেণীমাধব "পয়োমুখ বিষকুম্ভ" অথবা "মিশ্রির ছুরি"। তাঁহারা এমনও বলেন, যে এরূপ সরলতার অপেক্ষা, এরূপ হিতৈষীতার অপেক্ষা, বোধ হয় প্রকাশ্য কঠোর অত্যাচার অথবা দুর্দ্দান্ত লোকের অপ্রচ্ছন্ন ব্যবহারও ভাল; কারণ সেরূপ দুষ্টেরা যে দুর্ব্ব্যবহার করিবে, লোকে তাহা প্রথম হইতেই জানে এবং সেজন্য সমুচিত সাবধান হইয়া তাহার নিকটস্থ হয়। কেহ কেহ এমনও বলে যে অপ্রত্যক্ষ শত্রুর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শত্রু প্রার্থনীয়। কিন্তু এরূপ নিন্দাকারী ও দোষদর্শীর সংখ্যা অতি অল্প।

অদ্য বহুলোকের বহু প্রস্তাব শ্রবণাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেও বেণীমাধবের বদন যেন চিন্তার কালিমায় সমাচ্ছন্ন। তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক; অন্যদিন কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার ত্রুটী হয় না; আজি কোন কোন স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। অন্যদিন লোকের কথা একবার শুনিয়াই তিনি ব্যাপার বুঝিয়া লইতে পারেন, আজি তাঁহাকে কোন কোন স্থলে 'কি বলিলে' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। অন্যদিন তিনি হাসিমুখে সকলের সহিত কথা

কহেন। আজি তাঁহার মুখে একবারও হাসি দেখা দেয় নাই। অনেকে বুঝিল বাবুর হয়তো আজি শরীর ভাল নাই।

ছাতাটী বগলে লইয়া, কাঁধে চাদর ফেলিয়া, চটিজুতা ফট্‌ফট্‌ করিতে করিতে পক্ককেশ শীর্ণকায় চন্দ্রকান্ত চণ্ডিমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া দেখাদিলেন। বেণীমাধব দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সমাগত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আজি আর কোন কাজের কথা হইবে না, চন্দ্রভায়া আসিতেছেন।

সমাগত লোকদিগের মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিয়া উঠিল,—"আজ বুঝিতেছি বড় দরকারি কাজের কথাই হইবে। আমরা দেশশুদ্ধ লোক জানি চন্দ্র খুড়ার মেয়ের সঙ্গে বীরেন দাদার বিবাহ হইবে।"

আর একব্যক্তি বলিল,—"কেবল পাসের জন্যই বিবাহ বন্ধ আছে, এখন সব পাস শেষ করিয়া পরশু বীরেন বাবু বাড়ী আসিয়াছেন।"

আর একব্যক্তি বলিল,—"সরোজিনী বড় হইয়াছে; আর রাখাও চলে না। এমন মিলও আর কেহ কখন দেখে নাই। মেয়ে তো নয়, যেন পটের ছবি। আর দাদা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে, ধনে মানে এ অঞ্চলের সেরা।"

আর একব্যক্তি বলিল,—"কৈবর্ত্ত হইলেও বেণীবাবু,

আমি তোমার দাদা। বলিয়া রাখিতেছি ভায়া, তোমার এই এক ছেলে; আমাদের মনে যত সাধ আহ্লাদ আছে, সকলই তোমাকে এই সময় মিটাইতে হইবে।"

বেণীমাধবের মুখ আরও লাল হইল। তিনি ঘাড় নাড়িয়া হাত নাড়িয়া সকলের উত্তর সমাধা করিলেন। চন্দ্রকান্ত উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং বেণীমাধবের আশনে দণ্ডায়মান হইয়াই বলিলেন,—"একি! দাদা, তোমার কোন অসুখ করিয়াছে নাকি? মুখ খানা কেমন ভার ভার বোধ হইতেছে?"

তখন বেণীমাধব বলিলেন,—"না ভায়া, অসুখ কিছু নয়, বইস তুমি।"

লোকেরা প্রণামাদি করিয়া প্রস্থান করিল। তখন চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তবে বিহাই দাদা, এখন শুভ কাজটা কবে শেষ করিবে বল দেখি? বাবাজি তো পরশু আসিয়াছেন।"

বেণীমাধব নীরব; তাঁহার পায়ের নখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"বুঝিতেছি দাদা, তুমি অনেক ভাবনায় পড়িয়াছ; তোমার অনেক খরচ করিতে হইবে, অনেক আয়োজন করিতে হইবে; সুতরাং ভাবিবার কথা বটে। আমার কোনই উদ্যোগ নাই। মেয়ে বাগ্‌দত্তা। তোমার পুত্র-বধূ হইয়াই রহিয়াছে। গ্রামেও

তাহার সেই পরিচয়, আমাকে যে দিন বলিবে, আমি সেই দিনই তোমার পুত্র-বধূকে হাত ধরিয়া তোমার বাড়ীতে আনিয়া দিতে পারি, তাহার পর যেরূপ করিতে ইচ্ছাহয় তুমি করিবে।”

বেণীমাধব কথা কহিতে গিয়া কহিতে পারিলেন না; দুই চারিবার ঢোক গিলিয়া, একটু মাথা চুলকাইয়া, একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন,—“খরচ পত্র কিছু করিতেই হইবে। সেজন্য ভাবিতেছি না। আয়োজনও সহজেই হইয়া যাইবে। তবে—”

তাহার পর বেণীমাধব আর কিছু বলিলেন না। চন্দ্রকান্ত সাগ্রহে কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তবে—তবে কি? আর ইতস্ততঃ কেন? পাত্র বিবাহের জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছেন; আমি মার মুখে শুনিয়াছি যাহাতে বৈশাখের প্রথমেই শুভ কর্ম্ম শেষ হয়, সে জন্য বীরেন্দ্র আমাকে তোমার নিকট প্রস্তাব করিতে বলিয়াছেন। আর মেয়ের কথা কি বলিব, ঘরে ঘরে এরূপ পাকা সম্বন্ধ স্থির হইয়া না থাকিলে, কে কবে কোথায় শোল বছরের মেয়ে আইবুড় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে? এতদিন গিয়াছে, আরও দশদিন যাইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এরূপভাবে আর অধিক দিন রাখা কোনমতেই উচিত নয়।

বেণীমাধব বলিলেন,—“এ কথা ঠিক। যেমন করিয়াই

ঘটক ভায়া, বৈশাখ মাসে সরোজিনীর বিবাহ দিতেই হইবে। তবে কথা কি জান—"

আবার বেণীমাধব নীরব। সোদ্বেগে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে! কথা আর কি? পাঁজি দেখিয়া দিন ধার্য্য করাই তো আবশ্যক। বার বার 'তবে' 'তবে' করিতেছ কেন দাদা?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কথাটা তোমাকে এই সময়ে বলাই আবশ্যক। তুমি আমার পরমাত্মীয়, প্রাণের বন্ধু; বোধ হয় একটা গুরুতর কারণে সরোজিনীর সহিত বীরেনের বিবাহ ঘটিবে না।"

চন্দ্রকান্তের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, হয়তো বিহাই সম্পর্ক ধরিয়া বেণীমাধব পরিহাস করিতেছেন। বলিলেন,—"তামাসা রাখ, এ কথায় তামাসা চলে না। বিবাহ তো হইয়াই আছে, তবে আবার 'বিবাহ হইবে না' কি বলিতেছ?"

তখন বেণীমাধব বলিলেন,—"আর একটু ভাঙ্গিয়া বলি ভায়া, তামাসা নহে। তারাপুরের রাজা হরিশ্চন্দ্র বীরেনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার এক মেয়ে—অতুলৈশ্বর্য্য। সে সকলই বীরেনের হইবে। তুমি পরম হিতৈষী। ভাবিয়া দেখ ভাই, এ অবস্থায় আমি কি করি?"

সরল চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"ভাবিবার কোন কথা নাই

তো দাদা ! কমলার কৃপায় তোমার কোন অভাব নাই; বীরেন্দ্র তোমার এক মাত্র পুত্র। তাহার উপর বিদ্যাতেও বীরেন বাবাজি আমাদের দেশের গৌরব হইয়াছেন। সুতরাং রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও লোভ করিবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না। তা ছাড়া অন্যত্র বিবাহ তো হইতেই পারে না। তোমাতে আমাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়াছি বলিলেই হয়। পাত্রপাত্রী পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিয়া বিবাহে বদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য লোকও ইহাই জানিয়াছে, ইহার পরে কুবেরের ঐশ্বর্য্য পাইলেও লোভের কোন কারণ নাই তো দাদা ?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কথা ঠিক ; তবে কি জান, সারোজিনীর বিবাহের ব্যবস্থা না করিয়া, আমি বীরেনের বিবাহের প্রস্তাব করিতেছি না। অগ্রে সরোজিনীর বিবাহ দিব। বীরেনের অপেক্ষাও ভাল পাত্রে তোমার মেয়ে পড়িবে ; সে সকল ব্যবস্থা আমার ঠিক করা আছে। সত্যবটে ছেলে-মেয়ে এই বিবাহের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া আছে ; কিন্তু ভায়া, ইহা তুমি ঠিক জানিবে অন্য কোথায়ও বিবাহ দিলেই তাহাই তাহাদিগের তখন ভাল লাগিবে এবং তাহাতেই মন বসিয়া যাইবে। আর তুমি বলিতেছ, আমার অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট নাই ; কিন্তু তারাপুরের সম্পত্তির তুলনায় আমাদিগের বিষয়-আশয় অতি সামান্য। আমার সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিলেও তাঁহাদের ভদ্রাসন বাটীর দাম হয় না। চিরদিনের জন্য বংশ-

টাকে ধনবান করিয়া যাইতে সকলেরই আকিঞ্চন হয়, সুতরাং এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তুমিও বুঝিয়া দেখিলে ভাই, এইরূপই বুঝিবে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি কিছুই ভাল বুঝিতেছি না। এতকাল পরে এখন হঠাৎ যে তোমার এইরূপ মতি হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি দরিদ্র, চিরদিনই তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু; তুমি আমাকে এই অবস্থায় এরূপ বিপদে ফেলিবে, ইহা আমি ভ্রমেও মনে করি নাই। তুমি বলিতেছ, অগ্রে মেয়ের বিবাহ দিবে, কিন্তু আমার কন্যা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহ করিতে সম্মত হইবে বলিয়া আমার বোধহয় না। বীরেন্দ্রও বোধহয় যথেষ্ট অমত প্রকাশ করিবেন। পরিণাম কখনই সুখের হইবে না। আমি দেখিতেছি এই তুচ্ছ লোভে পড়িয়া তুমি হয়তো বিশেষ সর্ব্বনাশই ঘটাইবে দাদা! আমার বলিবার কোন কথা নাই। তুমি দেশপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান লোক। আমি সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। তুমি যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই হইবে। আমি এখন আসি তবে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"বেলা হইয়া পড়িল, আইস; এজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে আমি তাহারই ব্যবস্থা করিব।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্থির চরণে চন্দ্রকান্ত সেস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অস্থির

গতিতে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—আপনার পরলোক গতা সহধর্ম্মিনীর বদন স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তুমি বাঁচিয়াছ। এ কঠোর সংসার ত্যাগ করিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। তোমার কন্যাকে তুমি কেন সঙ্গে লও নাই? তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি যখন ইচ্ছা তোমাদিগের অনুসরণ করিতে পারিতাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রকান্ত বাটী ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁহার মাসী মা আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কবে বিবাহের দিন স্থির হইল ?"

চন্দ্রকান্ত কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ব্যাকুল ও কাতর দেখিয়া বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে ? তোমার কি আজি শরীর ভাল নাই বাবা ?"

তখন চন্দ্রকান্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন ; বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া বালকের ন্যায় চন্দ্রকান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। জীবনে তিনি কোন কারণেই কখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেন নাই। কিন্তু সে দিন আর তাঁহার পড়াইতে যাওয়া হইল না।

কথা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল. ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পল্লিগ্রামেও প্রচারিত হইল যে, চন্দ্রকান্তের কন্যার সহিত বেণী বাবুর পুত্রের বিবাহ হইবে না। তারাপুরের রাজ-কন্যার সহিত বীরেন বাবুর বিবাহ সম্বন্ধ ধার্য্য হইয়াছে। হীরার টুকরা ছেলে রাজার ঐশ্বর্য্য পাইতেছে, গরীবের মেয়ে বিবাহ করিবে কেন ?

অনেকে এ সম্বন্ধে বেণী বাবুকে নিন্দা করিতে লাগিল ; অনেকেই বলিতে থাকিল যে, ধনের লোভে এত দিনের পরে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত কাজ হইল না। বেণীবাবুকেও

অনেক লোকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিল। তিনি মিষ্ট কথায় সকলকেই তুষ্ট করিয়া দিলেন। ইহাও বুঝাইয়া দিলেন, যে অগ্রে সরোজিনীর উত্তম পাত্রের সহিত বিবাহ না দিয়া তিনি নিজের ছেলের বিবাহ দিবেন না।

তারাপুরের জমিদারকে সন্নিহিত গ্রামের লোকেরা রাজা বলিয়াই ডাকে; তাঁহার এক মাত্র কন্যা সন্তান, অথচ প্রভূত ঐশ্বর্য্য। বীরেন্দ্রের ন্যায় সৎপাত্রের হস্তে দুহিতাকে সম্প্রদান করা, রাজা ও রাণীর একান্ত বাসনা। পাত্রকে বিবাহের পর শ্বশুরালয়েই নিয়ত বাস করিতে হউক বা না হউক, সতত যাতায়াত করিতে হইবে। কারণ রাজ-কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া ঘর করিবেন না। রাজার স্থাবরাস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সে সমস্তই জামাতা পাইবেন। কথা-বার্ত্তা সকলই স্থির হইয়া আছে। বীরেন্দ্রকে রাজা ও রাণী উভয়েই দেখিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই এই প্রিয়-দর্শন গুণবান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।

বেণী বাবু পাত্রী দেখিয়াছেন; গৌরবর্ণ, কিন্তু যেন কেমন সাদা সাদা। মাথার চুলগুলি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কিন্তু একটু তামাটে। চক্ষু ছোট ছোট এবং তারা দুইটী পিঙ্গলবর্ণ, রাজ-কন্যা বেজায় মোটা,. তাঁহার বয়স এক্ষণে তের বৎসর মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বিংশ বর্ষীয়া বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার নাম সুশীলা, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি বড়ই

দুঃশীলা। লোকে বলে তাঁহার হৃদয়ে দয়া মায়া নাই, তিনি অতিশয় রাগী, সতত অসন্তুষ্ট এবং বড়ই আদুরে। বেণী বাবু রাজ-নন্দিনীকে সুন্দরী শিরোমণি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির অনেক কথা বেণী বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু বড়মানুষের আদরিণী কন্যা এইরূপ হইয়াই থাকে বুঝিয়া, তিনি মনকে স্থির করিয়াছেন।

চৈত্রমাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল আগামী কল্য বীরেন্দ্রের শুভ আশীর্ব্বাদ হইবে। আজি হইতে বাটীতে হুলস্থূল পরিয়া গিয়াছে। অনেক লোক-জন সঙ্গে লইয়া রাজা স্বয়ং আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে তিনি অনেক খরচ-পত্র করিবেন, বেণীমাধবের আনন্দের সীমা নাই। তারাপুরের রাজারা কখন কোনও গৃহস্থের বাটীতে পদার্পণ করেন না। শুভক্ষণে বেণীমাধব সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পুত্র লাভ করিয়া ছিলেন, সেই জন্যই যাহা কখন কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহাই তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিতেছে। রাজা স্বজন-গণ সহ আসিতেছেন। আর তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিতেছে। সুতরাং বেণীমাধবের উল্লাসের সীমা নাই।

পুত্র বীরেন্দ্র নাথকে এই বিবাহ সম্বন্ধের কোন প্রসঙ্গই এ পর্য্যন্ত বেণীমাধব জানান নাই। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে; সুশীল পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞায় অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, ইহা বেণীমাধব বেশ জানিতেন। সুতরাং পুত্রের হিতার্থে যেখানে যে সম্বন্ধই কেন স্থির করুন

না, তদ্বিষয়ে পুত্রের মত গ্রহণ করা অনাবশ্যক। এইরূপ বুঝিয়া বেণীমাধব একবারও কোনরূপে পুত্রের নিকট এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই।

বাটীতে অনেক লোক মিলিয়া নানারূপ আয়োজন করিতেছে, বৈঠকখানা ঘর সাজাইবার অনেক ব্যবস্থা হইতেছে, বাটী পরিষ্কার করিতে অনেক লোক লাগিয়াছে, নিকটবর্ত্তী পথঘাট পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে, বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিবার আয়োজন চলিতেছে, গ্রামান্তর হইতে ভাল ভাল জিনিষ আনিবার জন্য লোক ছুটিতেছে, চারিদিকেই একটা ঘোর ব্যস্ততা লাগিয়াছে, অথচ এ সম্বন্ধে বীরেন্দ্রনাথকে প্রকৃত কথা পিতা-মাতা কেহই জানান নাই। বীরেন্দ্র কেবল অস্ফুটভাবে শুনিয়াছেন যে, তারাপুরের রাজা তাঁহা-দিগের বাটীতে আসিবেন। কেন রাজা আসিবেন, ইহার বিন্দু বিসর্গও বীরেন্দ্র নাথের কর্ণগোচর হয় নাই।

সেইদিন বৈকালে বৈঠকখানা ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় চেয়ারের উপর বেণীমাধব উপবিষ্ট। চারিদিকে লোক-জন ছুটাছুটী করিতে করিতে তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতেছে, সে দিন তাঁহাকে যেরূপ ম্লান ও অন্যমনস্ক দেখাগিয়াছিল, আজি আর তাঁহার সে ভাব নাই। আজি তিনি উৎসাহ সহকারে লোক-জনকে কার্য্যের আদেশ করিতেছেন এবং তাহাদিগের কৃত কর্ম্মের নিকাশ লইয়া কর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে বীরেন্দ্র

নাথ অবনত মস্তকে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"রাজা আসিতেছেন, এই উপলক্ষে গ্রামের কয়েকজন লোককে এখানে আহার করিতে বলিলে হইত না?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"না বাবা; কালি আর সে গণ্ডগোলে কাজ নাই। দিন কাল বড়ই খারাপ, মানুষকে বিশ্বাস করিতে নাই। বিশেষ গ্রামের লোক ভাল করিতে না পারিলেও মন্দ করিতে তৎপর। যে শুভকার্য্যের জন্য রাজা আসিতেছেন, তাহা স্থির না হইয়া গেলে, গ্রামের লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বা কথা-বার্ত্তার সুযোগ করিয়া দিতে আমার সাহস হয় না।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি কেবল দয়া করিয়াই আমাদিগের বাটীতে পদধূলি দিতে আসিতেছেন; এক্ষণে আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, তাঁহার আগমনের অন্য উদ্দেশ্য আছে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"হাঁ বাবা। কথাটা তোমাকে এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই; বলিবার কোন দরকার না থাকিলেও বলায় ক্ষতি নাই। নারায়ণের কৃপায় তুমি সুসন্তান হইয়াছ; তোমারই জন্য রাজার শুভাগমন হইতেছে।"

বীরেন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; তাঁহার এমন কি গুণ বা মহত্ব আছে যে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, ইহা তিনি ভাবিয়া স্থির

করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"আমারই জন্য রাজা আসিতেছেন? সৌভাগ্যের কথা বটে! আমাকে তাঁহার কি প্রয়োজন? তিনি আদেশ করিলে আমি তো অনায়াসেই তাঁহার বাটীতে যাইতে পারিতাম।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"পারিতে সত্য; কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার যাওয়া রীতি নহে, তাঁহারই আসিতে হইবে।"

বীরেন্দ্র নাথের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল; কেমন একটা বিভীষিকার ছায়া তাঁহাকে যেন অভিভূত করিল। তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেণীমাধব আবার বলিতে লাগিলেন,—তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন বাবা! তাঁহার কন্যা সুশীলা সুন্দরীর সহিত তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।"

সহসা বীরেন্দ্রনাথের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। চরণের উপর ভরদিয়া দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব হইল। তিনি সন্নিহিত রেলের উপর বাহু স্থাপন করিলেন এবং পার্শ্বের থামের গায়ে মাথা হেলাইয়া অতি কষ্টে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পিতা মনে করিলেন, বিবাহের প্রসঙ্গ; বিশেষতঃ রাজ-কন্যার সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া পুত্র আনন্দ ও লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন; পিতার মনে বড়ই হর্ষোদয় হইল। তিনি

বলিতে লাগিলেন,—"তুমি সৎপুত্র। আমার একান্ত আজ্ঞাধীন। এই জন্যই তোমাকে কোনদিন কোন কথা বলি নাই। বিশেষ বিবাহের বিষয়ে পুত্রের সহিত পরামর্শ করা পিতার পক্ষে বড়ই অপমান জনক।"

পুত্র তখনও সমান নীরব। তখনও পূর্ব্ববৎ স্পন্দহীন ও স্থির। পিতা বলিতে লাগিলেন,—"যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, তাহার আর তুলনা হইতে পারে না, রাজ রাজেশ্বরীর কন্যা, রূপে-গুণে অতুলনীয়া; আমার আনন্দের সীমা নাই, ঈশ্বর তোমাকে চিরজীবী করুন। একটা রাজার সম্পত্তির তুমি অধিকারী হইবে। আমার পৌত্র রাজা নাম পাইবে। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহেই এইরূপ শুভ সংঘটন ঘটিতেছে। এ অবস্থায় অনেক হিংস্র লোক অনেক শত্রুতা করিতে পারে। এই জন্যই গ্রামের কোন লোককে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি না।"

বীরেন্দ্রনাথ তখনও অচল প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দেহের ভার স্তম্ভে ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান। পিতার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা সন্দেহ। তখন পুত্রকে নীরব ও নিস্পন্দ দেখিয়া পিতা নিকটস্থ হইলেন এবং পুত্রের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন বাবা?"

পিতার করস্পর্শে পুত্রের সংজ্ঞা হইল; বীরেন্দ্র নাথ বিদ্যুৎবেগে দুই চারি পা পিছাইয়া গেলেন; পিতা দেখিলেন পুত্রের বদন পাণ্ডুবর্ণ, নয়ন দ্বয় আভাশূন্য এবং দেহ যেন

শক্তিহীন ও অবসন্ন। বলিলেন,—"এ কি বাবা! সহসা তোমার কোন অসুখ হইল কি? আমার কৃত এই বিবাহ-সম্বন্ধে তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ কি? ভাবিয়া দেখ, এরূপ সৌভাগ্যোদয় দেবতার দয়া ভিন্ন আর কিছুতেই হইতে পারে না। তোমার কল্যাণের জন্যই আমি অনেক দিন চেষ্টা করিয়া, অনেক রূপ আয়োজন করিয়া, এই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলে বলিতে পার।"

অস্ফুট ও কম্পিত স্বরে বীরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—"আপনি পিতা, আপনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা; আপনি জলে ডুবিতে বলিলে, আগুণে পুড়িতে বলিলে, আমি হাসিতে হাসিতে তাহাই করিব। যদি কোন বিষয়ে কখন আপনার আজ্ঞা পালনে ইতস্ততঃ করি; তাহা হইলে যেন আমার মস্তকে বজ্রপাত হয়। আপনার ব্যবস্থার উপর কথা কহিতে আমার কোন অধিকার নাই। খুড়া মহাশয়কে এ সংবাদ জানান হইয়াছে কি?"

বেণীমাধব বলিলেন—"চন্দ্রকান্ত ভায়াকে বলা হইয়াছে। সরোজিনীরও অন্য বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি।"

বীরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—"আপনার কথার উপর কোন কথা কহিতে আমার অধিকার নাই। তথাপি আপনার অনুমতি অনুসারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার পুত্রের আর চন্দ্রকান্ত খুড়ার কন্যার ধর্ম্মতঃ বিবাহ হয় নাই কি?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"তাহা কেন হইবে? বিবাহ যোগ্য পুত্র-কন্যা থাকিলেই অনেক সম্বন্ধ হয়, অনেক পাকাপাকি কথা হয়; কথা হইলেই যে বিবাহ হইয়া গেল, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। তোমরা অনেক লেখাপড়া শিখিয়া সকল কাজেই ধর্ম্ম আনিয়া ফেল। ধর্ম্মের তত্ত্ব আমরা অনেক জানি। এখন এই শেষ বয়সে ছেলের কাছে ধর্ম্মতত্ত্ব শিখিতে ইচ্ছা নাই। আমি ইহাতে কোন অধর্ম্মের কাজ দেখিতেছি না। তুমি কি বুঝিতেছ যে আমি অন্যায় কার্য্য করিতে বসিয়াছি? অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞা না। যাহা আপনার ইচ্ছা তাহার পালনই আমার ধর্ম্ম। আপনি যাহা বুঝিবেন তাহাই স্থির। আমার ভুল হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন।"

বেণীমাধব সস্নেহে পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; উভয় হস্তদ্বারা বক্ষস্থল পেষণ করিয়া অধোমুখে জীর্ণ রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল পাদক্ষেপে বীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যতদূর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত বেণীমাধব নির্নিমেষ-নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। পুত্র নয়নান্তরালে চলিয়া গেলে তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন,বালক চন্দ্রকান্তের কন্যাকে জগতে নারীজাতীর প্রধান বলিয়া বুঝিয়াছে। ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি। রাজ-কন্যার সহিত বিবাহ হইলে এ ছেলেমানুষি ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন আপনার শুভা-

দুষ্টের শত প্রশংসা করিবে, সরোজিনীর কথা আর মনেও করিবে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া প্রায় সংজ্ঞা শূন্য অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কি করিতে হইবে, এ অবস্থায় কোন্ পথের অনুসরণ করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিতে তাহার এখন শক্তি নাই। তবে মনের এরূপ অস্থির অবস্থাতেও ইহা তাঁহার দৃঢ় নিশ্চয় আছে, যে কার্য্য সম্পাদন করিলে, পিতামাতার সন্তোষ জন্মিবে, তাহা দুষ্কর, অসাধ্য এবং অধর্ম্মজনক হইলেও তিনি তৎসাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন না। অনেকক্ষণ উদাসভাবে শূন্য মনে অবস্থানের পর তিনি সেই শয্যার উপর অধোমুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বীরেন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তির কথঞ্চিৎ স্ফুরণ হইল। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন, আত্মহত্যা করি না কেন? এরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া যাবজ্জীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করার অপেক্ষা একদিনে এ জীবন নাশ করিয়া দিলেই সকল ক্লেশের শান্তি হইবে। যে মহাপাপ আমি করিতে বসিয়াছি, বাধ্য হইয়া যে অধর্ম্মানুষ্ঠান আমাকে করিতেই হইবে, তাহার তুলনায় আত্মহত্যা গুরুতর

পাপ নহে। কিন্তু তাহাও হইবে না; সে সুখও অভাগার ভাগ্যে নাই; স্নেহময় পিতা, করুণাময়ী মাতা আমারই মঙ্গলের জন্য সদা ব্যস্ত। আমাকে চির-সুখী করিবার অন্ধবিশ্বাসে তাঁহারা আমার চিরদুঃখের আয়োজন করিতেছেন; আমি আত্মহত্যা করিলে, আমার ধর্ম্মস্বরূপ, স্বর্গস্বরূপ পিতৃদেবের হৃদয়ে, আর আমার 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মাতৃদেবীর অন্তরে তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা উৎপাদন করা হইবে। পুত্র হইয়া তাঁহাদিগের কোন কাজে লাগিলাম না, তাঁহাদিগের সেবা করিয়া জীবন চরিতার্থ করিলাম না, তাঁহাদিগের আজ্ঞা পালন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম না; অথচ তাঁহাদিগের জীবন-ব্যাপি অসহ্য যাতনারই কারণ হইব। আত্মহত্যা করা হইল না। তবে আর উপায় নাই!

আবার বীরেন্দ্রনাথ সমভাবে শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার তাহার মনে হইল, সরোজ! আমি মনে মনে তোমার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছি; বাক্যে ও ব্যবহারে শত সহস্রবার তাহার প্রমাণ দিয়াছি, তুমি ভূতলে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টির পরিচয় স্থল; তোমাকে লাভ করিতে পাওয়া বহু জন্মার্জিত পুণ্য-ফল ব্যতীত সম্ভবে না। আমি হয়তো পূর্ব্ব জন্মে অশেষ পাপ সঞ্চয় করিয়াছি; এরূপ পাপির ভাগ্যে তোমার ন্যায় দেবীর সহিত সম্মিলন কখনই ঘটিতে পারে না।

হৃদয় ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, ভাগবন্ কি হইবে! এই ভয়ানক সংবাদ বোধ হয় সরোজের কর্ণগোচর হইয়াছে। সেই কোমলকায়া সরল-হৃদয়া এ যন্ত্রণার দহন কিরূপে সহ্য করিবেন? পিতা বলিয়াছেন, অগ্রে সরোজের বিবাহ হইবে। কি ভয়ানক! সরোজ ধর্ম্মতঃ আমারই পত্নী। সরোজ সর্ব্বতোভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সরোজ কখন কোন কারণে আর কোন ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবেন কি? অসম্ভব! আমার যাহা হয় হউক. দয়াময় পরমেশ্বর! সেই দেবীর হৃদয়ে শান্তির উপায় করিয়া দেও।"

চিন্তা করিতে করিতে বীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের হতাশ ভাব একটু অপগত হইল, একটু আশার সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার বাপ মা নির্ব্বোধ নহেন; সরোজের সহিত তাঁহার প্রাণের যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় পিতা-মাতা বুঝেন নাই। এরূপ কাণ্ড বুঝিতে পারিলে তাঁহারা কখনই অবিচার করিবেন না। বুঝাইয়া বলিতে হইবে। ভাল করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, যে এখন অন্য ব্যবস্থা করিলে পাপ হইবে এবং দুইটী জীবনকে চূর্ণ করা হইবে। এরূপ বুঝিলে দেবতুল্য জনক-জননী অবশ্যই সুব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু বুঝায় কে? পিতার সাক্ষাতে কোন রূপ কথা

কহিতে বীরেন্দ্র নাথের সাহস হয় না। দয়াময়ী মাতাকে বীরেন্দ্র সকল কথা জানাইতে পারিবেন। অবশ্যই সন্তানের হৃদয় ভাব বুঝিয়া করুনাময়ী দেবীর হৃদয় গলিয়া যাইবে। নিশ্চই তিনি স্বামীর মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। জীবনের ঝঞ্ঝাবাত অপগত হইয়া চারিদিক শান্তিপূর্ণ হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বীরেন্দ্রের ভরসা বাড়িয়া উঠিল; আশার মধুরবাণী তাঁহার কর্ণে মোহময় স্বরে ভবিষ্যৎ সুখের অমৃত ধারা ঢালিয়া দিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে তারাদল সংবেষ্টিত শশধরের আবির্ভাব হইল; মধুময়ী কল্পনা তাঁহার সন্মুখে কল্পিত আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল; ধীরে ধীরে চিন্তাক্লিষ্ট বীরেন্দ্র নাথ তন্দ্রাগ্রস্ত হইলেন।

তন্দ্রাকালে বীরেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; দেখিলেন, সুধাংশু-কিরণ সমাচ্ছন্ন-কায়া সরোজিনী বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতেছেন, উড্ডীয়মানা বিহঙ্গিনীর ন্যায় কখন বা উর্দ্ধে, কখন বা নিম্নে, কখন বা পশ্চাতে, কখন বা সন্মুখে, ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আনন্দ তাঁহার দেহকে যেন নিতান্ত লঘু করিয়াছে। যে নশ্বর পার্থিব উপাদানে দেহ গঠিত হয়, তাঁহার শরীর হইতে তাহার সকলই ক্ষয় হইয়াছে। সরোজিনীর দেহের প্রত্যেক স্থান যেন স্বর্গীয় অবিনশ্বর পদার্থে পরিপূরিত হইয়াছে। আর বীরেন্দ্র নাথ দেখিলেন, সেই দেবী যখন যে দিকেই

পরিভ্রমণ করুন না কেন করুনা-পূর্ণ নয়নে প্রান্তর মধ্যস্থ বীরেন্দ্র নাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিতেছেন না। প্রেম-পূর্ণ দয়া-পূর্ণ আনন্দ-পূর্ণ মধুরতা-পূর্ণ দৃষ্টি সমান রহিয়াছে।

সহসা সরোজিনী অনেক ঊর্দ্ধে চলিয়া গেলেন; কাতর বীরেন্দ্রনাথ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—"এতদূরে কেন যাইতেছ? তোমার খেলা সাঙ্গ কর; আমার নিকটে আইস, তুমি যতই দূরে যাও ততই আশঙ্কায় আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়, ততই মনে হয় আমার জীবনের সমাপ্তিকাল পূর্ণ হইয়া আসিল, ততই বোধ হয় শেষ নিশ্বাস বুঝি বা আমার দেহকে ত্যাগ করিল।"

সরোজিনী হাসিতে হাসিতে আবার অনেক দূর অবতরণ করিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্র নাথের অতি নিকটে আসিলেন না। বলিলেন,—"আইস বীরেন্দ্র! এ পাপের রাজ্যে আর থাকিয়া কাজ নাই—আইস।"

কি মধুর—কি অশ্রুতপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর! বীরেন্দ্র মোহিত হইলেন। বলিলেন,—"কোথায় যাইব?"

ঊর্দ্ধাভিমুখে দক্ষিণ করের তর্জ্জনি উত্তোলন করিয়া সরোজিনী বলিলেন,—"অমরাবতীতে।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"কৈ পারি না যে! তুমি দেবী। তুমি কেমন দুলিতে দুলিতে ভাসিতে ভাসিতে শূন্যে বিচরণ করিতেছ; কিন্তু আমি কই একটু ও উঠিতে পারিতেছি না তো? দেবি! উপায় বলিয়া দেও, আমাকে সঙ্গে লও।"

তখন সরোজিনী আরও অবতরণ করিলেন। কিন্তু ভূমিতে তাঁহার পদস্পৃষ্ট হইল না। বীরেন্দ্র নাথের নিকটস্থ হইয়া তিনি দক্ষিণকর প্রসারণ করিয়া বলিলেন,—"ধর বীরেন্দ্র—প্রাণেশ্বর! হৃদয় দেবতা! আমার হস্ত ধারণ কর, আমরা দুই জনে এক হইয়া যাইব, আর আমাদিগের স্বতন্ত্রতা থাকিবে না।"

পূর্ণানন্দে বীরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া সরোজিনীর জ্যোতির্ম্ময় হস্ত ধারণ করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিতেছেন, এমন সময়ে তদুভয়ের মধ্যে এক বিকট কায়া রাক্ষসীর আবির্ভাব হইল। রাক্ষসীর দেহে বীরেন্দ্র নাথের দৃষ্টির অবরোধ ঘটাইল, সরোজিনীর পবিত্র প্রভা-প্রদীপ্ত কলেবর আর বীরেন্দ্র নাথ দেখিতে পাইলেন না। রাক্ষসীর কলেবর অতি ভীষণ, তাহার দংষ্ট্রা সমূহ অতি ভয়ানক, তাহার মূর্ত্তির প্রত্যেক অংশই বিভীষিকা ময়। সেই রাক্ষসী কথা কহিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর বীরেন্দ্র নাথের হৃদয়ে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল, রাক্ষসী বলিল,—"আমি সুশীলা, আমার সাক্ষাতে তোমাদিগের এই সাহস! তোমাদিগের মিলন দূরে থাকুক, আর কখন সাক্ষাৎও ঘটিতে দিব না।"

তাহার পর রাক্ষসী তাহার বিকট কঠিন হস্ত বীরেন্দ্র নাথের কণ্ঠে অর্পণ করিল। বীরেন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তিনি সেই উপাধানে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে বীরেন্দ্র অনুভব করিলেন, যে তাহার মস্তকে চির পরিচিত, চির স্নেহময়, মাতৃকর সংলগ্ন হইয়াছে। ব্যস্ততা সহ বীরেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন।

সত্যই তাঁহার জননী সয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিদ্রিত সন্তানের মস্তকে হাত বুলাইতেছিলেন। অতি কাতর স্বরে জননী জিজ্ঞাসিলেন,—"বীরেন, কাঁদিতেছ কেন বাবা ?"

তখন বীরেন্দ্র উঠিয়া জননীর চরণতলে পতিত হইলেন এবং রোদন বিজড়িত স্বরে বলিলেন—"আজি হইতে যতদিন মৃত্যু না হয় ততদিনই তো কাঁদিতে হইবে মা।"

তখন স্নেহময়ী জননী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং নিজে কাঁদিতে কাঁদিতে অঞ্চল-বস্ত্রে সন্তানের মুখ মুছাইয়া দিলেন, তাহার পর বীরেন্দ্রের মস্তক আপনার উরুদেশে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"যদি অসাধ্য সাধন করিয়াও তোমার চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারি, নিশ্চয়ই জানিবে, তাহা আমি করিব। তোমার কিসের দুঃখ বাবা! কেন তুমি কাঁদিতেছ ?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমি দেবদেবীর সন্তান। আমার কোন দুঃখই ছিল না। কিন্তু আজি হইতে আমার দুঃখের দিন আরম্ভ হইয়াছে। তোমরা আমার বিবাহ দিয়া আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইতেছ।"

জননী বলিলেন,—"এমন কথা বলিও না। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতীর মত রাজকন্যার সহিত তোমার বিবাহ হই-

তেছে। আমাদিগের আনন্দের সীমা নাই। তুমি কেন দুঃখিত হইতেছ বাবা!"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"এই বিবাহ সম্বন্ধই আমার কাল হইয়াছে। তুমি মা। তোমার নিকট কোন কথা আমি কখন গোপন করি নাই এবং এখনও গোপন করিব না। তোমরা জান বা না জান আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, সরোজিনীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিনা কারণে যদি এখন তোমরা সে বিবাহ অস্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া চলিব। কিন্তু মা তাহার ফলে আমার মৃত্যু হইবে।"

মা বলিলেন,—"বালাই যাইট।"

তাহার পর মা ও ছেলে অনেক কথা কহিলেন। সন্তানের সকল কথা শুনিয়া জননী কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ত্তা গৃহিণীকে বুঝাইয়াছিলেন, ছেলে সরোজিনী ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। কিন্তু সে যত লেখাপড়াই শিখুক আর যাহাই হউক। নিতান্ত ছেলে-মানুষ। তাহার হিতাহিত বাপ মা যেমন বুঝিবেন, সে কখনই নিজে তেমন বুঝিতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে তাহার কোন আপত্তি শুনিবার প্রয়োজন নাই। ছেলেরা আজি কালি বিবাহের সময় অনেক গণ্ডগোল তুলিয়া থাকে। তাহা শুনিতে নাই। গৃহিণীও কর্ত্তার এই সকল কথা ঠিক বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বীরেন্দ্রনাথের সমস্ত

কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল, কর্ত্তা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। সরোজিনীর সহিত বিবাহ না হইলে বাস্তবিকই বীরেন্দ্র অসুখী হইবে। অতি অল্প সময়ে ছেলের চেহারা অতিশয় খারাপ হইয়াছে। ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, পরেও ছেলের দুঃখের সীমা থাকিবে না। এমন কাজ কখনই ঘটিতে দেওয়া হইবে না।

মা হাত ধরিয়া ছেলেকে বাহিরে আনিলেন এবং যাহা ছেলের ইচ্ছা তাহাই ঘটিবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রকান্ত মর্ম্মাহত এবং চিন্তাকুল ভাবে দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার মাসীমা বেণীমাধব বাবুর এই নিদারুণ অব্যবস্থার কথা শুনিয়া অবধি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। একে সাংসারিক দুরবস্থার একশেষ, তাহার উপর পঞ্চদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা ঘরে। যে সম্বন্ধ স্থির ছিল, যে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়, সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। আর সরোজিনী? সেই দুঃখিনী নবীনা কি এই গুরুতর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি কি প্রাণের দেবতা ধীরেন্দ্র নাথ পরের হইতেছেন জানিয়া জীবন্মৃতা অবস্থায় কাল্ পাত করিতেছেন? তিনি কি আপানাকে অভাগিনীর একশেষ জ্ঞান করিয়া বিধাতাকে শত ধিক্কার দিতেছেন? না। সরোজিনী স্থির, অবিচলিত ও প্রশান্ত। কখন কখন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে, তাঁহাকে একটু অন্যমনস্ক বলিয়া বোধহয়। তদ্ব্যতীত কোন মনস্তাপের লক্ষণ বা চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সরোজিনী পূর্ব্ববৎ সাংসারিক বিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মেই অবহেলা বা ঔদাসীন্য নাই, তিনি নিরন্তর আন্তরিক যত্নে চিন্তাকুল পিতার পরিচর্য্যা করিতেছেন এবং তাঁহাকে বিনোদিত-

করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নের কোনই ত্রুটি করিতেছেন না। আর সেই বৃদ্ধা ঠাকুরমার কতই সেবা করিতেছেন, হৃদয়ে এই ক্লেশের গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর হইতে ঠাকুর মাকে আর এক বারও পাক করিতে হয় না, কোন কঠোর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয় না, সরোজিনী তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করেন। তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেন, তাঁহার হাতে হাতে জল ও প্রয়োজনীয় সকল পদার্থ জোগাইয়া দেন। এই বিষম সংবাদের পর সরোজিনীকে কেহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ও ফেলিতে দেখে নাই।

বৈকালে আহারাদির পর একটী মাতুর বিছাইয়া ঠাকুরমা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আর সরোজিনী তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরমার গাঁয়ের উপর পাখা নাড়িতেছেন।

ঠাকুরমা বলিলেন,—"কতক্ষণ বাতাস করিবি? আবার যে বিবাহের কথা উঠিতেছে? তাহাতে তোর কি মত?"

সরোজিনী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার কবার বিয়ে হয়েছিল ঠাকুর মা?"

ঠাকুর মা উত্তর দিলেন,—"মেয়ে মানুষের বিয়ে আবার কবার হয়? একবারই হয়—এক বারই হইয়াছিল।"

সরোজিনী বলিলেন,—"তবে আমার আবার বিবাহের কথা হইতেছে কেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"এ বিবাহ যে ভাঙ্গিয়া গেল?"

সরোজিনী বলিলেন—"বিবাহও কি কখন ভাঙ্গে ঠাকুর-

মা? কাহার স্বামী হয়তো গ্রহণ করে না, মুখও দেখে না। কোন কোন অভাগিনীর স্বামী মরিয়া যায়, তবুতো বিবাহ ভাঙ্গেনা? তবে আমার বিবাহ ভাঙ্গিবে কেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"তোর তো বিবাহ হয় নাই? কেবল সম্বন্ধ হইয়াছিল, সম্বন্ধ কত হয় কত ভাঙ্গে। যতক্ষণ পাকাপাকি না হয়, ততক্ষণ তো বিবাহ বলা যায় না?"

সরোজিনী বলিলেন,—"দশ বৎসর ধরিয়া যে বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকি হইয়াছে, দশ বৎসর আমি যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি এবং যিনি আমাকে স্ত্রী বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁহার সহিত অসংখ্য কথায়, অসংখ্য কার্য্যে আমি বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়াছি, যাঁহাকে স্বামী জানিয়া আমি হৃদয়ের মন্দিরে এতদিন অহর্নিশ পূজা করিয়া আসিতেছি. তাঁহার সহিত আর কি করিলে পাকাপাকি বিবাহ হইত ঠাকুর মা?"

ঠাকুর মা নীরব। সরোজিনী আবার বলিতে লাগিলেন —"সত্যবটে ঢোল বাজে নাই, সত্যবটে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়ান নাই, সত্যবটে গ্রামের লোকে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারে নাই। কিন্তু যাহাদের বিবাহ তাহারা বুঝিয়াছে যে, ধর্ম্মের মন্দিরে তাহাদিগের সম্বন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহারা বুঝিয়াছে যে, দেবতারা সকলেই তাহাদিগের বিবাহের সাক্ষী হইয়াছেন, আর তাহারা বুঝিয়াছে যে তাহাদিগের অন্তরে আনন্দের সমারোহ দশ বৎসর ব্যাপিয়া

অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ইহার পরেও কি আরও পাকাপাকি আবশ্যক ?”

ঠাকুর মা এ সকল কথার সত্যতা প্রণিধান করিলেন। তিনি জানিতেন কোনরূপ দৈহিক সম্বন্ধ না ঘটিলেও এ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়েই পরস্পরের নিকট আত্মদান করিয়াছেন এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগের বিবাহ হইয়াছে। তথাপি একটা কথা বলিতে হয় বলিয়াই বলিলেন,—“এরূপ বিবাহ লোকসমাজে গ্রাহ্য হয় না। পুরোহিত আসিয়া নারায়ণের সম্মুখে এবং অনেক লোকের সম্মুখে বিবাহ দিলে তবে তাহা গণ্য হয়।”

সরোজিনী বলিলেন,—“তাহা হইতে পারে; কিন্তু আমি রামায়ণ মহাভারতে এইরূপ বিবাহের অনেক কথা পড়িয়াছি আর বুঝিয়াছি এইরূপ বিবাহই শ্রেষ্ঠ। আর আমার প্রাণও বলিয়া থাকে যে বাস্তবিকই আমার বিবাহ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় অন্য বিবাহের কথা শুনিলেও আমার পাপ হইবে। আমাকে দ্বিচারিণী হইতে হইবে। কাজেই ঠাকুর মা তোমাদিগের মুখে আবার বিবাহের কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিতেছে।”

ঠাকুর মা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“তবে কি হইবে ? এইরূপেই কি জীবন কাটিবে ?”

সরোজিনী বলিলেন,—“নিশ্চয়ই কাটিবে। বিবাহ হইলেই যে সকলের অদৃষ্টে স্বামীর সহিত মিলন ঘটে এরূপ

নহে; স্বামীর সম্মিলনে একটা ভোগের উপায় হয় মাত্র; আমার অদৃষ্টে যদি তাহা না থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি? বাহ্যে সম্মিলন না হইলেও আমার প্রাণে স্বামী-দেবতা নিত্য বিরাজমান। আমার প্রাণ তাঁহাকে লইয়া সুখে আছে—আনন্দে আছে। এমন আনন্দের সুযোগ ছাড়িয়া আমি পাপের পথে কেন যাইব? আমি এইরূপেই থাকিব, এইরূপেই জীবন কাটাইব।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"বীরেন্দ্র তো প্রাণের মধ্যে তোমাকে ভাবিয়া বসিয়া থাকিতেছে না? সে তো অনায়াসে এক সুন্দরী রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিতেছে?"

সরোজিনী হাসিয়া বলিলেন—"বেশ করিতেছেন। তিনি পুরুষ, শত সুন্দরীকে বিবাহ করিতে তাঁহার অধিকার আছে। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মহানি হয় না। তিনি দেবতা। রাজ-কন্যা কেন দেব বালারাও তাঁহার চরণ-সেবা করিতে পাইলে চরিতার্থ হইবে। দেবতা সকলেরই আরাধ্য। আর এক ভাগ্যবতী রাজ-কন্যা তাঁহার সেবা করিতেছে বলিয়া আমি কেন প্রাণে প্রাণে তাঁহার পূজা ত্যাগ করিব? আমি কেন অন্তরের অন্তরে নিরন্তর তাঁহার সেবা করিয়া সুখভোগ না করিব?"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—"এত ভালবাসাবাসির পর সে যে তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আবার বিবাহ করিতে সাজিতেছে, এজন্য তোর প্রাণে একটু রাগও হয় না কি?"

সরোজিনী বলিলেন,—"কেন হইবে ? রাগের কাজ তিনি কি করিয়াছেন ? হয় তো পিতামাতার ইচ্ছায়,না হয় নিজেরই ইচ্ছায় তিনি আর একজন সেবিকা গ্রহণ করিতেছেন ; ইহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় নাই তো ? ঠাকুরমা ! স্বামী কি খেলার সামগ্রী ? কারণে অকারণে রাগ করিয়া স্বামী কি ফেলিয়া দিবার জিনিষ ? স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কি কেবল লৌকিক ? স্বামী নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা। যে দেবতার দোষ দর্শন করে, দেবতার উপর যে রাগ করে সে তো নরকে ডুবিয়া থাকে ; আমি তাঁহার দোষ কিছুই দেখিতেছি না, তাঁহার উপর রাগ করিতেও আমার অধিকার নাই।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"বীরেন্দ্র ! তোর অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। এই ধর্ম্মশীলা প্রেমময়ী সঙ্গিনীতে বঞ্চিত করিয়া যাহারা তোর নিমিত্ত অন্য পত্নী আনিয়া দিতেছে, তাহারা তোর শত্রু।"

তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঘরের বাহিরে উঠিয়া আসিলেন। সরোজিনীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিলেন,—"আমার উপর রাগ করিতেছ কি ঠাকুর মা ?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"না দিদি, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখে থাক।"

তখন সরোজিনী সেই স্নেহময়ী বৃদ্ধার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আমার জন্য দুঃখ করিও না, আমি বেশ সুখে আছি।"

তাঁহারা যখন এইরূপ অবস্থায় অঙ্গন-মধ্যে দণ্ডায়মান, সেই সময়ে বেড়ার ঝাঁপ খুলিয়া চন্দ্রকান্ত ও বেণীমাধব তথায় প্রবেশ করিলেন। সরোজিনী বৃদ্ধার কণ্ঠাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একটু দূরে সরিয়া আসিলেন এবং নতবদনে দাঁড়াইয়া বেণীমাধবকে জিজ্ঞাসিলেন,—"জ্যেঠামহাশয় ভাল আছেন? জ্যেঠাইমার অম্বলের অসুখটা এখন একটু কম আছে তো? অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই।"

বেণীমাধব সেই নত-বদনা রাজ-রাজ-মোহিনী সুন্দরীকে দেখিলেন। এই গুণবতী পুত্রবধূ হইলে তাঁহার সংসার সুখময় হইত; কিন্তু নিদারুণ লোভে তিনি এই অতুলনীয়া সুন্দরীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সম্বন্ধ ঘটাইতেছেন। লোভের শাসনই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন,—"হাঁ মা! সকলেই ভাল আছে।"

বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"বেণী দাদা এক উত্তম সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন, বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

সরোজিনীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নতবদনা যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাসী-মা বলিলেন,—"তোমরা বাবা, হঠাৎ এ উদ্যোগ করিয়া ভাল কর নাই। একবার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। আজি আর দেখা শুনা হইবে না। কেন হইবে না

সে অনেক কথা, আমি পরে তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলিব। সরোজিনীর সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি দেখার সময় ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তবে কি হইবে মা?"

মা বলিলেন,—"এখন থাকুক, পরে যাহা হয় হইবে। বাহিরে যিনি অপেক্ষা করিতেছেন, তুমি এখন তাঁহাকে কষ্ট পাইতে বারণ করিয়া আইস।"

তাহার পর বেণীমাধবকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"এমন ভুল কাজ তুমি কেন করিতেছ বাবা? ইহাতে কোন পক্ষেরই শ্রেয় হইবেনা। শেষে হয় তো এ জন্য বড়ই মনস্তাপ পাইতে হইবে। তোমার সহিত আত্মীয়তার কথা আমি বলিতেছি না। আত্মীয়তা না থাকিলেও এমন তৈয়ারি বিবাহ ভাঙ্গিতে আছে কি বাবা?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"আপনি সত্যই বলিতেছেন, কাজ ভাল হইতেছে না। কিন্তু আমার পুত্রের অপেক্ষা ধনে, মানে গৌরবান্বিত পাত্র আমি দ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছি। সেই পাত্রের সহিত মা সরোজের বিবাহ দিয়া পরে আমি পুত্রের বিবাহ দিব। আমি যে আত্মীয় সেই আত্মীয়ই আছি। আমি যাহা ভাঙ্গিতে বসিয়াছি তাহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। সরোজের জন্য যে পাত্র স্থির করিয়াছি, তাহার তুল্য গৌরবের সম্বন্ধ আর হইতে পারে না। বীরেন্দ্রের জন্য যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, তাহাও আমা-

দিগের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব। উভয়পক্ষের ইষ্টই হইতেছে। আপনি বুঝিয়া দেখিবেন আমি ভাল ভিন্ন মন্দ করিতেছি না।"

মা বলিলেন,—"কিন্তু সরোজ যে কোন মতেই বিবাহ করিবে না, তাহার উপায় কি?"

বেণীমাধব বলিলেন,—এটা ছেলেমানুষি কথা; এখনকার বই-পড়া মেয়েদের কথা। আমি এ কথা শুনিতে চাহি না। বাপ-মা আত্মীয়-বন্ধু যাহা স্থির করিয়া দিবে, ঘাড় পাতিয়া তাহাই মানিয়া লইতে হইবে।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"আত্মীয় লোকেরাই তো দশ বৎসর ধরিয়া একই বিবাহ স্থির করিয়া গিয়াছেন, সে বিবাহ শেষ হইয়াছে বলিলেই হয়।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"যতক্ষণ মনের মত না হইবে, যতক্ষণ সুবিধা না হইবে, ততক্ষণ আত্মীয়েরা ভাঙ্গা গড়া করিবে। ইহাতে দোষ কিছুই হয় না। আমি এরূপ কথা শুনিতে চাহি না। আপনি সরোজিনীকে এরূপ ছেলেমানুষি ছাড়িয়া দিতে বলিবেন। যেরূপ আমরা ব্যবস্থা করিব তাহাই হইবে। এ সম্বন্ধে তাহার কথা ভাল শুনায় না। আমি এখন যাইতেছি, নৃসিংহবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"জানি না অদৃষ্টে কি আছে! লক্ষণ দেখিয়া বড়ই ভয় হইতেছে।"

কোন উত্তর না দিয়া বেণীমাধব ও চন্দ্রকান্ত বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে যে বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি পরম রূপবান্ যুবাপুরুষ। তিনি বিবাহার্থী পাত্র ; রীতিমত অনুষ্ঠানানুসারে তাঁহাকে পাত্রী দেখান হইল না বটে, কিন্তু তিনি প্রথমেই বেড়ার এক রন্ধ্র দিয়া সরোজিনীকে বিশেষরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, এমন সৌন্দর্য্য বোধহয় দেবলোকেও নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সামান্য ঘটনাও পল্লিগ্রামে বহু লোকের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। বীরেন্দ্র নাথের সহিত সরোজিনীর বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তারাপুরের রাজ-কন্যার সহিত বীরেন্দ্রের বিবাহ হইবে। এই কথা গ্রামের সমস্ত লোক নানা স্থানে নানা ভাবে আলোচনা করিতেছে। এখন আবার আর একটা নূতন আলোচনার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। সরোজিনীর জন্য বেণীমাধব বাবু এক উত্তম সম্বন্ধ উথাপন করিয়াছেন; রামনগরের জমিদার নৃসিংহ বাবু প্রবল প্রতাপান্বিত লোক; ধনে মানে তিনি এ প্রদেশে অনেক রাজার অপেক্ষাও সম্মানিত। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ বৎসর, সন্তানাদি কিছুই নাই; রূপে যেন কার্ত্তিক, এ হেন ব্যাক্তির সহিত বেণীমাধব বাবু সরোজিনীর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, নৃসিংহ বাবু নিজে পাত্রী দেখিতে আসিয়াছিলেন। সরোজিনী আর বিবাহ করিবে না, সে দেখা দেয় নাই। নৃসিংহ বাবু দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই মূল কথা টুকুর উপর নানা রূপ রঙ্গ লাগিয়াছে। কেহ বলিয়াছে, নৃসিংহ বাবু একটু বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী; এ জন্যই সরোজিনী তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। কেহ

বলিয়াছে, পুরুষের, বিশেষতঃ বড় মানুষের এইরূপ সামন্য দোষ হইয়াই থাকে, এ জন্য এমন পাত্র ত্যাগ করা ভাল হয় নাই; কেহ বলে, বীরেন্দ্র নাথের সহিত সরোজিনীর প্রগাঢ় প্রণয়; বীরেন্দ্র নাথ লুকাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছে। কেহ বলে, তাহা নহে, পিতার ইচ্ছায় রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিলেও বীরেন্দ্র নাথ পুনরায় সরোজিনীকে বিবাহ করিবে। কেহ বলে, বিবাহ না দিয়া মেয়ে এত বড় করিয়া রাখিলে অনেক বিভ্রাট হয়। কেহ বলে, মেয়েকে অনেক লেখা পড়া শিখাইলে শেষ বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড ঘটে। এবংবিধ বহু কল্পনা গ্রামে চলিতেছে।

সংবাদ বীরেন্দ্র নাথের কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে। স্বর্গের দেবতা আসিয়া বিবাহার্থী রূপে উপস্থিত হইলেও সরোজিনী যে বিবাহে অস্বীকৃতা হইবেন, ইহা বীরেন্দ্রনাথ বেশ জানিতেন। সরোজিনীর প্রকৃতি, শিক্ষা, ধর্ম্মানুরাগ, এবং হৃদয় বলের উপর বীরেন্দ্র নাথের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সরোজিনী জীবনে ও মরণে বীরেন্দ্র নাথ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে পতি রূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বীরেন্দ্র নাথের ক্লেশের মাত্রা বাড়িয়া গেল। দুর্দ্দমনীয় যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হৃদয় আরও অবসন্ন হইল। যদি সরোজিনী বিবাহে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে বীরেন্দ্র নাথের হৃদয়ে অন্য আর একরূপ যাতনার অবির্ভাব হইত। সরোজিনীকে শিথিল স্বভাবা এবং প্রণয়-হীনা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অসহ-

নীয় ক্লেশে দগ্ধ হইতে হইত সত্য; কিন্তু তাঁহার প্রাণের অনেক দায়িত্ব, কর্ত্তব্যের উত্তেজনা জনিত অনেক যন্ত্রণা, সত্য-বন্ধন পালনে অক্ষমতা হেতু আত্মগ্লানি অনেক মন্দীভূত হইত। যাহা হওয়া উচিত নহে তাহা হইল না।

বীরেন্দ্র নাথ ভাবিতেছেন, সরোজিনি! তুমিই যথার্থ ভাল বাসিতে শিখিয়াছ। আমি অভাগা, সত্য পালনে অক্ষম। কিন্তু তুমি দেবি! তুমি কি জানিতেছ না যে আমার হৃদয়ে কি দুঃসহ জ্বালা উপস্থিত? আমি মরিতে প্রস্তুত আছি, আমি দেশ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কোন উপায়ই নাই; পিতৃ-মাতৃ আদেশ পালন করিতে আমি বাধ্য। সুতরাং অনিচ্ছাতেও আমাকে বিষপান করিতে হইবে। যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আছি, স্ব-হস্তে তাহার মূলচ্ছেদ করিতে হইবে। উপায় নাই—নিস্তারের কোন উপায় নাই!

বাস্তবিকই বীরেন্দ্র নাথের শান্তির কোন উপায় নাই। পিতার আজ্ঞায় প্রবল বাসনার বিরোধী কার্য্য তাঁহাকে করিতেই হইবে। সন্তানের হৃদয় ভাব বুঝিয়া স্নেহময়ী জননী অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই পরিণামে ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া স্বামীকে অনেক ভয় দেখাইয়াছেন। কিছুই ফল হয় নাই। ক্রন্দন ও যুক্তি আবদার ও কাতরতা সকলই বৃথা হইয়াছে। কর্ত্তা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাঁহার সন্তান অধঃপাতে গিয়াছে। কুক্ষণে পুত্রকে ইংরাজি শিখিতে দিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছেন। ফল

এই দাঁড়াইয়াছে যে বেণীমাধব বাবু কোন মতেই কাহারও পরামর্শ শুনিবেন না ; পুত্রের হিতার্থে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার কোনই অন্যথা হইবে না।

বীরেন্দ্র নাথ পিতার এই দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনিয়াছেন, এইরূপই যে হইবে তাহা তিনি জানিতেন। তিনি অবাধে পিতার বাসনা মন্দিরে আপনাকে বলিদিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; জননীকে এ সম্বন্ধে পিতার সহিত আর বাগ্-বিতণ্ডা করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য নিরুদ্ধ নেত্র বলীবর্দ্দের ন্যায় তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে কৃত নিশ্চয় হইয়াছেন।

সকলই স্থির হইয়াছে। তারাপুরের রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বহু লোকজন সহ আসিয়া আড়ম্বরে পাত্রাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বেণীমাধব বাবুও স্বয়ং গিয়া পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ৫ই বৈশাখ শুভ বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। ঘোর অদৃষ্ট বাদী পুরুষের ন্যায়, প্রবল তরঙ্গে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায়, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব বিহীন জীবের ন্যায় বীরেন্দ্র নাথ নিয়তির সঙ্কেতানুসরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আশা আর নাই। এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নাই। তথাপি বীরেন্দ্রের হৃদয় এক এক বার নিষ্পেষিত সর্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ঘটনা স্রোতে ভাসমান হইলেও এক এক বার বিরুদ্ধ চেষ্টা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসনা হইতে থাকিল। তিনি মনে করিলেন,

আমি যাঁহাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করিতেছি, তাঁহাকে হৃদয় দিতে পারিব না, প্রাণের ভালবাসা দিতে পারিব না, তাঁহার সহিত মিশিতে পারিব না, তাঁহাকে আপন জ্ঞান করিতে পারিব না। এরূপ জানিয়াও তাঁহাকে চির জীবনের সঙ্গিনী করা আমার পক্ষে মহাপাপ। এই সংবাদ পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে জানাইতে আমি বাধ্য। এরূপ সংবাদ অগ্রে জানিতে পারিলে, তাঁহারা হয়তো স্বেচ্ছায় বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং তাহা হইলে বীরেন্দ্র নাথ নিষ্কৃতি লাভ করিবেন; অথচ পিতৃ-আজ্ঞা অপ্রতি পালন রূপ পাপে তাঁহাকে প্রলিপ্ত হইতে হইবে না।"

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বীরেন্দ্রনাথ এক সমবয়স্ক সুহৃদের দ্বারা তারাপুরের রাজার নিকট সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। বীরেন্দ্রনাথের সহিত এক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যার বিবাহ হইবে বলিয়া স্থির ছিল, এ কথা রাজা জানি-তেন, তিনি বুঝিলেন, হয়তো বালক বীরেন্দ্রনাথের নিকট কন্যার দরিদ্র পিতা অনেক কাতরতা জানাইয়াছে। সেই জন্যই সরল স্বভাব বীরেন্দ্র সেই বিবাহেরই অনুরাগী হই-য়াছে। অথবা সেই পাত্রীর সহিত বহুকালের পরিচয় আছে বলিয়া অপরিচিতা রাজ-নন্দিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বালকের ভয় হইয়াছে। এইরূপ বুঝিয়া রাজা এই সংবাদ উড়াইয়া দিলেন।

তখন বীরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন ধর্ম্মের দ্বারে তিনি খালাস

হইয়াছেন। পূর্ব্বে এই সংবাদ না জানাইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অধর্ম্মগ্রস্থ হইতে হইত; কিন্তু যাঁহার নিকট তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে দায়ি, সেই রাজ-কন্যাকে এ ব্যাপার জানিতে দেওয়া আবশ্যক। তিনিও নিতান্ত বালিকা নহেন, শুনিতেছি, তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ বয়সে নারীজাতি আপনার হিতাহিত বোধে অধিকার লাভ করেন এবং অনেক কর্ত্তব্যের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ তিনি রাজ-কন্যা ও বুদ্ধিমতী। বীরেন্দ্র নাথ তাঁহার নিকটেও সমস্ত রহস্য বিজ্ঞাপিত করিতে সংকল্প করিলেন।

সুযোগ অনায়াসেই উপস্থিত হইল। তখন প্রায় প্রতিদিনই বেণীমাধব বাবুর বাটী হইতে দাস দাসী রাজ-বাটীতে যাতায়াত করিতেছে এবং রাজ-বাটীর লোকজনও সতত এ বাটীতে আসিতেছে যাইতেছে। রাজ-বাটীর এক পরিচারিকা বীরেন্দ্রনাথকে রাজ-জামাতা বলিয়া প্রায়ই অনেক বিদ্রূপ করিত এবং আপনাকে রাজ-কন্যার সহচরি বলিয়া উল্লেখ করিত। সে যুবতী এবং চতুরা। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে একদিন বীরেন্দ্র সুযোগ মতে আপনার সমস্ত হৃদয়ভাব এবং পূর্ব্বাপর ঘটনা জানাইলেন। দাসীও কতকটা এইরূপ ব্যাপার পূর্ব্ব হইতেই জানিত। তবে সেজন্য বীরেন্দ্রের চিত্ত যে এরূপ আসক্ত হইয়া আছে এবং তিনি যে কেবল পিতার আজ্ঞায় নিজের ইচ্ছার বিরোধে

বিবাহ করিতেছেন, ইহা তাহার জানা ছিল না। এই সকল সংবাদ রাজ-কন্যার গোচর করিবার নিমিত্ত সেই দাসীকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বীরেন্দ্র ভার প্রদান করিলেন এবং রাজ-কন্যা সমস্ত কথা শুনিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার প্রার্থনা করিলেন।

দাসী তারাপুরে ফিরিয়া আসিল। বাস্তবিকই সে রাজ-কন্যার পরিচারিকা এবং সহচরি। অনেক দাসী রাজ-কন্যার সেবা করিয়া থাকে, তন্মধ্যে এই দাসী সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী। যখন দাসী ফিরিয়া আসিল তখন স্থূলকায়া সুশীলা সুন্দরী দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক আমোদে নিযুক্তা ছিলেন। খাঁচা হইতে তিনি একটী কোকিল পাখী বাহির করিয়া ছিলেন এবং তাহার পায়ের সহিত দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির অপর প্রান্তে একখানি ছোট পাথর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সে পাথর লইয়া পাখির উড়িতে সাধ্য ছিল না; কিন্তু অতি কষ্টে পাথর টানিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কিয়দ্দূর যাইতে ক্ষমতা ছিল। রাজ-কন্যা হাতে একগাছি সরু বেত লইয়া পাখির গায়ে মারিতেছিলেন, আর সে নিরীহ বিহঙ্গম প্রাণের ভয়ে সেই শিলাখণ্ড বহন করিয়া অতি কাতরভাবে প্রাণপণে গড়াইতে গড়াইতে চলিতেছিল, পক্ষির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজ-কন্যা হাহা শব্দে হাসিতে ছিলেন। নিকটে দুই তিনটী বালক-বালিকা এবং আর দুইজন পরিচারিকা দাঁড়াইয়া-ছিল, তাহারাও রাজ-কন্যার হাসির সহিত যোগ দিতে ছিল।

এইরূপ সময়ে পূর্ব্ব কথিতা দাসী নিকটে আসিল। সুশীলা জিজ্ঞাসিলেন,—"কিরে মোহিনি! বাঁদর দেখিয়া আসিলি?"

মোহিনী বলিল,—"বাঁদর কেন দেখিব রাজ-কন্যা? আমরা তো কার্ত্তিক দেখিয়াই আসিতেছি।"

রাজ-কন্যা অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোকিলের দেহে বেত্রাঘাত করিলেন। বেত তাহার মাথায় লাগিল পাখী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিল। একজন পরিচারিক বলিল,—"আহা! মরিয়া গেল যে!"

সুশীলা বলিলেন,—"যাউক, অনেক আছে। এখনও মরে নাই, এখনও হা করিতেছে, বোধ হয় পাথর টানিলেও টানিতে পারে।"

তিনি পক্ষীর পৃষ্ঠে বেশী জোরে প্রহার করিলেন। নিরপরাধ পক্ষীর যন্ত্রণার শেষ হইল। পা গুটাইয়া চিৎ হইয়া পড়িল। সুশীলা একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "পাখীটা ফেলিয়া আয়।" তাহার পর মোহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"তোরা যাকে কার্ত্তিক বলিতেছিস্‌, আমি বেশ বুঝিয়াছি সে বাঁদর ভিন্ন কিছুই নহে। শুনিয়াছি সে নাকি একটা ভিখারির মেয়ের জন্য পাগল হইয়া আছে। আমার হাতে পড়িলে সেই বানরের বেশ শিক্ষা হইবে।"

মোহিনী বলিল,—"এতই যদি শুনিয়াছ রাজ-কন্যা তবে সে বানরের গলায় মুক্তা-মালা দিতেছ কেন?"

রাজ-কন্যা বলিলেন,—"বিবাহ করিতেই হয়, এই জন্যই করিতে হইবে। সে বাঁদরই হউক বা মানুষই হউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার অনেক পাখী আছে, অনেক হরিণ আছে, অনেক বিড়াল কুকুর আছে; যখন যেরূপে ইচ্ছা—তখন যেটাকে হউক লইয়া—আমি আমোদ করি। মরিয়া যায়, ফেলিয়া দিই। স্বামীও একটা এইরূপই তামাসার বস্তু। যে স্বামী হইবে শুনিতেছি সে বড়ই রসের বাঁদর, তাহাকেই আমার পাওয়া চাই। কারণ তাহা হইলে তামাসা চলিবে ভাল।"

তখন আর কোন কথা হইল না। কিন্তু সময়ান্তরে মোহিনী কৌশলে সকল কথাই রাজ-কন্যাকে জানাইল; সুশীলা ঘোর বিরক্ত হইলেন, এবং সরোজিনী ও বীরেন্দ্র নাথকে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করিতে তাঁহার সংকল্প হইল। এই বিবাহের পর অনেক মজা হইবে বলিয়া তিনি বুঝিলেন এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া দূরে থাকুক শীঘ্র কার্য্য শেষ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মোহিনীর মুখের কথা শুনিয়া বীরেন্দ্র নাথ বুঝিয়াছেন, যে সকল ঘটনা জানিয়াও সুশীলা তাহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মোহিনী সকল কথা বীরেন্দ্রকে বলে নাই; একটা অতিশয় দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সুশীলা বলিয়াছিলেন, তাঁহার হুকুম তামিল করিবে আর ভাগ্য বলিয়া মানিবে; রাজ-কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া যেমন সে হতভাগা দুঃখিত হইয়াছে তাহাকে তেমনই সাজা ভোগ করিতে হইবে। এ কথাগুলা বলিবার বিশেষ আদেশ থাকিলেও মোহিনী বলিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং বীরেন্দ্রনাথের নিষ্কৃতির আর কোনই সম্ভাবনা নাই। বীরেন্দ্র অকাতরে এই অপরিহার্য্য দুর্দ্দশা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হৃদয়কে স্থির করিয়াছেন।

বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে। বেণীমাধবের প্রশস্ত অঙ্গনে প্রকাণ্ড আটচালা উঠিয়াছে, নহবৎখানা বাঁধা হইয়াছে, দূরদেশ হইতে বিবিধ মহার্হ বস্তু আনীত হইয়াছে। সন্নিহিত সকল প্রসিদ্ধ বড় মানুষের বাড়ী হইতে রোসনাই সামগ্রী আসিতেছে। সকল লোক উৎসাহ ও আনন্দময়; কেবল বীরেন্দ্র এই মহোৎসবের মধ্যে আপনার

অপরিসীম দুর্গতির চিত্র দর্শন করিতেছেন। কেবল তিনি উদাসীন ও নিরুৎসাহ হৃদয়ে আপনার ঘোরতর অমঙ্গলের আয়োজন দেখিতেছেন এবং এই বিশাল আনন্দোৎসব ব্যাপারে আপনার শ্রাদ্ধোৎসবের আয়োজন অনুভব করিতেছেন।

সরোজিনী কোন মতেই বিবাহে সম্মতা নহেন। বেণী মাধব সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি দারুণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া এ চেষ্টায় বিরত হইয়াছেন। মেয়ে মানুষকে বহি পড়িতে দেওয়া, লেখাপড়া শিখান বড়ই অন্যায় কার্য্য বলিয়া তিনি লোকের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের মেয়েগুলা নাটক, নভেল পড়িয়া ভ্রষ্ট চরিত্রা ও পাপিষ্ঠা হইতেছে বলিয়া তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। সরোজিনীর মত স্বাধীন স্বভাবা মেয়ের সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ না হওয়ায় তিনি আনন্দিত হইয়াছেন।

বেণীমাধবের এবংবিধ বিরক্তি এবং দেশস্থ বহু লোকের নিন্দবাদ সরোজিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। পিতা কাতরতা সহকারে বিবাহের জন্য কন্যাকে অনুরোধ করিয়াছেন, ঠাকুরমাও সাধ্যমত যুক্তির দ্বারা অনেক প্রকারে নাতিনীর মন ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সরোজিনী সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। তিনি সকলকেই বুঝাইয়াছেন, যখন এইরূপ অবিবাহিতা অবস্থায় তাহার মনে কোন ক্লেশ নাই, তখন তাহার জন্য অন্যের ব্যস্ততা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ তিনি

প্রাচীনা ঠাকুরমা এবং বৃদ্ধ পিতার সঙ্গ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন না।

লোকে একটা গুরুতর যুক্তি উত্থাপন করিয়াছে, অনেকেই বুঝাইয়াছে, বিবাহ না করিলে এইরূপ অবস্থায় অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে; দারুণ কলঙ্কের সম্ভাবনা পদে পদে। সরোজিনী বুঝিয়াছেন, সত্য বটে তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র, সত্য বটে তিনি অসহায়া, তথাপি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এ জগতে তাঁহার ধর্ম্মধনের কণিকামাত্রও অপচিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই এবং তাহার অঙ্গে কলঙ্কের রেখামাত্র পাতেরও সম্ভাবনা নাই। তিনি আপনার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অতি সন্তুষ্ট মনে কালপাত করিতে পারিবেন। সুতরাং মত ফিরাইবার সকল কথাই ফুরাইয়াছে।

ঠাকুরমা ও নাতিনী বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে অঙ্গন-স্থিত সেই কুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন। ঠাকুরমা বলিতেছেন,—"কালি বীরেনের 'গায় হলুদ' শুনিয়াছি, বীরেন বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।"

সরোজিনী বলিলেন,—"এরূপ চেষ্টা করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। মুখুয্যে ঠাকুরাণীর মুখে শুনিতেছিলাম এই সকল কথা জ্যেঠা মহাশয়েরও কাণে উঠিয়াছে। ছেলের এইরূপ ব্যবহারে জ্যেঠা মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। যখন বাপ-মার আজ্ঞা মত কার্য্য করাই তাঁহার ধর্ম্ম, তখন অন্যরূপ চেষ্টা না করাই তাঁহার উচিত ছিল।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"তাহা ঠিক। কিন্তু আমি জানি বীরেন তোমাকে যেরূপ ভালবাসে, তাহার মত ভালবাসা আর কোথাও কেহ দেখে নাই। কাজেই এখনও যদি সকলের মত ফিরাইতে পারে তাহারই চেষ্টা করিতেছে। কালি 'গায় হলুদ' হইবে। আমাদিগের বাটীতে বোধ হয় নিমন্ত্রণ হইবে না।"

সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন ঠাকুর মা?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"নিমন্ত্রণ হইলে তুই যাইতে পারিবি না, এই ভাবিয়াই বোধ হয় নিমন্ত্রণ করিবে না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"নিমন্ত্রণ না করিবার অন্য কারণ থাকিতে পারে। জ্যেঠা মহাশয় আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, আমার কপাল মন্দ; তাই এতদিন পরে তিনি আমাকে বড় দুষ্ট মেয়ে বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাস্তবিকই আমি বড়ই মন্দ। যাহার দ্বারা আত্মীয় স্বজনের সন্তোষজনক কার্য্য ঘটিল না, সে তো দুষ্টই বটে। নিমন্ত্রণ হইলে আমি যাইতে পারিব না কেন? আমার বোধ হয় আমি অকাতরে বীরেন দাদার বিবাহের আয়োজন স্বহস্তে করিয়া দিতে পারি, দীর্ঘ নিশ্বাসটীও না ফেলিয়া নিশ্চয়ই বর সাজাইতে পারি, আর হাসিতে হাসিতে সকল আনন্দে মিশিতে পারি। ইহাতে ক্ষতি কি ঠাকুর মা? আমি তাঁহাকে ভালবাসি, এ ভালবাসা তো কেহই কাড়িয়া লইতেছে না? ভালবাসিলেই যে তাঁহাকে পাইতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। আমি

ভালবাসিয়াছি—ভালবাসিয়াই সুখে আছি। তিনি যাহারই কেন হউন না, আমার ভালবাসা বারণ করিতে কাহার সাধ্য নাই তো?”

ঠাকুর মা বলিলেন,—“এইরূপ ভালবাসা লইয়া প্রাণে মরিয়া থাকার অপেক্ষা তোমার বিবাহ করাই উচিত ছিল, তুমি কাহার কথা শুনিলে না দিদি! জীবনে কেবলই যে লুকাইয়া ভালবাসিতে হয় এমন নহে। নারী-জীবনে সন্তান প্রসব করিতে হয়, পতি-সেবা করিতে হয়, গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, অনেক ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়। বিবাহ ব্যতীত তাহার কোনটীই হইতে পারে না। কাজেই শুদ্ধ ভালবাসায় প্রাণের তৃপ্তি থাকিলেও সংসারের কোন কাজ হয় না, নারী-জন্মও স্বার্থক হয় না।”

সরোজিনী বলিলেন,—“তোমার কথা খুবই সত্য; কিন্তু ঠাকুরমা যাহাকে কোন মতেই ভালবাসিতে পারিব না জানি, প্রাণের সহিত যাহার পদসেবা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না বুঝি, তাহাকে বিবাহ করা পাপ নহে কি? একজনকে মনে মনে বিবাহ করিয়া আর একজনকে প্রকাশ্যে বিবাহ করা পাপ নহে কি? সন্তান পালন, গৃহস্থ ধর্ম্ম সাধন এ সকলই পরম পুণ্য কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু সকল কর্ত্তব্যই যে সকলে পালন করিয়া উঠিতে পারে, সকল সৌভাগ্যই যে সকলের অদৃষ্টে ঘটে এরূপ নহে। আমি অভাগিনী, তাই সকল প্রকার পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না।”

অতি মৃদুস্বরে বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল,—"ঠাকুর মা! আমি একবার তোমাদিগের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছাকরি।"

সরোজিনী ও ঠাকুরমা চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের সুপরিচিত বীরেন্দ্র নাথের কণ্ঠধ্বনি। উভয়েই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঠাকুরমা বলিলেন,—"আইস দাদা, ভিতরে আইস। তুমি আসিবে, সেজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

নাতিনীর হাত ধরিয়া ঠাকুরমা অগ্রসর হইলেন এবং দাবায় উঠিয়া আবার বলিলেন,—"আইস।"

ধীরে ধীরে নত মস্তকে অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় দীন ভাবে, বীরেন্দ্র নাথ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। একটী ক্ষীণ প্রদীপ তথায় সামান্য আলোক প্রদান করিতেছিল। ঠাকুরমা ও নাতিনী একদিকে বসিলেন, অপরদিকে পিঁড়ির উপর বীরেন্দ্র আসন গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডুরোগ গ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়াছে, কেমন একটা বিষাদের কালিমা তাঁহার দৃষ্টির উজ্জ্বলতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং তিনি যেন কোনরূপ দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে কাতর ও অবসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া উভয় নারীই শিহরিয়া উঠিলেন। ঠাকুরমা বলিলেন,—"একি বীরেন্দ্র! তোমার কি কোন ব্যারাম হইয়াছে ভাই?"

যে কারণে বীরেন্দ্রের হৃদয় আলোড়িত হইতেছে এবং যে বিষম আঘাতে তাঁহার অন্তর চূর্ণীকৃত হইতেছে, তাহা সরোজিনী সুন্দর রূপে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য

তৎসম্বন্ধে তিনি কোনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। বীরেন্দ্র নাথ উত্তর দিলেন,—"না ঠাকুর মা, আমি ভাল আছি। আমার অধিকক্ষণ থাকিবার উপায় নাই, আমি লুকাইয়া আসিয়াছি।"

সরোজিনী বলিলেন,—"আসিয়া ভাল কর নাই। আজি আমি নিঃসঙ্কোচে তোমাকে সকল কথা বলিব। সুতরাং যাহা তুমি বলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমি অনায়াসেই তাহার উত্তর দিব। তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও, আমি তোমার মনের ভাব অনুমান করিয়া মুক্তকণ্ঠে আমার প্রাণের কথা তোমাকে জানাইব। প্রার্থনা করি, তুমি তাহাতে দোষ গ্রহণ করিবে না। বীরেন, তুমি পুরুষ; পিতৃ-মাতৃ-সেবা তোমার পরম ধর্ম্ম; তাঁহারা তোমার সম্বন্ধে যে বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই অকুণ্ঠিত চিত্তে পালন করিতে তুমি বাধ্য। শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি, যে তুমি নাকি এখনও বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছ। দেবতার এইরূপ মতিভ্রম কেন হইতেছে বলিতে পারি না। তুমি পুরুষ, ভালবাসিয়া হউক, অনুরোধে হউক, প্রয়োজনে হউক, শত বিবাহ করিতে তোমার অধিকার আছে। তবে তুমি কেন পিতা মাতার আদেশানুরূপ বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ?"

বীরেন্দ্রনাথকে কোন কথাই বলিতে হইল না। যে সকল কথা বলিবার অভিপ্রায়ে আজি গুরুজনের অজ্ঞাতসারে তিনি এখানে আসিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথাই

সরোজিনী বুঝিয়াছেন। তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন, সরোজিনীর কণ্ঠস্বর অকম্পিত,স্থির এবং হৃদয়ের দৃঢ়তাব্যঞ্জক। এরূপ স্থলে আপনার প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিতে বীরেন্দ্রনাথের আর সাহস হইল না। আর্ত্তস্বরে বীরেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি কেন বিবাহে সম্মত হইলে না সরোজ ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"ছি! ছি!! তোমার মত জ্ঞানীর মুখে, তোমার মত প্রেমিকের মুখে, এ কি কথা বাহির হইতেছে? আমি বিবাহ করিব? নারীর একই বিবাহের অধিকার। মনুষ্য সমাজ জানে না, বাহিরের লোক জানে না; কিন্তু তুমি জান, আমি জানি, আর ভগবান্ জানেন—আমার বিবাহ অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। আর বিবাহের কথা আমার মুখে আনিতেও নাই।"

বীরেন্দ্র বস্ত্রে বদনাবৃত করিলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কি হইবে সরোজ ?"

"কিসের কি হইবে ভাই। আমার কি হইবে বলিতেছ কি? অসংখ্য কর্ত্তব্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমা, আমার বৃদ্ধ পিতা, আমিই তাঁহাদের সম্বল; তাঁহাদিগের সেবা আমার প্রিয়ব্রত; আর বলি না কেন—প্রাণে যাহা জাগিতেছে মুখে তাহা বলি না কেন—আর ঈশ্বর করুন যেন এ জীবনে তুমি চিরসুখী হও, যেন কুশাঙ্কুর চরণে বিঁধিয়াও তোমাকে ক্লেশ না দেয়। কিন্তু যদি—কিন্তু যদি কখন তোমার দুর্দ্দিন পড়ে, তখন এই

অভাগিনীর পরম কর্ত্তব্য পালনের আবশ্যকতা হইবে; যদি কোন অজ্ঞাত কারণে তোমার হৃদয়ে যন্ত্রণার অনল জ্বলিয়া উঠে, যদি কখন সংসারের কঠোর আঘাতে তুমি কাতর হইয়া পড়, তখন এই দাসী যথাসাধ্য তোমাকে বিনোদিত করিয়া জীবন স্বার্থক করিবে। একি! তুমি কাঁদিতেছ বীরেন? তুমি পুরুষ, পুরুষোচিত ধৈর্য্য সহকারে উপস্থিত ব্যাপার শেষ কর; তোমার দ্বারা সংসারের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যেন তুমি সর্ব্বসুখে সুখী হও।”

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“তবে কি সরোজিনী এইরূপেই আমাদিগের জীবন শেষ হইবে?”

সরোজিনী উত্তর দিলেন,—“এ জীবন এইরূপেই যাইবে। কিন্তু জীবনান্ত হওয়ার পর বীরেন্দ্র, নিশ্চয়ই এই অভাগিনী তোমার চরণ সেবার অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইবে। তুমি বলিয়াছ, আমাকে লইয়া অমরাবতী প্রতিষ্ঠিত করিবে, আমি বুঝিয়াছি অমরাবতীতেই আমাদিগের মিলন হইবে। তুমি এখানে আর বিলম্ব করিও না। আজি তোমার বাটী ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। কথা তোমারও অনেক আছে, আমারও অনেক আছে। কিন্তু আমার প্রাণ তোমার সকল কথাই জানে, তোমার প্রাণও সকলই বুঝে। সুতরাং সাক্ষাৎ না হইলে কোনই ক্ষতি নাই। দৈহিক মিলনের অন্যথা হইল বলিয়া কষ্ট অনুভব করিও না। দেখিতেছি,

আমি অপ্রসন্ন নহি, কাতর নহি, তবে তুমি কেন এত ব্যথিত হইতেছ? আমি ক্ষুদ্র হৃদয়া সামান্যা নারী; আমার কথা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালনে তুমি উদাসীন হইও না। তুমি বীরেন্দ্র, বীরেন্দ্রের ন্যায় সাহসের সহিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হও। আর কি বলিব!"

সেই সময় বাহির হইতে একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিল,—"বীরেন বাবু এখানে আছেন?"

বীরেন চমকিয়া উঠিলেন; মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, লণ্ঠন সহ দুই ব্যক্তি তাঁহাকে বাটী হইতে ডাকিতে আসিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্র নাথকে প্রস্থান করিতে হইল। তিনি অদৃশ্য হইলে, সরোজিনী অনেকক্ষণ পাষাণ গঠিত নির্জ্জীব মূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মাগো!"

দশম পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্র নাথ বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং রাজ কন্যার নিকটে জানাইয়াছেন, যে অন্য এক কুমারীর সহিত তাঁহার ধর্ম্মতঃ অন্তরের বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজ-কন্যার অসম্মত হওয়াই উচিত। এ সকল সংবাদই বেণীমাধব বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে, পিতার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সন্তানের এইরূপ স্বাধীন ভার বেণীমাধব নিতান্ত অবৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ জন্য তিনি পুত্রকে বিধিমতে শাসন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, মনে মনে বুঝিয়াছেন, যে চন্দ্রকান্তের কন্যা চরিত্র-হীনা হইয়াছে এবং বিবাহের পূর্ব্বেই বীরেন্দ্র নাথ তাহার সহিত নিন্দনীয় আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এজন্য সরোজিনীর মুখ দর্শন করা বা তাহার কোনরূপ হিত-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত বলিয়া বেণীমাধবের ধারণা হইয়াছে। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে পুত্রকে বিশেষ সাবধানে চক্ষুর উপর না রাখিলে সে হয় তো সরোজিনীর সহিত পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ করিবে এবং হয় তো বা তাহাকে লইয়া দূর দেশে পলায়ন করিবে। গত কল্য কিয়ৎকাল মাত্র বীরেন্দ্র নাথকে বাটীতে না দেখিয়া বেণীমাধব বড়ই

আশঙ্কিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুইজন লোককে চন্দ্রকান্তের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। ঘটনা তাঁহারই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সহায়তা করিল। সরোজিনী চরিত্রহীনা, বীরেন্দ্র নাথ পাপ-পঙ্কিল, তাহারা উভয়ে ঘৃণিত সম্বন্ধ সংঘটন করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিবে, এই সকল জঘন্য বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক হইলেও বৃদ্ধ বেণীমাধব তত্তাবৎ নিতান্ত সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

অর্থের লোভে, স্বার্থের বশবর্ত্তীতায় মনুষ্য কখন কখন কু-কাজ করিতে পারে, কখন কখন স্বকীয় ইষ্টের জন্য মনুষ্য বিগর্হিত অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারে কিন্তু কেবল প্রণয়ের অনুরোধে—একজনের সহিত পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী কথা ঠিক রাখিবার অনুরোধে—মনুষ্য কখনই বীরেন্দ্র নাথের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইতে পারে না। এরূপ সৃষ্টি ছাড়া প্রণয়—স্ত্রীলোকের প্রতি এবংবিধ আসক্তি এবং একটা কথা ঠিক রাখিবার জন্য পিতা মাতার অবাধ্যতা অথবা তাঁহাদিগের কৃত ব্যবস্থার বিরোধিতা নিতান্তই দোষের কথা। ইহা কেবল মূর্খতারই পরিচায়ক। এখনকার ছেলে মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া মূর্খ হইতে বাসিয়াছে এবং রসাতলে যাইতেছে।

এইরূপ কার্য্য কারণ বিচার করিয়া প্রণয়, সত্য বন্ধন, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রভৃতির শত নিন্দা করিয়া বেণীমাধব নিরীহ পুত্রকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। বিনীতভাবে সুধীর

বীরেন্দ্র বিপদ গণিয়া পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বেণীমাধব বীরেন্দ্রনাথকে অযথা তিরস্কার করিলেন, চন্দ্রকান্তের কন্যাকে চরিত্রহীনা বলিয়া উল্লেখ করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সেই দুষ্টাকে লইয়া স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ করিতেছেন এইরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিলেন। আর বলিলেন,—"যে পুত্র পিতার ব্যবস্থা অমান্য করিতে ইচ্ছা করে সে কুলাঙ্গার।"

কাঁপিতে কাঁপিতে বীরেন্দ্র ক্রুদ্ধ পিতার চরণ ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখনই আপনার বিরোধী নহি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, আপনি মরিতে বলিলে, আমি অবাধে মরিতে প্রস্তুত আছি। আমার হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া ধনবানের কন্যা বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া বুঝিয়াছিলাম; এই জন্যই কন্যা-পক্ষকে আমার মনের ভাব জানাইয়াছি। বিবাহ করিব না এমন কথা কখন বলি নাই—বলিতে আমার অধিকার নাই। কারণ আপনার ইচ্ছা আমার পক্ষে দেবতার আদেশ অপেক্ষাও বলবান। আপনার কার্য্যের ন্যায় অন্যায় বুঝিবার কোন প্রয়োজন আমার নাই। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। চন্দ্রকান্ত খুড়ার কন্যার সহিত আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম, যদি সে সম্বন্ধে আপনার নিষেধ থাকিত বা যদি তাহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া আমার বিশ্বাস

থাকিত, তাহা হইলে কখনই সেখানে যাইতাম না। আপনার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

রোরুদ্যমান পুত্রকে বেণীমাধব ক্ষমা করিলেন। হাত ধরিয়া সমাদরে উঠাইলেন, তাহার পর বলিলেন,—"বাবা! আমার ব্যবস্থা মন্দ মনে করিও না। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য শয়নে স্বপনে ব্যস্ত থাকি। এক্ষণে যাও, কল্য গাত্রহরিদ্রা, এরূপ সময়ে বাটীর বাহির হইতে নাই। গর্ব্ভ-ধারিণীর নিকট গিয়া আহারাদি কর। তাহার পর অধিক রাত্রি না করিয়া শয়ন করিও, নারায়ণের কৃপায় শরীরটা ভাল থাকিলেই পরম লাভ।"

পুত্র পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন; এবং আপনাকে সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব বিহীন মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

সকল কথা বাহুল্য রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। অতি সমারোহে রাজ কন্যার সহিত বীরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। কোন সময়ে কোন কার্য্যে বীরেন্দ্রনাথ অণুমাত্র অনিচ্ছা বা অপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিলেন না। যখন যেরূপ কার্য্য করিবার নিমত্ত তিনি আদিষ্ট হইলেন, তৎক্ষণাৎ অবিচলিত ভাবে তাহা সম্পন্ন করিলেন। শুভ দৃষ্টির সময় তাঁহার চক্ষু স্বতঃ জলে আপ্লুত হইল; সুতরাং তিনি রাজ কন্যার বদন দর্শন করিতে পাইলেন না।

বিবাহের পর অতি শোভাময় দীপাবলি প্রদীপ্ত "উজ্জ্বলিত নাট্য শালা সম" সুন্দর কক্ষে বর-কন্যা প্রবেশ করিলেন; বহু ধনশালিনী, অলঙ্কারধারিণী, বিবিধ বয়স্কা নারী তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া নানাবিধ রঙ্গরস করিতে লাগিল। সবিস্ময়ে বীরেন্দ্রনাথ তখন অনুভব করিলেন, তাঁহার নবোঢ়া পত্নী পরিমাণাতীত মাংসের সমষ্টি মাত্র। বীরেন্দ্রনাথ শুনিয়া ছিলেন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ; কিন্তু তাঁহার মনে হইল, এই নারীর পরিণত অবয়ব প্রাপ্তির বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, রাজ-কন্যা নিতান্ত লজ্জাহীনা। নিকটস্থ নারীগণ তাঁহাকে বার বার মাথার কাপড় দিতে ও মুখে অবগুণ্ঠন দিতে উপদেশ দিতেছে; কিন্তু সুশীলা সুন্দরী সে উপদেশে কর্ণপাত করিতেছেন না। তিনি সমবয়স্কাগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছেন, উচ্চরোলে হাস্য করিতেছেন এবং কখন বা কাহার ঘাড়ে পড়িয়া, কখন বা কাহার কাণ মলিয়া অথবা কখন বা কাহাকে গালি দিয়া অশিষ্টাচার করিতেছেন। বীরেন্দ্রনাথ আরও বুঝিলেন, যে যাঁহাকে সুন্দরী বলিয়া লোকে উল্লেখ করিয়াছে, তাঁহার রং কটা বটে; কিন্তু তিনি কুৎসিতার একশেষ।

তখনই বীরেন্দ্র নাথের মনে হইল, যে এরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে তাহার কোন অধিকার নাই; অবিচলিত চিত্তে পিতার মনোরঞ্জন করাই তাহার ধর্ম্ম। পিতা

যখন সুশীলাকে রূপবতী ও গুণবতীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানিয়াছেন তখন বীরেন্দ্রনাথও সেইরূপ মনে করিতে বাধ্য।

পরদিন বর-কন্যা মহা ধুমধামে তারাপুর হইতে শ্যামপুরে আসিলেন। বিবাহের সময় দুই তিন দিন, তাহার পরে কখন কখন কোন বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম উপলক্ষে দুই এক দিন ব্যতীত সুশীলা শ্বশুরালয়ে আসিবেন না স্থির ছিল। তাঁহাকে বিদায় প্রদানকালে রাজা, রাণী এবং অনুগত দাস দাসী সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। সুশীলার সঙ্গে অনেক দাসী আসিল, অনেক আসবাব আসিল, অনেক বস্ত্রালঙ্কার আসিল।

বেণী মাধবের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি রাজ বৈবাহিক, তাঁহার পুত্র রাজ-জামাতা। প্রভূত ধনরত্ন, বসন ভূষণ ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী তিনি লাভ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্র গণনীয় ধনবান রূপে পরিগণিত হইবেন।

নব বধূকে দেখিবার নিমিত্ত দেশ শুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু কেহই প্রীত হইল না। সম্মুখে সকলেই 'তা বেশ তা বেশ' বলিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বত্র ভয়ানক নিন্দা উঠিল। সম্পর্ক ধরিয়া অনেকে বলিল 'এ বোধ হয় বীরেনের শাশুড়ী' কেহ বা বলিল, 'মানুষ কি কটা রংএর মহিষ বুঝা যায় না,' কেহ বা বলিল, 'এই মেয়ের বয়স তের বৎসর হইলে বুঝিতে হইবে তেরর অর্থ তিপ্পান্ন' কেহ বা বলিল, 'মেয়ে মানুষ এরূপ কদাকার

কখনই দেখা যায় না,' অনেকেই বলিল, 'ধনের লোভে এই পাত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া বেণীমাধব ছেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন,' নিন্দায় দেশ ছাইয়া পড়িল।

রাজ-কন্যার ব্যবহারও অতি তীব্র সমালোচনার বিষয় হইল। তিনি স্বাধীনা, লজ্জাহীনা, অপ্রিয়ভাষিনী এবং নিষ্ঠুর-স্বভাবা। এইরূপ কথা গ্রামের লোকের মুখে মুখে চারি দিকে প্রচার হইল। দ্বিতীয় দিনে রাজ-কন্যা এক পরিচারিকাকে জল আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মের বাড়ীতে জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে দাসীর একটু বিলম্ব হইয়াছিল। সে জল আনিলে, রাজকন্যা ক্রোধে সেই জলের গ্লাস তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য দাসীর এতই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে তাহাকে সেই স্থানে ঘুরিয়া পড়িতে হইয়াছিল ; আর মারিয়াও রাজ-কন্যার সন্তোষ হয় নাই। অতি উচ্চৈঃস্বরে কুৎসিৎ ভাষায় এত গালাগালি দিয়াছিলেন, যে তাহার কণ্ঠস্বর অন্দর মহল অতিক্রম করিয়া বাহিরেও গিয়াছিল। সহসা কোন বিপদ হইল মনে করিয়া 'কি হইল কি হইল' শব্দে অতিশয় উৎকণ্ঠিত ভাবে বেণীমাধবকে ছুটিয়া বাটীর মধ্যে আসিতে হইয়াছিল।

বিবিধ নিন্দা নানাভাবে বেণীমাধবের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। গৃহিণী কাঁদিয়া তাঁহাকে বিরলে বলিলেন,—"এই রাক্ষসীর নিশ্বাসে আমার ছেলে একদিনও বাঁচিবে না।

তুমি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া ধনের লোভে, আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইলে।”

বেণীমাধব মনে মনে সকলই বুঝিলেন; পুত্রের একান্ত অনিচ্ছা, গৃহিণীর আপত্তি সকলই তাঁহার মনে হইল। কিন্তু এখন আর সে অতীতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আপনার অবিবেচনার কথা স্বীকার করিতেও তাঁহার এখন ইচ্ছা হইল না। তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—“রাজার মেয়ে—একমাত্র আদরের মেয়ে, কাজেই একটু প্রখরা হইতে পারে, একদিন দেখিয়াই ভাল মন্দ বুঝা যায় না। কিছু রাগী—তাহাতে আমাদের ক্ষতিই বা কি? কিছু মোটা—তা রাজকন্যা মোটা না হইলে মানায় কি? তুমি উতলা হইও না।”

গৃহিণী বলিলেন,—“মায়ের প্রাণে যে কত ভাবনা, তাহা তুমি কি বুঝিবে। এই রাক্ষসীর হিতাহিত জ্ঞান নাই। ইহার নিকট ছেলেকে একলা থাকিতে দিতে আমার কখনই ভরসা হয় না। কোন কারণে সামান্য বিরক্ত হইলেও আমার সর্ব্বস্ব ধন বীরেন্দ্রকে হয় তো টিপিয়া ও মারিয়া ফেলিতে পারে।”

কর্ত্তা বলিলেন,—“ছিছি! সে ভয় কেন করিতেছ? স্বামীর গায়ে কেহ কখন হাত তুলিতে পারে কি? তুমি এখন অন্য কাজে যাও। আমি নিশ্চয়ই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থাকরিব।”

বেণীমাধব প্রস্থান করিলেন; তিনি পুত্রগত প্রাণ। পুত্রের ইষ্ট সাধন আশায় তিনি চিরদিনের সত্য বন্ধন ছিঁড়িয়াছেন, বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, সকলের নিকট নিন্দা ভাজন হইয়াছেন এবং এক ধর্ম্মশালা কুলবালার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু এই সকল পাপাচরণেও তাঁহার চিত্ত একবারও ব্যথিত হয় নাই। নববধূ কুরূপা ও উগ্র-স্বভাবা শুনিয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। কিন্তু এক্ষণে পত্নীর মুখে সন্তানের জীবনাশঙ্কার কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল। তখন তিনি আপনার কার্য্যকে আপনি মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্র নাথের অনেক সমবয়স্ক সখা নববধূর রূপের বিবিধ বিচিত্র বর্ণনা এবং তাঁহার প্রত্যদ্ভুত প্রকৃতির সুন্দর সমালোচনা, নবীন রাজ-জামাতাকে বারবার শুনাইতেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্র এই সুহৃদ্ গণের কৃত বর্ণনা শুনিয়া এবং অনেক ব্যাপার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া, মীমাংসা করিয়াছেন যে, পিতৃদেবের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর! সেই ব্যবস্থার দোষ দর্শন করিতে বীরেন্দ্রের কোন অধিকার নাই। বীরেন্দ্র নাথের শরীর ও মন পূর্ব্ব হইতেই কাতর ও অবসন্ন হইয়াছিল. এক্ষণে তাঁহার শরীরের অবস্থা আরও মন্দ হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহের পাণ্ডিমা, শীর্ণতা ও অবসাদগ্রস্ত ভাব বাড়িতে থাকিল। জননী বিবাহের পরদিনই পুত্রের এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিলেন; পিতাও বুঝিলেন, যে তাঁহার পুত্রের শরীর ক্রমেই অতিশয় মন্দ হইতেছে। বিবাহের গোলটা কাটিয়া গেলেই একবার ডাক্তার-বৈদ্য দ্বারা পুত্রের অবস্থা পরীক্ষা করাইতে হইবে।

আজি ফুলশয্যা। বিবাহের পর পতি-পত্নীর প্রথম পরিচয়ের আজ শুভ সুযোগ। কিন্তু আজ পাত্রের মুখে আনন্দের হিল্লোল নাই, উৎসাহের আবেগ নাই এবং

আসক্তির উচ্ছ্বাস নাই। তিনি কর্ত্তব্যের দাস, পিতা মাতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিতে হইবে; ভাল মন্দ বুঝিতে বা বিচার করিতে তাঁহার কোন প্রবৃত্তি নাই।

পাত্রী অতিশয় অসন্তুষ্টা। তাঁহাকে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত শ্বশুর বাটীতে যত কিছু আয়োজন হইয়াছে, সকলই অতি সামান্য ও তুচ্ছবোধে তিনি উপেক্ষা করিতেছেন। শ্বশুর এবং শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সহিতও তিনি রুক্ষ ভাষায় কথা কহিতেছেন এবং দরিদ্র লোকেরা রাজ-কন্যার আদর জানে না বলিয়া প্রকাশ্য ভাবেই সকলকে বিদ্রূপ করিতেছেন।

শ্বাশুড়ী বড়ই চিন্তিতা; শ্বশুর, মুখে না হইলেও মনে মনে অতিশয় ভাবনা যুক্ত। সকলেরই ভাবনা যে, নববধূ হয় তো নিতান্ত অসদ্ব্যবহারে বীরেন্দ্র নাথকে অতিশয় মর্ম্মাহত করিবেন, ধর্ম্মে ধর্ম্মে আজিকার রাত্রিটা কাটিলে হয়।

রাত্রি আসিল। বীরেন্দ্র নাথ শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইলেন। স্ত্রীলোকেরা নব-বধূকে লইয়া এ সময়ে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা সমাপ্ত হইল। সকলে চলিয়া আসিল। সেই কক্ষে নব-বিবাহিতা দম্পতী ভিন্ন আর কেহই থাকিল না।

প্রথমে সুশীলা কথা কহিলেন; বলিলেন,—"তুমি নাকি আমার সহিত বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমি জানিতাম না—আমি বুঝিতে

পারি নাই যে, এ সম্বন্ধে কোনরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে আমার অধিকার নাই। অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমার অন্যায় হইয়াছে।”

সুশীলা বলিলেন,—“শুনিয়াছি এই গ্রামের এক গরীবের মেয়েকে তুমি বড় ভালবাস। সেই জন্যই আমাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা হয় নাই।”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“সে কথা আর তুলিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি পূর্ব্বে কাহাকে ভালবাসিতাম বা না বাসিতাম, এক্ষণে সে কথার আলোচনায় আর কোন ফল নাই। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি; তোমার উপর তুষ্ট থাকাই আমার এক্ষণে আবশ্যক।”

সুশীলা বলিলেন,—“তুমি তুষ্ট থাক বা না থাক, তাহাতে আমর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে গরীবের মেয়ের প্রেমে তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিয়াছিলে, আমি তাহাকে একবার দেখিব। তোমার এই সাহস আর অহঙ্কার দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। ইহার উচিত শাস্তি আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি; যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। তোমার সম্মুখেই সে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মরিবে। আর তাহার সর্ব্বনাশ দেখিয়া তোমার প্রাণ ফাটিতে থাকিবে। তাহা হইলেই আমি তুষ্ট হইব। তোমার ভাল বাসা বা অনুগ্রহ আমি চাহি না।”

বীরেন্দ্র চমকিত হইলেন। এই নারীর নিকট সরল ভাবে

হৃদয়ের অবস্থা তিনি লোক দ্বারা জানাইয়াছেন মাত্র, কোন অনিষ্ট বা বিরক্তিকর ব্যবহার করেন নাই, তথাপি তাঁহার এই নববধূ আজি এই শুভ সম্মিলনের প্রথম দিনে—প্রথম সম্ভাষণ কালে—কি ভয়ানক প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে। স্বামীর প্রতি কি উপেক্ষা, কি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। বীরেন্দ্রের মনে অতিশয় ক্রোধ হইল; ভাবিলেন, ইহার সমুচিত উত্তর দিয়া আপনার প্রধান্য স্থাপন করা আবশ্যক; কিন্তু তখনই মনে হইল, যদি এই দুষ্টা নারী গোল করে, চিৎকার করে বা একটা বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলে, তাহা হইলে পিতা হয়তো অসন্তুষ্ট হইবেন। পিতার ইচ্ছায়, পিতার সন্তোষের জন্য এই বিবাহের নিগড় তিনি চরণে পরিয়াছেন। হিতাহিত বিবেচনায় তাঁহার কোন ফল নাই। ধীরভাবে সমস্তই সহ্য করিতে তিনি বাধ্য; বীরেন্দ্র নাথ নীরবে সুশীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সুশীলা বলিলেন,—"কি দেখিতেছ? আমার মুখ দেখিয়া তোমার সেই প্রণয়িণীর মুখ মনে পড়িতেছে কি? শুনিয়াছি সে চরিত্রহীনা; ছোট লোকের মেয়েরা অনেক স্থলেই এইরূপ হয়। আমি সেই চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছি; ধিক্ আমাকে!"

বীরেন্দ্রনাথ একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"তোমার কথা বড়ই অন্যায় হইতেছে। যাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহার কথা কেন তুলিতেছ? কোন ভদ্রলোকের

কন্যার সম্বন্ধে এইরূপ অন্যায় মতামত প্রকাশ করিতে, তোমার কোন অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে তুমি সাবধান হইয়া কথা কহিলেই আমি সুখী হইব।”

সুশীলা হাহা শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“বটে! তোমার হুকুম মত চলিতে পারিলে, তুমি সুখী হইবে, কেমন? কি সৌভাগ্য আমার! দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি বড় কম; তোমার সুখ সন্তোষের জন্য আমি তোমার বাঁদী হইয়া থাকিব নাকি? তোমাকে আমি বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকট আত্ম বিক্রয় করি নাই। তোমার রাগ বা বিরাগে আমার কোনই লাভ লোকসান নাই।”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“বেস! আমার সহিত সুখ দুঃখের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে তোমার ইচ্ছা না থাকিলে, আমার কোন হাত নাই। তুমি ইচ্ছা মত কার্য্য করিবে, আমি তাহার বাধা দিয়া তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। আমি কেবল বলিতে ছিলাম, একজন ভদ্র-কুল বালার অনর্থক কুৎসা করা তোমার উচিত হয় না।”

সুশীলা ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—“খুবই উচিত হয়। একদিনেই দেখিতেছি তুমি দিন দুনিয়ার মালিক হইয়া বসিতে চাহ। তোমার এই দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তোমার সেই ব্যভি-চারিণী প্রণয়িনীর কথা নিরন্তর কহিয়া তোমাকে কষ্ট দেওয়াই আমার উচিত। তাহার কথায় তোমার প্রাণে এত

লাগে, তাহার নিন্দা শুনিতে তোমার এত বুক ফাটে, তাহার জন্য তোমার অন্তর এত কাঁদে, ইহা জানিতে পারিয়া ভালই হইয়াছে। আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দিবার পথ পাইয়াছি। আর তোমার সমক্ষে সেই কুলটার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া তোমাকে আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদাইবার পথ পাইয়াছি।"

বীরেন্দ্র অবাক! নারীর এ কি ভয়ানক প্রকৃতি! নববধূর এ কি পৈশাচি প্রবৃত্তি! দুর্ব্বৃত্তা এইবাস্তবিকই অশেষ অনর্থপাত করিতে পারে, এ হয় তো সরোজিনীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহার হস্তে হয়তো বীরেন্দ্র নাথের জীবনান্তও হইতে পারে। বীরেন্দ্র নাথ মনে মনে বলিলেন, পিতঃ তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য আমি তোমার এই সাধের পুত্রবধূর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ইহার সহিত সংসার ধর্ম্ম করিতে আমি নিতান্তই অক্ষম হইব। যাহা আমার সাধ্য, করিব; যাহা সাধ্যাতীত তাহা পারিব না। তুমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, দয়া করিয়া অধম সন্তানের হৃদয় ভাব বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা কর।

সুশীলা আবার জিজ্ঞাসিলেন—"কথা কহিতেছ না যে? চুপ করিয়া রহিলে কেন?"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"কি কথা কহিব? যাহা বলিতেছি তাহাতেই তুমি বিরক্ত হইতেছ, এ অবস্থায় কথা না কহাই মঙ্গল।"

সুশালা অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"কি অহঙ্কারের কথা! কেন? আমি কি তোমার কথা কহিবার যোগ্যা নহি? আমি রাজার মেয়ে, এরূপ ছোট ঘরে কখনই রাজ বাড়ীর মেয়েরা পড়ে নাই। তুমি আপনার অবস্থা ভুলিয়া যাইতেছ। আমার সহিত বিবাহ হওয়ায়, তোমার যে যেখানে আছে, সকলেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়াছে; তোমার পিতা সামান্য লোক। অনেক বিনয় করিয়া, আমার পিতার অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া এই বিবাহ ঘটাইয়াছে। আর আজি কিনা তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতেছ. আমি তোমার সহিত কথা কহিবার অযোগ্যা!"

বীরেন্দ্র নাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পিতৃ-নিন্দা পিতার অপমানের কথা, তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় আঘাত করিল। যে পিতার সন্তোষের জন্য তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ বিরহিত হইয়া, সতত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রস্তুত, পত্নীর মুখে সেই পিতার নিন্দা। ঘৃণায়, অভিমানে বীরেন্দ্রের বুক ফাটিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে সেই স্থূলকায়া, অহঙ্কৃতা, অপ্রিয় ভাষিণীর মুখ ছিঁড়িয়া দিতে তাঁহার একান্ত বাসনা হইল। কিন্তু পাছে এরূপ কার্য্যে পিতা অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে বীরেন্দ্র নাথ অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে নিরস্ত থাকিলেন। কেবল বলিলেন,—"যে আমার পিতার নিন্দা করে-আমার পিতাকে সামান্য লোক বলিয়া মনে করে, তাহার সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখা

আমার উচিত নহে। আমি এ বিষয়ের কর্ত্তা হইলে এখনই উচিত ব্যবস্থা করিতাম। আমার পিতৃ দেবতা ইহার কর্ত্তা, তাঁহার নিকট সমস্ত কথা আমি নিবেদন করিব; তাহার পর যেরূপ হয় হইবে।”

সুশীলা হাহা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন,—“তবে দেখিতেছি, আমার কালিই ফাঁসী হইবে। আমার পিতাকে দেশ ত্যাগী হইতে হইবে। দেখিতেছি, তুমি অতি অসভ্য। আমি মনে করিয়াছিলাম, কুকুর পোষার মত তোমাকে ক্রমে পোষ মানাইয়া পুষিতে পারিব। বুঝিলাম, সে সৌভাগ্য তোমার অদৃষ্টে নাই। আমি তোমার সহিত আর কথা কহিতে চাহি না। তুমি এখনই তোমার বাবাকে বলিয়া আমার ফাঁসীর ব্যবস্থা করিতে যাও।”

ক্রোধে, ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে বীরেন্দ্রের হৃদয় উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইল, টলিতে টলিতে তিনি সেই নববধূর কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তথায় একটা রেলের উপর মাথা রাখিয়া কাতর ভাবে রোদন করিতে থাকিলেন।

এইরূপ দিনে নব-দম্পতীর প্রথম কিরূপ আলাপ হয়, ইহা শুনিবার নিমিত্ত কক্ষের চারি দিকেই পুর-নারীরা অপেক্ষা করিয়া থাকেন। আজি এই নবীন যুগলের কথা-বার্ত্তা শুনিবার নিমিত্ত সকল বাতায়ন মুখে, সকল দ্বার-পাশে বহু নারী অপেক্ষা করিতেছিলেন; সুশীলা অস্ফুটস্বরে কথা কহেন নাই; দম্পতীর প্রত্যেক কথা সকলেই সুন্দর রূপে

শুনিতে পাইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রের জননী ও কতক লোক মুখে, কতক বা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। তিনি কপালে করাঘাত করিয়া রোরুদ্যমান পুত্রের হস্ত ধারণ করিলেন এবং কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

সেই রাত্রিতে বীরেন্দ্র নিদ্রিত হওয়ার পর তাঁহার জননী কর্ত্তাকে সকল কথা জানাইলেন; পরদিন প্রাতে নানা লোকের মুখে নানা ভাবে এই সকল কথা, বেণীমাধবের কর্ণে প্রবেশ করিল। অনেকে বলিল, 'টাকার লোভে বেণী বোস সোণার চাঁদ ছেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।' অনেকে বলিল, 'চিরদিনের বন্ধুত্ব, দশ বছরের সম্বন্ধ সব ভাঙ্গিয়া যখন এই কাজ করিয়াছে, তখনই আমরা জানি যে ইহার ফলে সর্ব্বনাশ হইবে।' কেহ কেহ বলিল, 'এ বউকে ছাই পাতিয়া কাটিতে হয়।' আর কেহ কেহ বলিল, 'ঝাঁটা মারিতে মারিতে ইহাকে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।'

প্রাতে রাজার বহুলোক এই নবীন যুগলকে লইয়া যাইতে আসিল। বেণীমাধব তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে বলিলেন,—"রাজকন্যাকে তোমরা লইয়া যাইতে পার। আমার পুত্রকে আমি সেখানে যাইতে দিব না। আমি রাজ-কন্যাকে পুত্র বধূ রূপে আর কখন গ্রহণ করিব না।"

লোকেরা অনেক বাদানুবাদ করিল; কিন্তু বেণীমাধব কোন মতেই মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। অগত্যা তাহারা শেষে রাজ-কন্যাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। প্রস্থান

কালে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী বা স্বামী কাহার সহিত সুশীলার সাক্ষাৎ হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অতি বিষম মনস্তাপ হইয়াছে। চন্দ্রকান্তের হৃদয়ে ৎই অসহনীয় ক্লেশের উদ্ভব হইয়াছে। সত্য সত্যই বীরেন্দ্র নাথের বিবাহ হইয়া গেল, সত্য সত্যই বেণীমাধব এতদিনের আত্মীয়তা ধ্বংস করিলেন, সত্য সত্যই তিনি এতদিনের পাকা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সুতরাং মনে অতিশয় ক্লেশ হইবারই কথা।

বীরেন্দ্র নাথের বিবাহ হইল। কিন্তু তদুপলক্ষে চন্দ্রকান্তের নিমন্ত্রণ হইল না, তিনি কোনই অপরাধ করেন নাই, কোন পাপে সমাজ-চ্যুত হন নাই। বেণীমাধবের এরূপ ব্যবহারের পরও তাঁহার সহিত কোন বিসংবাদ ঘটে নাই; তথাপি এই বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার আহ্বান হইল না। কাজটা বড়ই অপমান জনক বলিয়া মনে হইল।

লোকের নিকট বেণীমাধব ব্যক্ত করিয়াছেন, "এ বিবাহে উপস্থিত হইলে, চন্দ্রকান্তের অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি হইবে। কারণ যে ঘনিষ্ঠতা তাঁহারই সহিত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চন্দ্রকান্তের হৃদয় নিশ্চয়ই কাতর হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে উৎসবে মিলিত হইতে পারিবেন না, বরং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুভ কর্ম্মে

অমঙ্গলের সূচনা করিবেন। বেণীমাধবের এইরূপ উক্তি নিতান্ত হৃদয়হীন হইয়াছে। সর্ব্বোপরি বেণীমাধব আরও ভয়ানক হৃদয় হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরোজিনী বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় এবং বীরেন্দ্র বিবাহের পূর্ব্বে আবার আসিয়া সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করায়, বেণীমাধব অনেক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সরোজিনীর সচ্চরিত্রতার উপর কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন। নীরহ, নির্ব্বিরোধী, সরল স্বভাব চন্দ্রকান্তের হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের আকার প্রকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার বদন সতত বিমর্ষ এবং তিনি যেন অতিশয় চিন্তা ক্লিষ্ট হইয়াছেন। স্কুলে যাতায়াত সমানই চলিতেছে, দেশের লোকের সম্পদ ও বিপদে তিনি সমানই ব্যবহার করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার সহিত কথা কহিলে, তাঁহাকে যেন রূপান্তরিত মনুষ্য বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সরোজিনী বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, চন্দ্রকান্তের এরূপ উদ্বেগ থাকিত না। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে একটু লজ্জার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাও দূর হইত।

লোকে তাঁহাকে নানা কথা বলিতেছে; অনেকের কথা শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছেন, যেরূপে হউক এখন কন্যার বিবাহ না দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে বিবাহ হইবে বলিয়া অবধারিত ছিল, তাহা যখন ঘটিল না, তখন কন্যাকে আর

একদিনও অবিবাহিতা রাখা উচিত নহে। কন্যা বিবাহে আপত্তি করিতেছে, তাহা শুনিয়া নিরস্ত থাকা পিতার অনুচিত। এখনই বিবাহ না দিলে, কিছুদিন পরে হয়তো বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইবে, হয়তো নানা নিন্দার কথা উঠিবে এবং হয়তো কন্যার কোন দোষ আছে মনে করিয়া, কোন ব্যক্তি বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে না। স্ত্রীলোকেরা এমনও বলে, যে সরোজিনীর জননী থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না। কন্যার অনিচ্ছা শুনিয়া মা কখনই স্থির থাকিতে পারিতেন না। যেমন করিয়া হউক নিশ্চয়ই বিবাহের যোগাযোগ করিতেন।

অনেকে এরূপ বলিতেছে, যে নৃসিংহ বাবুর ন্যায় সম্ভ্রান্ত পাত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। অধিক বয়স্কা পাত্রী বিবাহ করিতে, অনেকেরই আপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু নৃসিংহ বাবুর বয়স বেশী হইয়াছে, এজন্য অধিক বয়স্কা পাত্রীই তাঁহার আবশ্যক। সকলের সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রকান্ত বুঝিয়াছেন যে, সরোজিনীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বিচার করার প্রয়োজন নাই। যেরূপে হউক অবিলম্বে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে তিনি বাধ্য। নতুবা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনেক অনর্থের উদ্ভব হইবে।

চন্দ্রকান্ত স্থির করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং নৃসিংহ বাবুর নিকট যাইবেন, অথবা কোন বিশ্বাসী আত্মীয় লোককে পাঠাইবেন। সরোজিনীকে কোন কথা জানাইবার প্রয়োজন নাই, তাহার

কোন কথা শুনিবারও আবশ্যক নাই। যদি কৌশল করিয়া বা বল প্রয়োগ করিয়াও বিবাহ দিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী চন্দ্রকান্ত, স্কুলে বসিয়া ছাত্র দিগকে পড়া বলিয়া দিতেছেন। বালকগণ ইদানীং তাঁহাকে একটু অন্যমনস্ক বলিয়া বুঝিয়াছিল; এইরূপ অপবাদ চন্দ্রকান্তেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই নিন্দা দূর করিবার নিমিত্ত চন্দ্রকান্ত, কর্ত্তব্য সাধনে হৃদয়কে নিবিষ্ট করিয়া এবং আন্তরিক দুশ্চিন্তা দূর করিয়া, আগ্রহ সহকারে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন, এইরূপ সময়ে এক ভদ্র বেশধর অপরিচিত পুরুষ, বিদ্যালয়ে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। চন্দ্রকান্তকে অগত্যা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া সেই ভদ্রলোকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ভদ্রলোক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ের অঙ্গনস্থ আম্র-বৃক্ষমূলে আসিলেন।

এই ভদ্রলোক নৃসিংহ বাবুর কর্ম্মচারী। তাঁহারই আজ্ঞায় এখানে সমাগত। নৃসিংহ বাবু সরোজিনীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহান্বিত। যদি পাত্রীর পিতা বিবাহ দিতে সম্মত থাকেন,তাহা হইলে নৃসিংহ বাবু সকল প্রকার অবিহিত বা বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া, সরোজিনীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছেন। সদ্ব্যবহার দ্বারা, ধন সম্পত্তি প্রদান দ্বারা, প্রণয় প্রদর্শন দ্বারা যেরূপে হউক, তিনি সরোজিনীকে লাভ করিবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহান্বিত।

আগন্তুকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া,চন্দ্রকান্ত আনন্দিত হইলেন। তখন তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। দেশে বিবাহ না দিয়া পাত্রীকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, বিধেয় বলিয়া চন্দ্রকান্ত স্থির করিলেন। কারণ এখানে নৃসিংহ বাবুর মত লোকের আসিয়া দুইচারি দিন থাকিবার স্থান হইবে না এবং নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে। সরোজিনী বিবাহ করিব না, বলিয়া গোল তুলিলে স্বগ্রামে যেরূপ অপমান জনক ব্যাপার হইতে পারে, বিদেশে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। একটা বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এ গ্রামে বসিয়া বিবাহ দিতে বা বিবাহের কথা কহিতে, চন্দ্রকান্তের আর ইচ্ছা নাই। আগন্তুক ভদ্রলোকেরও এইরূপ অভিপ্রায়। নৃসিংহ বাবুকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এ গ্রামে আসিতে না হইলেই ভাল হয়।

পরামর্শ বেস পাকাপাকি রকমের হইল। স্থির হইল, চন্দ্রকান্ত কোন কৌশলে, মা ও মেয়েকে সঙ্গে লইয়া নৌকা যোগে নবদ্বীপ যাইবেন। পথে কৃষ্ণনগরে নৃসিংহ বাবুর বিশাল অট্টালিকায়, তাঁহারা একদিন বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত উঠিবেন। সেই দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, বিবাহ হইয়া যাইবে। সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা স্থির করিয়া ভদ্রলোক প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বুঝিয়া দেখিলেন, ইহার অপেক্ষা সুন্দর পরামর্শ আর কিছুই নাই। কোন দিকে কোন বিপদের সম্ভাবনা

তিনি দেখিলেন না ; কৃষ্ণনগর সহর জায়গা ; সেখানে কাহা-রও দুষ্টবুদ্ধি প্রযুক্ত নূতন বিপদ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বড় আনন্দে চন্দ্রকান্ত সেদিন বিদ্যালয় হইতে বাটীতে ফিরি-লেন। মাসীমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইলেন ; কিন্তু সরোজিনী একবারও কাছ ছাড়া হয় না। সন্ধ্যার পর সুযোগ হইল। সরোজিনী পাকশালায় পাক করিতে ব্যস্ত থাকিল ; সেই সময় চন্দ্রকান্ত বৃদ্ধার সহিত অস্ফুট স্বরে পরামর্শ স্থির করিলেন। ছলে বলে বা কৌশলে, মেয়ের যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, এ বিষয়ে বৃদ্ধার দ্বিমত ছিল না। সুতরাং চন্দ্রকান্তকে বেশীকথা বুঝাইতে হইল না। নৃসিংহ বাবু পরম সৎপাত্র ; যেরূপে হউক তাঁহা-রই হস্তে সরোজিনীকে সমর্পণ করিতেই হইবে। এ ব্যাপারে, কথার একটু আধটু এদিক ওদিক করিলে, কোন পাপ হইবে না বলিয়াই মাসীমার বিশ্বাস। সরোজিনীকে কোন কথা না জানাইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানের ওজরে নৌকাযোগে সকলে যাত্রা করিবেন। বৃদ্ধার হৃদয়-ভার একটু লঘু হইল।

গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্নস্থানে যাইতে হইতেছে। বিশেষতঃ বিবাহের কথা ; এ সময় হাতে কিছু টাকা থাকা আবশ্যক। মৃত্তিকা-মধ্যস্থ টাকা সময় মত তুলিয়া রাখিবার নিমিত্ত চন্দ্রকান্তকে বৃদ্ধা আদেশ করিলেন। এবার টাকা গ্রহণ পক্ষে চন্দ্রকান্ত আর কোন আপত্তি করিলেন না।

পরদিন হইতে বৃদ্ধা গঙ্গা স্নানের কথা তুলিলেন এবং সেজন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সরোজিনীর হৃদয় এই সংবাদে একটু ব্যাকুল হইল ; কিন্তু তিনি ঠাকুরমার বাসনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বীরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছেন, উৎসবে গ্রাম তোলপাড় হইয়াছে, নব-বধূর কুরূপের নিন্দা, তাঁহার দোষের অপযশ প্রভৃতি নানা প্রকার সংবাদ সরোজিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই ; তাঁহার শান্তির বাহ্যতঃ কোন অপচয় হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনিতে পাইয়াছেন; বীরেন্দ্রনাথ নব-বধূর দুর্ব্ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে রোদন করিতে হইয়াছে। তারপর যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সরোজিনী কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বীরেন্দ্রের হৃদয়ে ক্লেশ জন্মিয়াছে, তাঁহার নয়নে অশ্রু আসিয়াছে, এই ভয়ানক সংবাদ সরোজিনীকে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছে। যে ভাগ্যবতী পূর্ব্ব জন্মের অশেষ সুকৃতি ফলে বীরেন্দ্রনাথের চরণ সেবিকা রূপে স্থান পাইয়া, আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিল না, সে মানবী হইলেও রাক্ষসী। সরোজিনী সেই দিন মনে মনে গর্ব্বিতা রাজ-কন্যাকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন। এই দারুণ দুঃখের পর বীরেন্দ্রনাথ কেমন আছেন, জানিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। সেই প্রেম-পূর্ণ প্রশান্ত ললাটে

অপমানের কালিমা লাগিয়াছে কি না, সেই দেব-বিনিন্দিত কমনীয় কান্তি ম্লান হইয়াছে কিনা, সেই আনন্দ-জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত নয়ন-যুগল বিষাদের ছায়া সমাচ্ছন্ন হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত সরোজিনীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। সরোজিনী তাঁহার সহিত কথা কহিতে চাহেন না, তাঁহাকে নিকটে বসাইতে চাহেন না, কেবল দূর হইতে তাঁহার ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহেন। এই আশায় আপাততঃ শ্যামপুর ত্যাগ করিতে—এক দিনের জন্যও স্থানান্তর যাইতে, সরোজিনীর ইচ্ছা ছিল না।

আর এককথা; সরোজিনী বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনেও সংকল্প ছিল, যদি কখন বীরেন্দ্রকে সংসারের পেষণে কাতর হইতে হয়, যদি কখন তাঁহাকে দুর্দ্দিনে পড়িতে হয়, তাহা হইলে সরোজিনী তাঁহার হৃদয়কে শান্ত করিবার নিমিত্ত, হৃদয় ঢালিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন। বীরেন্দ্র শত সুন্দরীর মধ্যবর্ত্তী শশধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেও সরোজিনীর কোন ক্ষতি নাই। সেই শত সেবিকার তালিকা মধ্যে সরোজিনীর নাম না থাকিলেও, তাঁহার কোন আক্ষেপ নাই। বীরেন্দ্র সুখে থাকিলে, তাঁহার প্রাণের সন্তোষ অক্ষুণ্ণ থাকিলেই সরোজিনীর পূর্ণ পরিতৃপ্তি। যদি বীরেন্দ্র নাথের সে সুখ না ঘটে—শান্তি নষ্ট হয়, তাহাহইলে সরোজিনী আপনার প্রাণ—আবশ্যক হইলে সেই দেব-চরণে বলি দিতেও প্রস্তুত। এইরূপ দুঃসময়ের সংবাদ সরোজিনী পাইয়াছেন।

কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ যখন এখানে নাই, তখন তাঁহার ভাবনায় এখানে বসিয়া থাকা অনাবশ্যক। এরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা ঠাকুরমা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া অনুচিত।

যাইতেই হইবে। এক বিষয়ে—জীবনে একমাত্র বিষয়ে —পিতার ও ঠাকুর মার বাসনার বিরোধিতা করা হইয়াছে। কেবল বিবাহ বিষয়ে তাঁহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মে সরোজিনী প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই, তদ্ব্যতীত কখন কোন বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগের মত-বিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই। এই গঙ্গাস্নান ব্যাপারে পিতার অতিশয় আগ্রহ, ঠাকুরমার একান্ত ইচ্ছা, ইহার উপর কোন আপত্তি চলিতে পারে না। যাইতেই হইবে।

কিন্তু হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে না, মনে কেমন ভয় হইতেছে, ভয়ের কি কারণ আছে? পিতার সঙ্গে, ঠাকুর মার সঙ্গে, যেখানেই কেন হউক না, যাইতে ভয় নাই; তথাপি ভাল লাগিতেছে না। বোধহয় জীবনে কখন বাস-গ্রাম ত্যাগ করি নাই বলিয়াই মন স্বচ্ছন্দ হইতেছে না।

সুন্দরী মনে মনে মনকে জিজ্ঞাসিলেন, 'যে গ্রামে বীরেন্দ্র নাথ বাস করেন, সে স্থান ত্যাগ করিতে তোমার আপত্তি আছে কি?' মন বলিল, 'আপত্তি যথেষ্ট থাকিলেও দুই একদিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে কোনই বাধা নাই।' সরোজিনী পুনরায় মনকে জিজ্ঞাসিলেন, 'এখানে

পড়িয়া থাকিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবার, হয়তো তাঁহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে ভাবিয়া,তুমি বুঝি স্থানান্তরে যাইবার কথায় প্রসন্ন হইতেছ না?' মন আবার বলিল. 'এ অনুমান ঠিক নহে। আমি মনে মনে নিয়তই দেখিতেছি, মনে মনে সারাদিন কথা কহিতেছি। চক্ষুতে দেখিবার, কাণে কথা শুনিবার কোনই আবশ্যক নাই। সে তো ভোগের কথা, আমি তাহা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি।'

গমন বিষয়ে সরোজিনী উদ্যোগী হইলেন। আবশ্যক মত সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সে বৎসর নবদ্বীপ জেলার সদর ষ্টেশন কৃষ্ণনগরে বড়ই সমারোহ ব্যাপার। রাজধানীর ও সমস্ত জেলার উন্নতির নিমিত্ত বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এক বিশেষ সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে জেলার যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। শোভাময় কলেজ অট্টালিকার প্রশস্ত অঙ্গনে বিশাল মণ্ডপ বিরচিত হইয়াছে, এবং তাহা বিবিধ শোভন পদার্থ দ্বারা সজ্জীভূত হইয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র একটা উৎসাহ ও আনন্দের তরঙ্গ ছুটিতেছে এবং সকলেই সাধ্যানুসারে কায়িক পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিয়া, এই ব্যাপার সুসম্পন্ন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

সহরের প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ বিদেশাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বহু প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। উকীল ও জমিদারগণ, মহাজন ও গৃহস্থগণ সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে আগন্তুক গণের সুখ সংবিধানের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পরিচিত ও এই কাহিনীর সহিত সংলিপ্ত কয়েক ব্যক্তি, এই ব্যাপারে যোগদান করিবার নিমিত্ত সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। তারাপুরের রাজা

হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে আগমন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরে এক প্রকাণ্ড বাটী তাঁহার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই ভবনে অনেক বন্ধু, রক্ষি, সেবক প্রভৃতি সহ রাজা আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন; আমাদিগের সুপরিচিত শ্রীমান বীরেন্দ্র নাথ বসু কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে বেণামাধব বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বৈষয়িক বিবিধ প্রয়োজনে এবং মানসিক অসুস্থতা হেতু তিনি স্বয়ং আসিতে না পারিয়া উপযুক্ত পুত্রকে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বেণীমাধব বাবুর পরিচিত এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের বাসায় বীরেন্দ্র নাথের স্থান হইয়াছে। আর আসিয়াছেন, রামনগরের ভূ-স্বামী শ্রীযুক্ত নৃসিংহ রাম ঘোষ মহাশয়। কৃষ্ণনগরের পশ্চিম প্রান্ত ভাগে জলাঙ্গি নদীর উপর তাঁহার এক মনোহর অট্টালিকা ছিল। প্রয়োজনাধিক অনুচর সঙ্গে লইয়া, ঘোষ মহাশয় সেই ভবনে বাস করিতেছেন।

সমিতির উৎসব ব্যাপার তিন দিনে সমাপ্ত হইল। বিদেশাগত ব্যক্তি বর্গের অনেকেই প্রস্থান করিলেন। আমারা যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা এখনও সহর ত্যাগ করেন নাই।

সন্ধ্যার পরে, পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার একতম কক্ষে, নৃসিংহ বাবু একাকী বসিয়া আছেন; ভবন জন-পূর্ণ, কক্ষে কক্ষে আলোক মালা প্রজ্জ্বলিত,তথাপি নৃসিংহ

রাম একাকী। তিনি বাস্তবিকই পরম রূপবান্, তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশ। প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, তাঁহার পত্নী স্বর্গ-লাভ করিয়াছেন। তদবধি বহু ব্যক্তি তাঁহাকে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত নৃসিংহ বিবাহ করেন নাই। তাঁহার কোন সন্তা-নাদিও ছিল না।

কেন এই প্রভূত বিত্তশালী যুবা পুনরায় বিবাহ করেন নাই, তাহা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। অনেকে মনে করে, পত্নী ধর্ম্ম সাধনের অন্তরায়, অতএব যদি বিধাতার বাসনায় পত্নীর জীবনান্ত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় সেই নিগড়ে বদ্ধ হইয়া, ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মোন্নতির ব্যাঘাত ঘটাই বার প্রয়োজন নাই। কেহ মনে করে, যে প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন ভগবান্ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন, তাহা পুনরায় ধারণ করিলে বিধাতার বিরোধিতা করা হয়; কেহ মনেকরে, যাহা যায় তাহা আর আইসে না; সুতরাং যে পরম পদার্থ হস্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা পুনঃ প্রাপ্তির যখন সম্ভাবনা নাই। তখন তদ্বিনিময়ে তুচ্ছ পদার্থান্তরের গ্রহণ করা অনাবশ্যক। কেহ মনে করে, প্রেম-পাদপ হৃদয়-ক্ষেত্রে একবারই জন্ম-গ্রহণ করে; তাহা নির্ম্মূল হইলে, সে স্থানে আর প্রেমা-ঙ্কুরের উদ্ভব হইতে পারে না। কেহ মনে করে, এ ভব-রঙ্গ ভূমি কেবল ভোগেরই স্থান। এক স্থানে আত্ম বিক্রয় করিয়া, ভোগ সুখে বঞ্চিত থাকা মূঢ়ের কর্ম্ম। অতএব যদি

দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন পাত্রীর মতামত বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। একবার পাত্রীকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই নৃসিংহ যেরূপে হউক, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিবেন ইহাই তাঁহার স্থির বিশ্বাস।

নৃসিংহ রামের সকল আয়োজন স্থির হইয়াছে। আজ তাঁহার সেই সাধের সরোজিনী, তাঁহারই এই ভবনের একাংশে। চন্দ্রকান্ত, মাসীমা ও কন্যাকে লইয়া, নৌকাযোগে সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়াছেন। ভবনের যে অংশে সরোজিনী ও তাঁহার ঠাকুর মা অবস্থান করিতে-ছেন, তাহার সহিত অন্যান্য অংশের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তাহার দ্বারাদি সমস্ত রুদ্ধ, নৃসিংহ রাম বিশেষ সাবধান; স্বয়ং একবারও সে দিকে যাইবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার কোন লোক-জন ও সে দিকে যাহাতে না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়াছেন।

নৃসিংহরাম একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন; ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে; অদ্যই বিবাহ করিতে পারি, না হয় কল্যও হইতে পারে। পিতা ইচ্ছা পূর্ব্বক, আগ্রহ সহকারে, আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আমিও পরমানন্দে তাঁহাকে গ্রহণ করিব। কন্যার এ বিষয়ে আপত্তি আছে কি না, তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই; যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা বিবাহের পর নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। কারণ তখন আর ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তখন সরোজিনী নিশ্চয়ই

বাধ্য হইয়া আত্মাবস্থায় সন্তুষ্ট হইবেন। আর আমি? আমি প্রাণ-পণে সেই সুন্দরীকে প্রসন্না করিব। অবশ্যই তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।

নৃসিংহরাম আরও ভাবিতেছেন, এরূপ সুন্দরী জীবনে কখনও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। অনেক সময় অনেক নারীকে সুন্দরী বলিয়া বোধ করিয়াছি, কিন্তু এ সুন্দরীর তুলনায় তাহারা অতি কুৎসিতা। যদি আজীবন এই শোভাময়ীর দাসত্ব করিতে পাই, তাহা হইলে আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

নৃসিংহরাম আবার ভাবিতেছেন, এইরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে বলিয়াই বোধ হয়, এতদিন বিবাহে আমার মতি হয় নাই। এইরূপ ভুবনমোহিনীর সহিত সম্মিলন আমার ভাগ্যে আছে বলিয়াই, বোধ হয় কেহই বিবাহের নিমিত্ত আমাকে সম্মত করিতে পারে নাই। সুন্দরী সরোজিনীর অমত; কেন অমত? হউক অমত, কিছুই আমি মানিব না।

যখন নিভৃতে বসিয়া নৃসিংহরাম এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় চন্দ্রকান্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাদরে বসিতে বলিয়া, নৃসিংহরাম জিজ্ঞাসিলেন,—"সকলের জল খাওয়া হইয়াছে কি? দাসী দুইজন উপস্থিত আছে তো? শয়নাদির সুব্যবস্থা হইয়াছে?"

আশন গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"সকল ব্যবস্থাই অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা সকলেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ হইয়াছি।"

তখন নৃসিংহরাম আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"যে ব্যাপার কন্যার নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কথাটা বলা হইয়াছে কি?"

চন্দ্রকান্ত উত্তর দিলেন,—"হাঁ! আমার মা ঠাকুরাণী সকল কথাই বলিয়াছেন।"

নৃসিংহরাম পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"কি বুঝিলেন?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"সেই কথা। বিবাহে ভয়ানক আপত্তি—এত প্রবল আপত্তি, যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

নৃসিংহরাম একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও আপনি বিবাহ দিতে সম্মত আছেন তো?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"নিশ্চয়। আপত্তির কথা আমি বাটী হইতেই জানি। তথাপি যেমন করিয়া হউক নিশ্চয়ই বিবাহ দিব বলিয়া আসিয়াছি। কোন আপত্তি আমি গ্রাহ্য করিব না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"উত্তম। কল্য বিবাহ দিতে কোন বাধা নাই?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"কিছু না। যত শীঘ্র কার্য্য শেষ হয়, ততই মঙ্গল; আপনি ধনে, মানে, কুলে অতি প্রার্থনীয় পাত্র; বিশেষতঃ আপনাকে কন্যা দেওয়া আমার গ্রামস্থ

আত্মীয়-স্বজনেরও মত। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই। আমি নির্দ্ধন; কন্যা লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আপনি সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করিলেই চরিতার্থ হইব।"

নৃসিংহ রায় অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"কেন বিবাহ বিষয়ে আপনার কন্যার এরূপ আপত্তি, তাহা জানিতে বোধ হয়, আমার কোন অধিকার নাই।"

তখন চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

একে একে চন্দ্রকান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত অকপটে ব্যক্ত করিলেন। সরোজিনীর সহিত বীরেন্দ্রনাথের আন্তরিক সদ্ভাবের প্রসঙ্গ তিনি প্রকাশ করিলেন। সরোজিনী আপনাকে বিবাহিতা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং বীরেন্দ্রনাথের সহিত মিলনের আর কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে করেন, এ সকল কথাও চন্দ্রকান্ত নিঃসঙ্কোচে জানাইলেন।

সমস্ত কথা শুনিয়া নৃসিংহ বলিলেন,—"বুঝিতেছি আপনার কন্যার প্রকৃতি অতি মহৎ। আমি এ সম্বন্ধে আপনার নিকট একটা অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতেছি। আগামী কল্য সায়ংকালে বিবাহ হইবে। এই বিবাহের পূর্ব্বে আমি একবার সরোজিনীর সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করি।

আপনার মা ঠাকুরাণী সে স্থানে উপস্থিত থাকিবেন, দাসীরা সেখানে থাকিবে, আপনিও সেখানে থাকিতে পারেন, আর ইচ্ছা করিলে, অন্য লোককেও সেখানে রাখিতে পারেন। আমি কোন মন্দ কথা তাঁহাকে বলিব না, কোন মন্দ ব্যবহারও করিব না, তাঁহার অতি নিকটেও যাইব না, দূর হইতে আমার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব তাঁহাকে জানাইব, আমি তাঁহার জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইব; আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিব এবং যেরূপে পারি তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে সন্তুষ্ট ও সম্মত করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"উত্তম প্রস্তাব; যাঁহার হস্তে কিয়ৎকাল পরেই কন্যাকে চিরদিনের মত সম্প্রদান করিব, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কহিতে দিবার কোনই আপত্তি নাই। সেখানে আমার মা ঠাকুরাণী ব্যতীত আর কাহারও উপস্থিত থাকিতে হইবে না। আপনাকে অবিশ্বাসী লোক বলিয়া বুঝিলে, কখনই এই কন্যা লইয়া আপনার ভবনে আসিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি কন্যা সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি না দেয় তাহা হইলে কি হইবে?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া থাকা, আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

আপনার সম্মতি শিরোধার্য্য করিয়াই বোধ হয়, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইব।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তোমার কল্যাণ হউক।"

আরও কিয়ৎকাল বিবিধ কথাবার্ত্তার পর বিশ্রামের নিমিত্ত উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় সারোজিনী সেই ভবনের বারান্দায় বসিয়া ঠাকুরমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, এখানে আসিবার পূর্ব্বে সরোজিনী একবারও বুঝিতে পারেন নাই, যে তাঁহার পিতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই যে, তাঁহার বিবাহ লক্ষ্য করিয়া পিতা এইরূপ আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণ বারংবার তাঁহাকে আতঙ্কের কথা জানাইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি পিতা বা ঠাকুরমার ব্যবহারে তাহার কোনই সমর্থন পান নাই। নৌকা আসিয়া সন্ধ্যার পরে যখন এই ভবনের অনতিদূরে ঘাটে লাগিয়াছে এবং অন্ধকার রাত্রিতে আর অধিকদূর যাওয়ার অনাবশ্যক বোধে পিতা যখন এইস্থানে নৌকা রাখিতে আদেশ করিয়াছেন, তখনই সরোজিনীর হৃদয়ে একটা গুরুতর আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পর যখন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বহু দাস-দাসী আলোকাদি সহ নৌকা সমীপে আসিয়া চন্দ্রকান্তকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে নামিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন সরোজিনীর আশঙ্কার মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে।

পিতার অনুরোধে এবং কোনরূপ আপত্তি করা অসভ্যতা ও অনর্থক বোধে, দাসীগণের সহিত সরোজিনী ঠাকুরমার হাত ধরিয়া ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে প্রবেশ করিয়াই সরোজিনী পরিচারিকার মুখে নৃসিংহরাম বাবুর নাম শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে আশঙ্কার পরিমাণ সীমাশূন্য প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা সকলই সুন্দর। কদাপি কোন পুরুষ একবারও সরোজিনীর অধিকৃত ভবনাংশে প্রবেশ করিতেছে না। এমন কি কাহারও দূরাগত কণ্ঠস্বরও তিনি শুনিতে পাইতেছেন না; সুতরাং তিনি বুঝিয়াছেন, ভবনের যে অংশে পুরুষেরা অবস্থান করেন, এ অংশ তাহা হইতে দূরবর্ত্তী। আরও সরোজিনী দেখিলেন, তাহার দ্বারাদি সমস্তই, যে দিকে তিনি বাস করিতেছেন, সে দিক হইতেই সাবধানতা সহকারে নিরুদ্ধ।

বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু অন্য কোন বিপদ না থাকিলেও, যে বিপদের অপেক্ষা ভয়ানক আর কিছুই নাই, সেই বিবাহের প্রসঙ্গ সম্মুখে; নৃসিংহ বাবুর নাম শুনিয়াই সরোজিনী তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু বিবাহ ঘটিতে পাইবে না, এ বিষয়ে সরোজিনী কৃত নিশ্চয়।

সেই অপরিচিত পূর্ব্ব স্থানে অল্পকাল অবস্থানের পর সরোজিনীর পিতৃ-দেব একে একে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বিবাহে সম্মত হইবার নিমিত্ত কন্যাকে কাতর ভাবে

অনুরোধ করিলেন। পাত্রের রূপ, গুণ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির যথেষ্ট বর্ণনা করিলেন এবং এই শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়েই যে তিনি কন্যাকে লইয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। কন্যা সরল ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় পিতার নিকট আপনার অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন, যাহা হইবার নহে তাহা হইবে না। এ সম্বন্ধে অধিকতর উৎপীড়ন হইলে, প্রাণান্ত ঘটিবে।

চন্দ্রকান্ত আর কোন কথা না বলিয়া কন্যার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। কন্যা পিতার সরল স্বভাব আমূল স্মরণ করিলেন এবং বুঝিলেন, এই সরলতা হেতুই তিনি এইরূপ কঠোর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লোকে তাঁহাকে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছে, দশজন তাঁহার মনকে যেরূপ ফিরাইয়া দিয়াছে, তিনি সকল বিষয়েই সেইরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এ ব্যাপারেও তিনি সেইরূপই করিয়াছেন; অনেক স্থলে কন্যা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও পিতা মাতা কৌশলে, বল পূর্ব্বক বিবাহ দিয়াছেন এবং পরিণামে তাহার ফল সুখময় হইয়াছে, এরূপ অনেক বৃত্তান্ত সরোজিনীর জানা ছিল, সুতরাং সরল স্বভাব স্নেহ-ময় পিতৃ-দেব এ সম্বন্ধে যে ভয়ানক অবৈধ বা গর্হিতাচরণ করিয়াছেন, সরোজিনী এরূপ মনে করিলেন না। তিনি যে কোন মতেই বিবাহে সম্মত হইতে পারেন না, এই কথা তাঁহার পিতৃদেব বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার দুঃখের বিষয়।

ঠাকুর মাকে সরোজিনী এই বিষয়ই বুঝাইতেছেন; বলিতেছেন,—"আমি জীবনে কখন মিথ্যা বলি নাই ঠাকুর মা! আমি তোমাকে বার বার জানাইতেছি যে, আমি আর ধর্ম্মতঃ বিবাহ করিতে পারি না। তথাপি তোমরা আমার সে কথা বিশ্বাস না করিয়া আপনারাও কষ্ট পাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ।"

ঠাকুর মা বলিলেন,—"ধর্ম্মতঃ তোমার বিবাহ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু লোকতঃ কিছুই হয় নাই। তোমার বিবাহের কথা কেবল তোমারই প্রাণ জানে, মনুষ্য সমাজ তাহা জানে না। কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ না করিয়া এই ভাবে থাকিলে, বড়ই দোষের কথা হইবে, শেষে অপবাদের সীমা থাকিবে না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"একথা আমাকে কেন কহিতেছ? আমি কবে কোন্ গর্হিত আচরণ করিয়াছি যে, তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পার না, বা আমার উপর নির্ভর করিতে সাহস কর না। আমি আবার বলিতেছি ঠাকুর মা! তোমাদিগের সেবা করিতে করিতে আমি পরমানন্দে দিন কাটাইব, আমার কোন কার্য্যে তোমাদিগকে কখন একটু ক্লেশও পাইতে হইবে না।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"আজিকার উপায় কি? চন্দ্রকান্ত প্রাতে বলিয়া গিয়াছেন, বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত; সন্ধ্যার সময় তোমার বিবাহ হইবে। এ কথা

তুমি স্ব-কর্ণে শুনিয়াছ, কিরূপে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"বাবার মুখে আমি এরূপও শুনিয়াছি যে, নৃসিংহ বাবু একবার আমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন; আমি তাঁহার সাহিত কথা কহিব। দায়ে পড়িলে মানুষের লজ্জা-ভয় থাকে না। শুনিয়াছি তিনি অতি ভদ্র লোক; আমার সমস্ত কথা শুনিলে, নিশ্চয়ই তিনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার এই বিশ্বাসই প্রধান।"

ঠাকুর মা বলিলেন,—"যদি তোমার কথা শুনিয়া তিনি বিবাহ করিতে অমত না করেন, তাহা হইলে কি হইবে ?"

সরোজিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে—সেকথা বলিয়া তোমাদিগকে দুঃখিত করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

ঠাকুর মা জিজ্ঞাসিলেন.—"আপনার জীবন সম্বন্ধে কোন অনিষ্ট করিতে তোমার কল্পনা আছে কি ?"

সরোজিনী বলিলেন,—"তাহা ভিন্ন আমার আর সে অবস্থায় কি উপায় আছে ঠাকুরমা ?"

ঠাকুরমা নীরব হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—"আমাদিগের বাবু আপনাদিগের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করেন। তিনি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, আপনাদিগের অনুমতি পাইলে, তিনি আসিতে পারেন।"

সরোজিনী উত্তর দিলেন,—"তাঁহাকে আসিতে বল।"

তাহার পর সরোজিনী আপনার দেহ সুন্দর রূপে আচ্ছাদিত করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। অল্প অবগুণ্ঠনে বদনের কিয়দংশ মাত্র আবৃত করিলেন। ধীরে ধীরে রূপ-মুগ্ধ নৃসিংহ রাম সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অতি দূরে দণ্ডায়মান হইয়া নৃসিংহ বাবু বলিলেন,—"সরোজিনী দেবি! আপনি আমাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, কিন্তু সৌভাগ্য বলে আমি আপনাকে দেখিয়াছি; তদবধি আপনাকেই ভাবিতেছি, আর কি উপায়ে আপনাকে লাভ করিতে পারিব, তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

সরোজিনীর দেহ একটু নড়িয়া উঠিল, কিন্তু মুখ হইতে একটী কথাও ফুটিল না।

নৃসিংহ বাবু আবার বলিলেন,—"আমার সহিত আপনার বিবাহ দিতে গুরুজনেরা অতিশয় আগ্রহান্বিত; কিন্তু শুনিতেছি আপনি আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত।"

নৃসিংহ রাম উত্তরের নিমিত্ত একটু অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু সরোজিনীর মুখ হইতে তখনও কোন কথা বাহির হইল না।

আবার নৃসিংহ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি! বাস্তবিকই আমি আপনার অযোগ্য, এরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে আপনার অমত হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু দেবি! আমি আপনার রূপে উন্মাদ হইয়াছি। আমি

আপনার মুখে আমার অদৃষ্টের কথা না শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই জন্যই দেবি, আপনার অনুমতি লইয়া আমার বক্তব্য নিবেদন করিতে আসিয়াছি।"

সুন্দরী তখনও নীরব। নৃসিংহ বলিতে থাকিলেন,—"দেখুন দেবি! আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা ঐ প্রদেশে অনেক প্রসিদ্ধ ধনবানের অপেক্ষা অধিক। আমি সেই সম্পত্তি রাশি আপনার চরণে ঢালিয়া দিয়া আপনার কৃপার ভিখারি হইয়া থাকিতে সংকল্প করিয়াছি।"

নৃসিংহ নীরবে একটু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, সুন্দরীর কোন বাক্য শুনিতে না পাইয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আপনার রূপের তুলনায় আমি কুৎসিতের একশেষ। কিন্তু লোকে আমাকে রূপবান্ বলিয়া প্রশংসা করে। আমি আজীবন আপনার ক্রীত দাস হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছি। সর্ব্ব সাধারণই আমাকে বিদ্বান বলিয়া সমাদর করে, আমি এই বিদ্যা, কৃতিত্ব, যশ, ধন, মান সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়া, আপনার আজ্ঞাধীন হইয়া জীবন পাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। দেবি! আমার নিবেদন শেষ হইয়াছে; কৃপা করিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

সরোজিনী মৃদু ও সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"আমি আপনার আশ্রয়ে পড়িয়াছি, এ অবস্থায় আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা না করিলে আমার আর উপায় নাই।"

নৃসিংহ রায় দুই পদ পিছাইয়া গেলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"ছি! ছি! আপনি তাহা মনেও করিবেন না। সত্য বটে, আমি চরিত্র হীন, সত্য বটে, আমি ধনবান, সত্য বটে, আমি বহু-লোক বেষ্টিত, সত্য বটে, আপনি এক্ষণে আমার করতলগত, কিন্তু দেবি! ইহা আপনি স্থির জানিবেন, আপনার পিতার, ঠাকুর মাতার প্রবল বাসনা না থাকিলে, আমি কখনই আপনাকে এখানে আনিতাম না। আমি আপনার রূপে উন্মত্ত হইয়াছি, আজ সন্ধ্যাকালে আপনার পিতা যথাবিধি আপনাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি অবাধে জোর করিয়া আপনাকে বিবাহ করিতে পারি; পিতৃ-দত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিলে, বোধ হয় ধর্ম্ম হানি হয় না, রাজ বিচারেও দণ্ডনীয় হইতে হয় না। সেরূপ কোন অভিপ্রায় থাকিলে, আমি আপনার নিকট আসিতাম না। আমি আপনার মুখে মনের ভাব শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতাম না।"

সরোজিনী বলিলেন,—"আপনার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। বাস্তবিকই আপনি অতি মহৎ। কিন্তু মহাশয়! আমার এই দেহের উপর—প্রাণের উপর, আমার কোন অধিকার নাই। আমি দেবতাকে সাক্ষী করিয়া সমস্তই এক দেব-চরণে নিবেদন করিয়াছি। একবার নিবেদিতা নারী পুনঃ নিবেদনের কল্পনা করিলেও ব্যভিচারিণী হয়। আপনি বিদ্বান, জ্ঞানবান এবং ন্যায়বান; আপনার নিকট অকপটে

আমি সকল কথা বলিতেছি। সেই দেবতার সহিত আমার কখন দৈহিক বিবাহ হয় নাই। কিন্তু অন্তরের বিবাহ নিরন্তর ঘটিয়াছে। আমি তাঁহাকে ইহকালের ও পরকালের সম্বল মনে করিয়া প্রাণের মধ্যে পূজা করিয়া থাকি, আর কায়মনোবাক্যে অবিরত তাঁহারই পরিচর্য্যা করি। এ অবস্থায় দয়াময় মহাপুরুষ! আপনি বুঝিয়া দেখুন, আমার আর বিবাহের কথা শুনিতেও অধিকার আছে কি না?"

নৃসিংহ রায় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছি আপনার সেই প্রেমাস্পদ ভাগ্যবান পুরুষ, আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্য নারীকে পত্নী রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কেন অন্য মত করিবেন না?"

সরোজিনী ববিলেন,—"আমরা হিন্দুরমণী; আমরা মাতৃগর্ত্ত হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহার কোন স্থলেই এরূপ উপদেশ নাই, স্বামী পরিত্যাগ করিলে বা তিনি স্ত্রীকে বিস্মৃত হইলে কিংবা তাঁহার সহিত সম্বন্ধের শেষ হইলে, স্ত্রী ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে, এইরূপ কদর্য্য শিক্ষা হিন্দুরমণী কখন কোথায় পায় নাই। আপনি কতই জানেন; আমি প্রগল্‌ভার ন্যায় আপনাকে কি বা বলিব?"

নৃসিংহ অধোমুখে বলিলেন,—"আপনি কি তবে আপনাকে বাস্তবিকই বিবাহিতা বলিয়া মনে করেন?"

সরোজিনী বলিলেন,—"কেমন করিয়া এ কথার উত্তর দিব? বিবাহের বাস্তবিক ও অবাস্তবিক কিসে হয়, তাহা

তো আমি জানি না? লোক জানাইয়া, মন্ত্র পড়িয়া আমার বিবাহ হয় নাই, এই জন্যই কি তাহা অবাস্তবিক বলিয়া আপনি মনে করিতেছেন? আমাদিগের দেশে চিরদিনই তো লোকের অজ্ঞাতসারে পতি-গ্রহণ চলিয়া আসিতেছে। সেই বিবাহই তো প্রশংসণীয় হইয়াছে; সেইরূপ বিবাহিতা নারীরা পুণ্যশীলা ও পূজনীয়া হইয়া রহিয়াছেন।”

নৃসিংহ মনে মনে এ কথার সার্থকতা অনুভব করিলেন। বলিলেন,—“আমি আপনার আশা ত্যাগ করিতে অক্ষম। আপনি এক জনকে ভাল বাসিয়াছেন সত্য,কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, অপরিসীম প্রেম দ্বারা, একান্ত আনুগত্য দ্বারা, আমি আপনার সে ভালবাসা কাড়িয়া লইতে পারিব।”

সরোজিনী বলিলেন,—“অসম্ভব! আপনি আমাকে হত্যা করিতে পারেন, আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনের গতি ফিরাইতে আপনার কখনই সাধ্য হইবে না। আপনি আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন; জানি না বাস্তবিকই আমার রূপ আছে কি না? কিন্তু আপনি বিদ্বান্। আপনি কি জানেন না— এ সংসারে সকলই রূপময়? রূপের অবধারণ কেবল একটা শিক্ষা, সংসর্গ ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যাহা নিতান্ত কুদর্শন বলিয়া আমরা বুঝি, বাস্তবিক তাহা অতি প্রিয় দর্শন। আমরা যাহা কুৎসিৎ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, কুৎসিৎ রূপেই তাহা অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার রূপের কথা ভুলিয়া যাইতে পারিবেন। আর কাহাকেও রূপবতী বলিয়া বুঝিলেই, আমার মর্য্যাদা ভুলিয়া যাইবেন। আমি দুঃখিনী; বাচালের মত অনেক কথা বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি। আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া না জানিলে, আপনার সমক্ষে এত কথা কহিতে পারিতাম না। আমাকে রাখা মারা আপনারই হাত। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"বুঝিলাম আপনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সে ভাগ্যবানের অগ্রগণ্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কোনরূপে ভ্রমেও আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিব না। কিন্তু দেবি, আপনাকে প্রসন্ন করিয়া, আপনার হৃদয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া আপনার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা আমি না করিয়া থাকিতে পারিব না। আপনাকে লাভ করিবার চেষ্টা আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

আর কোন কথা না বলিয়া নৃসিংহ রাম সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে বীরেন্দ্রনাথ কয়েক জন সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনগরের রাজভবন দেখিতে আসিয়াছেন। এই প্রাচীন রাজ বংশের বাসস্থল দর্শন করিয়া অনেক অতীতের স্মৃতি মনে জাগরূক হইল। যখন সমস্ত বঙ্গদেশের সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির অনুসরণ ক্রমে সংসাধিত হইত, যখন তিথি নক্ষত্রাদির বিচার এবং দৈনন্দিন শুভাশুভ কালের আলোচনা, তাঁহাদিগের প্রক... ও নামাঙ্কিত পঞ্জিকার বিধান ক্রমে সম্পন্ন হইত, সে সকল কথাই মনে পড়িল; আর মনে পড়িল, রায় গুণাকার ভারত চন্দ্র, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ, রস সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি, রসিক চূড়ামণি গোপাল, প্রত্যুৎপন্ন মতি সুবংশী প্রভৃতি অনেক মহাত্মার নাম। আরও মনে পড়িল, নবদ্বীপের প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর অলৌকিক চরিতমালা; আরও মনে পড়িল, সিরাজউদ্দৌলার কথা, লর্ড ক্লাইভের কথা, পলাশীর যুদ্ধে ভারত-ভাগ্য-নেমীর আবর্ত্তনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, স্থানীয় চিত্র-শিল্পের দক্ষতা, প্রতিমা-নির্ম্মাণ পটুতার এবং ভূষণ-নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের কথা। আরও অনেক অতীত কথা এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণে আসিল; অতীতের

সহিত বর্ত্তমানের তুলনা মনে জাগরূক হইল; দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সঙ্গীগণসহ বীরেন্দ্রনাথ নীরবে আলোড়িত হৃদয় লইয়া ফিরিতেছিলেন।

যখন বীরেন্দ্রনাথ রাজপথ দিয়া উত্তরাভিমুখে আসিতেছেন, সেই সময়ে অতি সুন্দর অশ্বদ্বয় যোজিত এক 'ফিটন' তাঁহাদিগের অভিমুখে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। সঙ্গীগণসহ বীরেন্দ্রনাথ পথ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। 'ফিটন' নিকটে আসিল, তাহাতে রাজা হরিশ্চন্দ্র একাকী আসীন। রাজা বীরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখদেশে গাড়ীর গতি বন্ধ হইল; রাজা বীরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন।

এ স্থলে কি কর্ত্তব্য বীরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এ সম্বন্ধে পিতার কোন আদেশ তিনি প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি সসম্ভ্রমে তিনি শকটের নিকটস্থ হইলেন এবং রাজার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার হস্ত ধারণ করিয়া রাজা তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইলেন। বীরেন্দ্র নাথ বন্ধুগণের নিকট ইঙ্গিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজার পার্শ্বে বসিতে বাধ্য হইলেন। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"তুমি এখানে আসিয়াছ জানি; সেদিন সভাস্থলে আমি তোমাকে দেখিয়া ছিলাম, কিন্তু তুমি অনেক দূরে বসিয়াছিলে, এজন্য তোমার সহিত কথা কহিবার সুযোগ হয় নাই। সভা ভঙ্গ হইলে, আমি তোমাকে অনেক

সন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি অগ্রেই চলিয়া গিয়াছিলে; কাজেই তোমাকে আর দেখিতে পাই নাই। এখানে তুমি কোথায় থাক জানি না। মনে করিয়াছিলাম, তুমি হয় তো বাটী ফিরিয়া গিয়াছ।"

বীরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—"আমিও সেদিন আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আরও পাঁচ সাত দিন এখানে থাকিতে ইচ্ছা আছে; এ সম্বন্ধে বাবার কোন নিষেধ নাই। আপনি এখানে আছেন জানি।"

রাজা বলিলেন,—"তবে বাবা! তুমি আমাদের বাটীতে যাও নাই কেন? আমাদের সহিত দেখা কর নাই কেন? আমরা সকলেই এখানে আছি। এরূপ অবস্থায় তুমি অন্যত্র রহিয়াছ কেন?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার পিতার কোন আদেশ আমি পাই নাই। যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয় আপনাদের বাটীতে আমার না যাওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়; সুতরাং আপনারা এখানে আছেন জানিয়াও আমি কোন দিন যাই নাই।"

বীরেন্দ্রের এই সরল ও নির্ভীক উক্তি একটু বিরক্তিকর হইলেও রাজা হরিশ্চন্দ্র বিরক্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"বিবাহের পরই তোমার পিতা একটু বিরক্ত হইয়াছেন জানি। যে যে কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমার মেয়ে জন্মাবধি আমার

এক ভগ্নীর, আদরে বড়ই মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, ভাল ব্যবহার না করিয়া সে তোমাদিগের সকলকে দুঃখিত করিয়াছে। আমি তাহাকে সেজন্য অনেক শাসন করিয়াছি। তোমার পিতা বিবাহের পর তোমাকে আর আমাদের বাটীতে যাইতে দেন নাই। মনের ভাবও তিনি স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, আর সকল কথা বুঝাইয়া দিব। আপাততঃ তুমি আমার সঙ্গে আমার বাটীতে চল।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"বাবা কি বলিবেন? তিনি রাগ করিলে আমি কি উত্তর দিব? মান অপমান, হিত অহিত বোধ আমি ত্যাগ করিয়াছি, কেবল পিতার আদেশ আমার প্রধান অবলম্বন।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার পিতৃভক্তি অতি প্রশংসনীয়। এই ভক্তির দ্বারা পিতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অনায়াসে তুমি সর্ব্ব সুখের অধিকারী হইবে, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার বাটীতে যাইতেছ না। এ বিষয়ে তোমার পিতা বিরক্ত হইলে আমিই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিব। আমিও তোমার পিতৃ-তুল্য ব্যক্তি, আমার কথা না রাখিলে আমাকেও অপমান করা হয়; সে কাজও তোমার ভাল নহে। তুমি সচ্ছন্দ মনে আইস বাবা! যদি কোনও দোষ হয়, তাহার জন্য তুমি দায়ী নহ"।

বীরেন্দ্রনাথ এ কথার উপরে আর কোনও কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গাড়ী রাজা হরিশ্চন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হইল। বীরেন্দ্র নাথের বুক কাঁপিতে লাগিল, আবার হয়তো সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে আসিতে বলিলেন। বীরেন্দ্র সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—"এখানেই বসিয়া থাকি না কেন?"

রাজা শান্ত ও ধীর ব্যক্তি, তিনি সহজেই বীরেন্দ্র নাথের হৃদয়-ভাব অনুভব করিলেন; বলিলেন,—"তুমি আ[illegible] তোমার সহিত কেহই দুর্ব্ব্যবহার করিবেন না। যদি [illegible] তোমার অপ্রীতিকর কোনও কার্য্য করে, তাহা হই[illegible] আমি তাহাকে শাসন করিব।"

বীরেন্দ্র আর কথা কহিতে পারিলেন না। চরণ একটু কম্পিত হইতে থাকিল। রাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই সুশীলার কণ্ঠস্বর বীরেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"আমি এখন গরম দুধ খাইবনা, কে তোকে দুধ আনিতে বলিল?"

পত্নীর স্বর শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। বহুদিন পরে কণ্ঠস্বর শুনিয়া পতির দেহ মন কম্পিত হয় বটে, কিন্তু সুশীলার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বীরেন্দ্রের হৃদয় ও শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, এই কণ্ঠ হইতে পিতৃ-নিন্দা রূপ গরল বর্ষিত হইয়াছে। নির্দ্দোষ

সরোজিনীর অনেক কুৎসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বীরেন্দ্রনাথের মস্তকে অনেক অপমানের অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার যদি রাজ-কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে হয়তো আরও কতই অনর্থের উদ্ভব হইবে।

রাজা ডাকিলেন,—"দিদি কোথায়? রাণি এদিকে আইস! বীরেন্দ্র নাথ বাবাজী আসিয়াছেন।"

পার্শ্বের এক কক্ষ হইতে রাণী বলিয়া উঠিলেন,—"কি ভাগ্য।"

আর এক প্রৌঢ় বয়স্কা বিধবা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন- "বীরেনের বাপের দেমাক এত দিনে টুটিয়াছে বুঝি?"

রাজা বলিলেন,—"আমি দৈবাৎ সাক্ষাৎ পাইয়া সাগ্রহে বাবাজীকে এখানে আনিয়াছি। বিহাই মহাশয় ইহা জানেন না।"

বিধবা বলিলেন,—"তবে না আসিলেই হইত, যদি আবার তিনি আমাদের হাতে মাথা কাটেন?"

রাজা বলিলেন,—"ছি! দিদি! বিহাইকে যত পার তামাসা করিও, সেজন্য জামাইয়ের উপর কড়া কথা কেন?"

রাজা প্রস্থান করিলেন। রাজার সঙ্গ শূন্য হওয়ায় বীরেন্দ্র নাথের ভয়ের মাত্রা আরও একটু বাড়িয়া উঠিল। রাজভগ্নী ও রাণী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজ-ভগ্নী বলিলেন,—"রাজার মেয়ে তুমি বিবাহ করিয়াছ। রাজকন্যার মেজাজ সাধারণ লোকের মত হয় না।

লোকের মন যোগাইয়া কথা কহিতে রাজ কন্যা কখনই পারে না। ইহা না বুঝিয়া বিবাহের পর হইতে তোমরা সম্পর্ক ছাড়িয়াছ। তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, ক্ষতি তোমাদেরই হইয়াছে।”

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“ক্ষতি বা লাভের কোনও সংবাদ আমি জানি না। সম্পর্ক ত্যাগ করা বা রাখার কর্ত্তা আমার পিতা, তাঁহার আদেশ আমার পক্ষে বেদবাক্য। এ সম্বন্ধে যদি কোন কথা বলিবার থাকে, আপনারা তাঁহাকে জানাইবেন।”

পাছে আরও ভয়ানক অপ্রিয় কথা তাঁহার ননন্দা বলিয়া ফেলেন এই ভয়ে রাণী বলিলেন,—“এ ঠিক কথা ঠাকুরঝি। এখন ও সকল কথা কেন তুলিতেছ? ছেলে মানুষ জামাই কি উত্তর দিবেন? তুমি আপাততঃ তোমার জামাইয়ের জল খাবারের আয়োজন করিয়া দেও না?”

রাজভগ্নী বলিলেন,—“তুমি শ্বাশুড়ী, জল খাবারের উদ্যোগ করা তোমারই কাজ। আমি আপাততঃ বিহাইকে যে যে কথা জানাইতে হইবে, তাহার জন্য দরখাস্ত লিখিতে যাই।”

একটু রাগের সহিত রাজ-ভগ্নী প্রস্থান করিলেন। এই পিসিমাতা ঠাকুরাণী সুশীলা সুন্দরীর মাথা খাইয়াছেন। রাজবাটীতে ইঁহার প্রতাপ অপরিসীম। রাজা ও রাণী ইঁহাকে ভয় করিয়া চলেন এবং ইঁহার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে কোনও কাজ করিতে সাহস করেন না। ইনি সুশীলাকে মানুষ করিয়াছেন। সুশীলা যখন যাহা আব্দার করিয়াছেন, সঙ্গত অসঙ্গত বিচার না করিয়াই ইনি তাহা পূরণ করিয়া আসিতেছেন। সুশীলা পিতা মাতার অপেক্ষাও ইঁহারই অনুগতা এবং সুখ দুঃখের নিমিত্ত ইঁহারই মুখাপেক্ষণী। রাজভগ্নী প্রভূত অর্থশালিনী। তিনি বাল-বিধবা। স্বর্গীয় রাজার বাসনা ক্রমে এই বিধবা রাজনন্দিনীর রাজ সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে অবিসংবাদিত আধিপত্য।

রাজ-ভগিনী বিরক্ত ভাবে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সুশীলার কক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং আপন মনে বলিলেন,—"আসিয়াছে—ছোট লোকের ছেলে—এতদিন পরে আসিয়াছে। এ রাজৈশ্বর্য্য ভোগের লোভ ছাড়িয়া কত দিন থাকিবে? রাণী মাগী বুড়ি হইতে চলিল, তবু এখনও রাজ কায়দা শিখিল না, বুনিয়াদের দোষ।"

সুশীলা তখন পার্শ্বস্থ কক্ষে একখানি ইঁদুরের খাঁচা হাতে করিয়া খেলা করিতেছিলেন; সাদা সাদা ছোট ছোট বিলাতি ইঁদুর গুলি খাঁচার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তারের চরকি ঘুরাইতেছে, আর এক এক বার স্থির হইয়া সুশীলার পানে চাহিতেছে। সহসা কক্ষদ্বার হইতে পিসিমার আওয়াজ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুশীলা তৎক্ষণাৎ জোরে সেই খাঁচা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। খাঁচা চূর্ণ হইয়া গেল, তাহার কাঁচের দরজা খন্ খন্ শব্দে শত খণ্ডে

ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইঁদুর গুলার দুই একটা মরিয়া গেল, দুই একটা মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া রহিল; সেদিকে দৃক্পাতও না করিয়া সুশীলা পিসিমার দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার পক্ষে ধাবিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তিনি জোরে পা ফেলিয়া ঘর দরজা, জিনিষ-পত্র কাঁপাইতে কাঁপাইতে পিসিমার নিকট আসিলেন। আসিয়াই সুশীলা পিসিমার কণ্ঠ উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন; বলিলেন,—"আসিয়াছে—পিসি মা আবার আমাকে অপমান করিতে আসিয়াছে।"

পিসিমার তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভ্রাতষ্পুত্রীর প্রেমালিঙ্গনে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয় হয় হইয়াছে। তিনি আদরে সুশীলার একহাত গলা হইতে উঠাইয়া লইলেন; তাহার পর সেই স্থলেই বসিয়া পড়িলেন; সুশীলাও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পিসিমা বলিলেন,—"আসিয়াছে, তার ভয় কি? তোমাকে অপমান করিতে মা, উহার বাবারও সাধ্য নাই। তোমার মা রাজ কায়দা জানে না? তাহারই পরামর্শে আমার ভাইটীও অধঃপাতে গিয়াছেন। যে তোমাকে প্রথম দিনেই নিন্দা করিয়াছে, মন্দ লোক বলিয়াছে, ভয় দেখাইয়া সাবধানে চলিতে বলিয়াছে, কি করিতে হইবে না হইবে তাহার হুকুম করিয়াছে, তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, তাহাকে বিশেষ রূপে শাসন করা আবশ্যক।"

সুশীলা বলিলেন,—"পিসি মা! কৈ, তুমি শাসন করিলে? বাবা কেবল ধমক দেন, মা কেবলই উপদেশ দেন; কিন্তু আমার প্রাণে যে কষ্ট তাহা কেহই দেখেন না, দেখ কেবল তুমি। কাঁদিবার স্থান কেবল তোমার কাছে।"

সুশীলার নয়নে জল আসুক বা না আসুক তিনি রোদনের ন্যায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করিলেন। পিসি মা অন্ধকার দেখিলেন, বাস্তবিকই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বড়ই ভাল বাসেন, ...কালে বৈধব্য হওয়ার পর হইতে স্বর্গীয় রাজা বিধবা কন্যাকে প্রসন্ন রাখিবার নিমিত্ত সম্ভবাতীত সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিধবার বাসনার উপর কথা কহিতে কাহার অধিকার ছিল না। অতি সামান্য দাসী হইতে অতি উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত তাবতেই তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যখন বালক, তখন হইতেই বুঝিয়াছিলেন, সর্ব্বতোভাবে বিধবা জ্যেষ্ঠার সন্তোষ সাধন তাঁহার ধর্ম্ম। কালে হরিশ্চন্দ্র বিবাহিত হইলে, তাঁহার পত্নীও এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। এই প্রভুত্বশালিনী বিধবার বিশেষ কোন কর্ম্ম ছিল না। বিধবার ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহার বিশেষ প্রবৃত্তি হয় নাই; সুতরাং লোকের উপর নির্য্যাতন, পরের কুৎসা কীর্ত্তন, কাহারও বা সর্ব্বনাশ সাধন, কারণে অকারণে আপনার আধিপত্য স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপার লইয়াই তিনি কালপাত করিয়া আসিতেছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র

তাঁহাকে ভয় করেন, রাণা তাঁহাকে যমদূতের ন্যায় জ্ঞান করেন, আর বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার নামে কম্পিত হয়।

হরিশ্চন্দ্রের পত্নী সুশীলাকে প্রসব করিলে, বিধবা রাজ-ভগ্নীর জীবনের একটা অবলম্বন পাইলেন। কন্যার উপর মাতা পিতার কোনই অধিকার থাকিল না। রাজ-ভগ্নী তাঁহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কন্যা পিসিমারই অনুগতা হইল এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' হইয়া উঠিল। পিতা শাসন করিলে, কন্যার সমক্ষেই তিরস্কৃত হন, মাতা কোন উপদেশ দিতে আসিলে অপমানের সীমা থাকে না। অধিকন্তু পিতৃ বংশের অলীক ইতরতার কীর্ত্তন শুনিয়া নয়নের জল মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া যান। আর সুশীলা, পিতা মাতার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া হাহা শব্দে হাসিতে থাকে। সর্ব্বনাশের বীজ এইরূপে উপ্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজ-ভগ্নী এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সুশীলার ইচ্ছায় তিনি অসাধ্য সাধনও করিতে প্রস্তুত। কেহ সুশীলার বাক্যে প্রতিবাদ করিলে, পিসিমা তাহাকে নখে টিপিয়া মারিবার জন্য লাফা-ইয়া উঠেন। রাজ-ভগ্নী স্বয়ং বাল-বিধবা; স্ত্রী জীবনের পক্ষে স্বামী কিরূপ অমূল্য পদার্থ, তাহা তিনি কখন স্বয়ং বুঝেন নাই, তদভাবে কি কষ্ট, তাহাও তিনি কখন

অনুভব করেন নাই; সুতরাং সুশীলার সহিত স্বামীর মিলন না হইলে, যে কি বিষম অনর্থ ঘটিবে তাহা তিনি জানেন না। বরং তিনি মনে করেন, যদি সুশীলার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পত্নীর অনুগত হইয়া থাকিতে পারে, তবে থাকুক, তাহা যদি সে না পারে, তবে তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকাই মঙ্গল।

পিসি মা বলিলেন,—"বিশেষ শাসন করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না। হরিশ্ আজ ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। আজ এখানে থাকুক। যদি তোর সহিত ভাল ব্যবহার করে, যদি তোর মন যোগাইয়া চলিতে পারে, তবেই আশা যাওয়া করিতে পাইবে, এখানে থাকিলেও থাকিতে পারিবে। তাহা যদি না করে, তাহা হইলে একেবারে তাড়াইয়া দিব।"

সুশীলা স্বর বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"আর সে কথার কিছু করিবে না পিসি মা? ও যে একটা ব্যভিচারিণীকে ভালবাসে! সেই জন্য আমার মুখ দেখিতে চাহে না। এ অপরাধের তুমি কিছু সাজা দিবে না?"

পিসি মা বলিলেন,—"তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিব। তুই যাহা বলিয়াছিস্ তাহাই ঠিক। যাহার প্রেমে মজিয়া তোর মত রাজ-কন্যাকে চাহে না বলিয়াছে, সেই ভ্রষ্টার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। আর সে জন্য ঐ হতভাগা যাহাতে কাঁদিতে কাঁদিতে তোর পায়ে ধরে, তাহার উপায় করিতে

হইবে। আর যে জন্য আমার প্রাণ রাগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে তাহার কোন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। ঐ হতভাগাদিগের গ্রামের লোকেরা এই সোণার পরীকে কুৎসিৎ বলিয়াছে, বাছা আমার একটু মোটা বলিয়া মহিষ বলিয়াছে, আরও অনেক কথা বলিয়াছে; তাহারা 'হা ঘরে' কখন খাইতে পায় না। রাজার মেয়ে মোটাই হয়—বাড়ন্তই হয়। তাহাদের সকলের মুখে আগুণ জ্বালিয়া দিব। গ্রামের সমস্ত লোককে কাঁদাইব, তবে আমার প্রাণের জ্বালা যাইবে। ইহার জন্য যদি এই জামাইকেও বেড়া-আগুণে পোড়াইতে হয়, আমি তাহাও করিব। কি বলিব আমি পুরুষ নহি, তাহা হইলে সেই দিনই ছোট লোক বেণী বোসের বাড়ী গিয়া রসাতল ঘটাইতাম।"

ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুখে হাসি দেখা দিল। পিসি মা বলিলেন,—"আর ঘরে থাকিয়া কাজ নাই; বাহিরে আয়।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পিসি ও ভাইঝি বাহিরে আসিলেন।

শোড়ষ পরিচ্ছেদ।

জলযোগ সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই রাজা হরিশ্চন্দ্র অন্তঃপুরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই রাণী অকপটে কন্যার বিবিধ দোষের কথা জামাতার নিকট স্বীকার করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, বেণীমাধব বাবু পুত্রকে আসিতে না দিয়া যে, তেজস্বীতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একটুও অসঙ্গত হয় নাই। এক্ষণে রাজা ও তথায় আসিয়া পত্নীর সমস্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন; এবং জামাতা কোন ক্রমে আজি রাত্রিতে বাসায় যাইতে পাইবেন না বলিয়া অনুরোধ করিলেন।

রাণী বলিলেন,—"তুমি যে আমার অপেক্ষা বীরেনকে বেশী ভালবাস, তোমার এই অনুরোধে তাহা সপ্রমাণ হইবে না। তোমার অনেক আগে আমি সে বিষয়ে বাবার মত করাইয়াছি। আমার পুত্র নাই, একমাত্র কন্যা; সেই কন্যা দিয়া আমি রূপে, গুণে এই সোণার চাঁদ পুত্র পাইয়াছি। এমন ছেলের সহিত লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে যদি ভাল ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আমার মরণই মঙ্গল।"

রাণী একটু নয়নের জল মুছিলেন, রাজা বলিলেন,—"যাহাতে মেয়ে ভাল ব্যবহার করে, যেমন করিয়া পার

তাহার উপায় কর। আমি সকল কথাই শুনিয়াছি। নিহাই মহাশয়ের কোন দোষ নাই, বীরেন বাবাজি বড় ঠাণ্ডা ছেলে, তাই সুশীলার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছেন। আমি যদি আর শুনি, যে সুশীলা বিনীত ব্যবহার করে নাই, তাহা হইলে আর কখন তাহার মুখও দর্শন করিব না। সত্যই বলিতেছি রাণী, আমি কন্যা ছাড়িতে পারিব, কিন্তু এমন হীরার টুকরা জামাইকে ছাড়িতে পারিব না।"

রাণী বলিলেন,—"আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বীরেনের সহিত কথা কহিতেছি; এমন প্রাণ জুড়ান ধন আর কখন দেখি নাই, কিন্তু কি করিব? সুশীলাকে তো বশ করিতে পারিব না? কোন কথা বলিতে গেলে ঠাকুরঝি তো তাহার সম্মুখে সত্য সত্যই আমাকে ঝাঁটাপেটা করিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"তবে তাহারা পিসি ভাইঝি এক হইয়া থাকুক; বীরেনকে লইয়া আমরা স্বতন্ত্র সংসার করি। আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছি। যদি কোন প্রতিকার না হয়, তাহা হইলে, বীরেনকে আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী স্থির করিব এবং অন্য কুমারীর সহিত তাহা বিবাহ দিয়া সংসারি হইব।"

রাণী কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝিলেন, আপনার সংসারে সকল বিষয়ে এখনকার মত পর হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে। সকল বিষয়ের মালিক হইলেও কোন বিষয়ে কথাটি কহিবারও উপায় না থাকা

বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। আপনার পেটের সন্তানকেও হিত শিক্ষাটি পর্য্যন্ত দিবার অধিকার না থাকা, বড়ই অসহনীয় হইয়াছে, ইহার প্রতিকার না করিলে, চিরদিনই এ ভারভূত জীবন বহিয়া থাকা যায় না। আর কন্যা যদি স্বামীরই মান্য না করিল, যদি স্বামীকে বিড়াল কুকুরের অপেক্ষাও অধম বলিয়া বুঝিল, তবে সে কুসন্তান সম্মুখে নাথাকাই মঙ্গল।

রাজা হাত ধরিয়া বীরেন্দ্রকে বাহিরে আনিলেন। বহির্ব্বাটীতে উভয়ে এক সুসজ্জিত কক্ষে একাসনে উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা অনেক কথা কহিলেন। রাজা বুঝিলেন, বীরেন্দ্র নাথ কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, এবং জ্ঞান বান্। আর বীরেন্দ্র নাথ বুঝিলেন, এই রাজা ও রাণী বাস্তবিক দেব-প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য। ইঁহাদের কথা মধুমাখা, ব্যবহার একান্ত অহঙ্কার শূন্য, এবং রীতি নীতি অতি চমৎকার। এরূপ পিতামাতার সন্তান কেন এমন মন্দ হইল, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। রাজাও রাণার চরণ সেবা করিতেও বীরেন্দ্রের কোন আপত্তি নাই।

বীরেন্দ্র দেখিলেন, সেই কক্ষে অনেক পুস্তক এবং টেবিলের উপর অনেক সাময়িক পত্র রহিয়াছে। কথা বার্ত্তা সাঙ্গ হইলে, বীরেন্দ্র আগ্রহের সহিত একখানি পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট হইলেন; জামাতাকে অধ্যয়নে নিরত দেখিয়া শ্বশুর সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। যে পুস্তক বীরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন, তাহার কিয়দংশ পড়িয়াই তিনি বুঝিলেন,

তাঁহা এক হতাশ প্রেমিকের কাহিনী ; যে চিন্তা এক বারও তাঁহার হৃদয়কে ত্যাগ করে না মুখে ব্যক্ত করিতে না পারিলেও যে ভাবনা তাঁহার অবিশ্রান্ত প্রিয়সঙ্গী ; পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই ভাবনা বড়ই পরিস্ফুট হইল—কোথায় সরোজিনী ! বাল্যের সেই সখ্য, কৈশোরের সেই মধুরাত্মীয়তা এবং যৌবনের সেই আবেগময় ঘনিষ্ঠতার সহচরি সরোজিনী এখন কোথায় ? তাঁহাকে পত্র লিখিতে অধিকার নাই ? তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অধিকার নাই, বুঝি বা তাঁহার কথা মনে ভাবিবার ও অধিকার নাই। কি পাপে বিধাতা অভাগাকে সেই আনন্দময়ীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিলেন ?

বীরেন্দ্র আবার ভাবিতেছেন, যে গ্রামে সরোজিনী থাকেন, আমি এখন সেই গ্রামও ছাড়িয়াছি। অভাগিনী আপনাদিগের সেই দুঃখময় দারিদ্রময় পর্ণকুটীরে বসিয়া কেবল আমার কথাই ভাবিতেছেন। পবিত্র সত্য বন্ধন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্যের সম্মান পূর্ণ করিতে করিতে সেই দেবি, সততার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। আর আমি—সত্যের অবমাননাকারী—প্রণয়ের মূলে গরল ঢালিয়া আর এক পিশাচিকে বিবাহ করিয়াছি ; আর আজি এই মনোহর সজ্জিত কক্ষে বসিয়া পাখার বাতাস খাইতে খাইতে শ্বশুরের অনুরোধ পালন করিতেছি ; আবার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতেছি। দেবতার সহিত মনুষ্যের.

আর মনুষ্যের সহিত পশুর যে প্রভেদ, সরোজিনীর সহিত আমার প্রভেদ বোধ হয় তদপেক্ষাও ভয়ানক। পিতঃ! তুমি দেবতা হইয়াও সে দেবীর মহিমা বুঝিতে পারিলে না, ইহা আমারই দুরদৃষ্ট; তুমি অতি তুচ্ছ ধন সম্পত্তির লোভে, সর্ব্ব সৌভাগ্যস্বরূপা দেবীকে উপেক্ষা করিয়াছ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তুমি বুঝিয়াছ যে তোমার ভ্রমের ইয়ত্তা নাই! ন্যায়ময় নারায়ণ তোমার হৃদয়ে বড়ই কঠোর অনুতাপের উদ্ভব করাইয়াছেন। আমার যাহা হয় হউক। কিন্তু হে পিতৃদেব! তুমি যে স্বকৃত কার্য্যের নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, এ ক্লেশ অসহ্য। দয়াময় ভগবন্! আমার পিতাকে সুস্থ কর, তাঁহাকে শান্তি দেও।

বীরেন্দ্র নাথের মনে হইল, আর কি কখন সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? যাঁহাকে মনের নয়নে নিরন্তর দেখিতেছি, এ মর নয়ন আর কি কখন তাঁহাকে দেখিবে না? গ্রামে থাকিলে, নিত্যই সরোজিনীর সংবাদ পাওয়া যাইত, এ দূর দেশে সে আশা নাই।”

বীরেন্দ্র নাথ আবার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র চিন্তিত ভাবে জামাতৃ সান্নিধ্য হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাণীকে সঙ্গে লইয়া সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; সুশীলা তখন আপনার বিশাল শরীর শয্যার উপর ঢালিয়াছেন। পিসিমা কাছে নাই। একজন দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পাখার

হাওয়া করিতেছে। রাজা ও রাণীকে দেখিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিলেন,—"বুঝিতেছি, তোমরা দুই জনে এক হইয়া আমাকে বকিতে আসিয়াছ। পিসিমা এখন এখানে নাই, তোমরা যাহা বলিবে, তাহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। পিসিমা আসিলে, তাহার উত্তর পাইবে।"

রাজা বলিলেন,—"কোন উত্তর আমি চাহি না। শুন সুশীলা! আজ বীরেন্দ্র আসিয়াছেন, আজ যদি তুমি তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কহ, তাঁহাকে অপমান কর, যদি তাহার পিতার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা বল, তাহা হইলে আমি আর তোমার মুখ দেখিব না।"

সুশীলা বলিলেন,—"সে যদি আমার সহিত ভাল করিয়া কথা না কহে? আমি রাজার মেয়ে মনে রাখিয়া সে যদি আমাকে মান্য না করে, তাহা হইলে আমি কখনই তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিব না।"

রাজা ঘোর বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"পাপিষ্ঠা! দেখিতেছি তোর দুর্ম্মতির সীমা নাই। বীরেন্দ্র স্বর্গের দেবতা, তাঁহার মুখে মন্দ কথা ভ্রমেও আসিতে পারে না। তুই রাজার মেয়ে হইলেও, তাঁহার পায়ের নখের যোগ্যা নহিস্; তুই দাসী—তিনি প্রভু। তাঁহার সহিত দাসীর মত ব্যবহার না করিলে, আমি সকল লোকের সমক্ষে তোর মুখে লাথি মারিব।"

হরিশ্চন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে

সঙ্গে সুশীলা অতি উচ্চস্বরে ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। সে বিকট শব্দ ভয়ানক প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে রাজ-ভবন কাঁপাইয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ অতি ব্যাকুল ভাবে হাঁফাইতে হাঁফাইতে দৌড়িতে দৌড়িতে পিসিমা সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন,—"কি হইয়াছে? এই দুধের মেয়েকে রাণী অভাগী বুঝি বকিয়াছে? যে কাঁদাইয়াছে তাঁহাকে আমি এখনই সাজা না দিয়া ছাড়িব না।"

তখন সুশীলা রোদন মিশ্রিত অত্যুৎকট শব্দে বলিলেন,—"বাবা বকিয়াছে, 'মুখ দেখিব না' বলিয়াছে। সেই ছোট লোকের দাসী হইতে হুকুম দিয়াছে। লাথি মারিবে বলিয়াছে।"

রাণী অবাক! তিনি নীরবে অধোমুখে দূরে দাঁড়াইয়া কন্যার এ অদ্ভুত লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। পিতার সহিত সমান উত্তর, পিতার সমক্ষে স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কথা, পিতার প্রতি অগ্রাহ্য ভাব, অনায়াসে আপনার স্বাধীনতা প্রকাশ, তাহার পর পিতার শাসন বাক্য শুনিয়া এই আর্ত্তনাদ, তাহার পর আবার প্রকৃত কথা ব্যক্ত না করিয়া পিতার প্রতি এই দোষারোপ! রাণী আপনাকে আপনি মনে মনে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কুক্ষণে তাঁহার গর্ব্ভে এই কুসন্তানের জন্ম হইয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে, এমন কন্যার মৃত্যু হইলেও আক্ষেপ নাই। আর ভাবিতে

ছেন, রাজা সর্বাই বলিয়াছেন, যদি হতভাগিনী বাধ্য হইয়া না চলে, তবে ইহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করাই উচিত।

কন্যাপিতা পিসিমা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কি! হরিশ্ এত কথা বলিয়া গিয়াছে? তোর সোণার অঙ্গে সে মারিব বলিয়া গিয়াছে?"

সুশীলা বিকট ভাবে বলিলেন,—"হ্যাঁ পিসি।"

তখন সস্নেহে কন্যার মুখ মুছাইতে মুছাইতে পিসিমা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তাহার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। এই রাণী পোড়ার মুখী তাহার মাথা খাইতে বসিয়াছে। এ ছোট ঘরের মেয়ে রাজাই মেজাজ কিছুই জানে না, অথচ ইহার কথায় হতভাগা হরিশ্ মরে আর বাঁচে? এই রাণাকে তাড়াইতে না পারিলে হরিশের মঙ্গল হইবে না।"

রাণী বলিলেন,—"ঠাকুর ঝি! মঙ্গল তো হইবেই না। যখন মেয়ে স্বামীকে মানিতে চাহে না, গুরুজনকে গ্রাহ্য করে না, কিছুতেই ভয় পায় না, তখন মঙ্গল দূরে থাকুক, সকল সর্ব্বনাশইতো ঘটিবে; আমাকে তাড়াইলে যদি তোমাদের ভাল হয়, তাহা হইলে, আমি আজিই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ঠাকুর ঝি! আমি ঠিক দেখিতেছি, তোমাদের সর্ব্বনাশ শিয়রে।"

তখন ঠাকুরঝি বিষম ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"কি! আমাদের সর্ব্বনাশ শিয়রে! আর তুই তাহা দাঁড়াইয়া, দেখিবি? আগে তোর কি সর্ব্বনাশ করি, তাহা তুই দেখ্; তাহার পর আমাদের সর্ব্বনাশের ভাবনা ভাবিস্।",

রাণী বলিলেন,—"ছি! ঠাকুরঝি! আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না। যে কন্যা গুরুজনের মুখে এইরূপ কথা শুনিতেছে, সে যে অধঃপাতে যাইবে তাহার আর ভুল নাই। তুমি আমাকে যত ইচ্ছা গালি দেও তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু ঠাকুরঝি! তোমার কুশিক্ষায় রাজবংশের অনিষ্টের সীমা থাকিবে না।"

রাণী বেগে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর নৃসিংহরাম বাবুর সেই সৌধ মধ্যে, সেই কক্ষে তিনি একাকী বসিয়া ভাবিতেছেন, লোভ সংবরণ করাই মহত্ত্ব। সরোজিনী দুর্দ্দমনীয় লোভের বস্তু সত্য। আমি তাঁহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছি কেন? তাঁহার রূপই আমাকে মত্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার সহিত কখন আলাপ ছিল না, তাঁহার দোষ-গুণের কথা কখন জানি না; তথাপি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, কেবল তাঁহার রূপ দেখিয়াই উন্মত্ত হইয়াছি। ইহাই পাশব আকর্ষণ। এ আকর্ষণ হৃদয়কে নিতান্ত অধীন করে সত্য, কিন্তু ইহার কোন মূল্য নাই। সরোজিনী সত্যই বলিয়াছেন, তাঁহার রূপে কোন নূতনত্ব নাই; রূপের প্রতি আসক্তি কেবল অভ্যাসেই জন্মে। বড়ই বুদ্ধিমতী, বড়ই সরলা, বড়ই প্রেমিকা।

আবার মনে হইল, প্রেমের স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া, দৈহিক মিলনের আশা ত্যাগ করিয়া, প্রেমাস্পদকে প্রাণে বসাইয়া সরোজিনী বড়ই সুখে আছেন। এরূপ পবিত্রতার, এরূপ ভোগাসক্তি বিহীন প্রেমের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। এ

পবিত্রতা ভঙ্গ করিয়া লাভ কি হইবে? নষ্ট করা বড়ই সহজ। আয়ত্তে পাইয়াছি, পিতা পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত। লোকতঃ কোনই পাপ নাই; তবে কেন প্রাণ যাহা চায় তাহা করি না?

না। একবার ভাঙ্গিলে আর গড়িতে পারিব না। যাহা ভাঙ্গিব তাহার তুলনা বোধ হয় দেবলোকেও নাই। এই অলৌকিক প্রেমের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিলে মহত্ত্ব হইবে, ইহা দলিত করিলে, পশুত্বরই পরিচয় দেওয়া হইবে। কাজ নাই—সংবরণ করাই ধর্ম্ম।

যাহা পূজার জিনিষ, তাহাকে ভোগের সামগ্রী মনে করাও পাপ। ভোগের কত পদার্থই আছে, কতই ভোগ করিয়াছি, কত কথাই শুনিয়াছি, কতই দেখিয়াছি; কিন্তু এমন তো কখন দেখি নাই? যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যাহার মূল্য নষ্ট হইয়াছে, যাহা মর্য্যাদা হারাইয়াছে, তাহাই ইচ্ছা মত খেলার সামগ্রী হইতে পারে। আদর কর, তুলিয়া রাখ, সখ মিটিলে ফেলিয়া দেও; ক্ষতি বৃদ্ধির কিছুই নাই। পবিত্র অমূল্য পদার্থকে সে চক্ষুতে দেখিলে পাপ হয়। পাইব কি? তাঁহার দেহ অনায়াসেই পাইতে পারি। কিন্তু হৃদয় কখনই পাইব না। তবে কেন?

তাহাই ঠিক। আমি সর্ব্বনাশের হেতু হইব না। পারি যদি প্রাণ-পণে সকল দিক রক্ষা করিবার সহায় হইব। ধর্ম্ম হারাইয়াছি, কিন্তু ধার্ম্মিকের সাহায্য করিতে ক্ষান্ত হইব না।

সরোজিনি ! তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। তোমার পদ-ধূলি যেখানে পড়িয়াছে, যেখানে পবিত্র তীর্থ হইয়াছে দেবি ! আমি তোমার সহায় হইব, তোমার রক্ষাকর্ত্তা পরিচয়ে গৌরব ভোগ করিব।

নৃসিংহরাম এইরূপে প্রাণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন। সরোজিনীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে এক মুহূর্ত্তও তিনি চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই। চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছে, প্রাণ প্রকৃষ্ট পথ দেখিতেছে।

চন্দ্রকান্ত এইরূপ সময়ে নিঃশব্দে নৃসিংহরামের নিকটস্থ হইলেন। নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন বড়ই ভাল হইয়াছে, আমি এখনই আপনার কথা ভাবিতেছি আপনাকে বলিবার অনেক কথা আছে। আপনি বসিয়া ধীরভাবে আমার কথা শুনুন।"

চন্দ্রকান্ত একটু উদ্বিগ্ন ভাবে সে স্থানে বসিয়া পড়িলেন মনে মনে ভাবিলেন, আবার কথা কি ? বিবাহের জন্য নৃসিংহ আগ্রহান্বিত আছেন, চন্দ্রকান্তও সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে কন্যা লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছেন। তবে আবার কথা কি ?

নৃসিংহ বলিলেন,—"আপনি বোধ হয় আমাকে এখন বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আসিয়াছেন ?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"হাঁ। কিন্তু কথাই বা কি আছে ? আজিকার দিন তো কাটিয়া গেল, কালি যাহাতে শুভ কর্ম্ম শেষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"বিবাহ বোধ হয় ঘটিবে না। এ কি! আপনি বিচলিত হইতেছেন কেন? আমার সকল কথা আপনি শুনুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, বিবাহ না হওয়াই উচিত।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি বুঝিতেছি, প্রাতে আমার কন্যার সহিত কথা কহিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। সে হয়তো বারংবার 'বিবাহ করিব না' বলিয়া আপনাকে অপমানিত করিয়াছে, আপনার এত আগ্রহ ছিল, এখন আপনি যে সহসা বিবাহ অনুচিত বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহার অন্য কোন কারণ থাকা অসম্ভব। আপনি বিবাহ না করিলে, কন্যার আর বিবাহ হইবে না। তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিতে হইবে। আমার জাতি যাইবে। তাহার কথা শুনিবার কোনই প্রয়োজন নাই, আপনিও তাহার অনিচ্ছাতেও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তবে কেন এখন অন্যরূপ বুঝিতেছেন?"

নৃসিংহ বলিলেন,—"আপনার ভুল হইয়াছে। সরোজিনীর সহিত কথা কহিয়া বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি পরম প্রীত হইয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। বেণীমাধব বাবুর পুত্র বীরেন্দ্র নাথই তাঁহার ধর্ম্ম সঙ্গত পতি। সে পতির সহিত তাঁহার মিলনের বোধহয় আর কোন সম্ভাবনা নাই। না থাকিলেও সরোজিনী সুখী আছেন।

তাঁহার এ সুখের অবস্থা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলেও পাপ হয়। অপনি আমার কথা শুনুন। কন্যার বিবাহের চেষ্টা আপনার আর করিতে হইবে না। আপনার সরোজিনীর ধর্ম্মনাশ করিতে বোধ হয় কাহার সাধ্যে নাই। কলঙ্কের ছায়াও কখন তাঁহার গায়ে লাগিবে না। জাতি যাওয়ার বৃথা আশঙ্কা অপনি একবার ও মনে করিবেন না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আপনার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। এই ভাবের একটু একটু কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তখনও বুঝিনাই। আপনি এ প্রদেশের একজন প্রধান ব্যক্তি। আপনাকে জামতা রূপে লাভ করিয়া আমি পরম গৌরবের আশা করিয়াছিলাম। সে আশায় ছাই পড়িল। আপনি আবার ভাবিয়া দেখুন।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"অনেক ভাবিলেও ন্যায় অন্যায় হয় না এবং পুণ্য পাপ হয় না। কন্যার সম্পর্কেই জামাতার আদর। বোধহয় পুত্রের অপেক্ষা আর আদরের বস্তু কিছুই নাই। চন্দ্রকান্ত বাবু! আপনি অপুত্রক; আমি আপনার চরণে হাত দিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আজি হইতে আপনি আমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। আমি পিতৃহীন; আপনার ন্যায় পিতার আশ্রয়ে আমি সুখী হইব।"

সত্য সত্যই নৃসিংহরাম বিস্ময়াবিষ্ট চন্দ্রকান্তের চরণ ধারণ করিলেন, বলিলেন,—"সরোজিনীর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব। কিন্তু সেই দেবীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার

অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রূপে পরিগণিত না হইয়া থাকাও অসম্ভব; আজি হইতে আমি আপনার পুত্র, সরোজিনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সরোজিনীর বিপদে সম্পদে সহচর, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার মানাপমানের সঙ্গী, তাঁহার সুখ-দুঃখের অংশী। আপনি দরিদ্র; কিন্তু আপনার চরণাশীর্ব্বাদে আপনার পুত্র সঙ্গতিশালী। আজি হইতে এই সম্পত্তি সরোজিনী ইচ্ছা মত ব্যবহার করিতে পারিবেন; তাঁহার বাসনা পূরণ করিবার জন্য সম্পত্তিসহ নিত্য শুভানুধ্যায়ী অগ্রজ নৃসিংহ রাম সতত প্রস্তুত থাকিবে।"

চন্দ্রকান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলেন, বলিলেন,—"এ কি সৌভাগ্য! বাবা! ভাগ্যহীন চন্দ্রকান্তের এ কি শুভাদৃষ্ট! তোমার ন্যায় ধনবান, বিদ্বান, গুণবান ব্যক্তি আমার পুত্র। আমার ন্যায় সুখী পৃথিবীতে আর কে আছে? সরোজিনীর জন্য তোমাকে জামাতা রূপে পাইতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কল্যাণে তোমাকে পুত্ররূপে পাইলাম। তুমি সুখে থাক। আর কি বলিব?"

নৃসিংহ বলিলেন,—"বলিবার কিছুই আবশ্যক নাই। ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া উচিত কি না, তাহার বিচার করিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পূর্ণ অধিকারী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; যে বিষয়ের যাহা করা উচিত, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি সুস্পষ্ট নিশ্চন্ত হইলাম। কোন বিষয়েই আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"আপনি সকল কথা জানেন কিনা বলিতে পারিনা। বীরেন্দ্র নাথ সম্প্রতি কৃষ্ণ নগরেই আছেন। ইহা আপনি শুনিয়াছেন কি বাবা!"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"আমি শ্যামপুরে শুনিয়াছিলাম, কি একটা সভা উপলক্ষে বীরেন্দ্র নাথকে কৃষ্ণনগরে আসিতে হইবে। তিনি আসিয়াছেন কিনা? আসিলেও আজিও এখানে আছেন কি না, তাহার কোন সংবাদই আমি জানি না।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"তিনি আজিও এখানে আছেন। আমি তাঁহাকে দুই একদিনের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিব স্থির করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার কি আজ্ঞা?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তুমি যাহা করিবে, তাহার উপর আমার কথা নাই। তবে আমরা এখানে আছি, এ কথাটা তিনি না জানিতে পারিলেই ভাল হয়। আমাদিগের কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না ঘটাই প্রার্থনীয়।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"তবে আপনি এখন যান বাবা! আমার ভগ্নীর কাছে গিয়া বলুন, যে যাহাকে তিনি ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, সে সত্য সত্যই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আর সত্য সত্যই সে তাঁহার সকল বিপদের রক্ষা কর্ত্তা।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"তুমিও কেন আইস না বাবা?"

নৃসিংহ বলিলেন,—"এখন থাকুক।"

চন্দ্রকান্ত প্রস্থান করিলেন। সরোজিনী তখন অকুল পাথার চিন্তা করিতেছিলেন; আর তাঁহার ঠাকুর মা নিকটেই মাটীর উপর শুইয়াছিলেন। সরোজিনী ভাবিতেছেন, বাবা বুঝিয়াছেন, ঠাকুর মা বুঝিয়াছেন, জোর করিয়াও আমার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। আমার হিতের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া এইরূপ উদ্যোগ করিয়াছেন। যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে বিবাহ দেওয়ার ব্যাঘাত আর কিছুই নাই। নৃসিংহ বাবুকে আমি মনের কথা জানাইয়াছি। কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—তিনি অতি উদার প্রকৃতির মনুষ্য। আমার মনের ভাব বুঝিয়া তিনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন না? যদি তাঁহার মন না ফিরে, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যা করিতে হইবে। বৃদ্ধা ঠাকুর মার বুকে শেল হানিয়া, স্নেহময় পিতার অন্তরে আগুণ জ্বালিয়া আমাকে মরিতে হইবে! কিন্তু কি উপায়? আমি কখনই জীবন থাকিতে পরের নিকট আত্ম বিক্রয় করিব না। কুলটার ন্যায় একজনকে ছাড়িয়া আর একজনকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিব না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সরোজিনীর মনে হইল, জীবন থাকিতে বুঝি আর একবার বীরেন্দ্রনাথকে দেখিবার সাধ মিটিল না! সেই বীরেন্দ্র—আমার একদিন সামান্য অসুখ হইলেও যাঁহার ব্যাকুলতার সীমা থাকিত না—সেই

বীরেন্দ্র ! আমাকে সামান্য মাত্র বিমর্ষ দেখিলে যিনি সংসার অন্ধকার দেখিতেন—সেই বীরেন্দ্র ! আমি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেও পাছে আমি ডুবিয়া যাই এই ভয়ে যিনি অস্থির হইতেন—সেই বীরেন্দ্র ! আমি একদিন রাগে কথা কহি নাই বলিয়া যিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন—সেই বীরেন্দ্র ! আমার হৃদয়ের আরাধ্য সেই বীরেন্দ্র কোথায় ! আর আমি কোথায় ? যেথানেই কেন থাকুন না শত সমুদ্র, শত পর্ব্বত কেন ব্যবধান হউক না, তথাপি তাঁহাকে আমার প্রাণ হইতে কেহই দূর করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রাণে নিয়ত তিনি বিরাজমান থাকিলেও, তাঁহাকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি না কেন ? এখনও কেন তাঁহার সেই মধুর কথা শুনিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয় ? তিনি রাজ-নন্দিনীর স্বামী হইয়াছেন—সুখে থাকুন। রাজ-কুমারী যেন সেই দেব-সেবায় সক্ষম হন, আমি তাঁহাকে আপনার করিতে চাহিতে না—কেবল এখনও চাহি—দূর হইতে তাঁহার মোহনরূপ দেখিতে, এখনও চাহি অন্তরাল হইতে তাঁহার সেই মধুমাখা কথা শুনিতে। সেই সাধ কি মিটিবে না ? মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথ আর একবারও কি তোমাকে দেখিতে পাইব না ?

সরোজিনী যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্না সেই সময় রুদ্ধ দ্বারের অপর দিক হইতে চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন,—"মা সরোজ ?"

সরোজিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বুঝি বা পিতা এখনই বিবাহের কথা বলিতে আসিয়াছেন। তিনি কম্পিত হৃদয়ে ত্রস্তভাবে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রখরা রাজ-ভগ্নী বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। কন্যা, পিতা মাতার মতে চলে না, সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রকাশ করে, এজন্য রাজা ও রাণী সুশীলার সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়াছেন,—তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছেন, এ সকলই রাজ-ভগ্নী অসহ্য দুর্ব্ব্যবহার বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং রাজাও রাণীকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি সুশীলাকে লইয়া যাহা তাঁহার অভিপ্রায় তাহাই করিবেন স্থির করিয়াছেন। একমাত্র কন্যার মৃত্যু কামনা যে পিতা মাতা করে, সে পিতা মাতা শত্রু। তাহাদের কোন ইচ্ছা পূরণ করিবার আর আবশ্যক নাই। বরং এখন হইতে, যাহা তাহারা বলিবে, চেষ্টা করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেই হইবে।

পিসিমা শতবার "বালাই ষাইট" বলিয়া সুশীলার মুখ মুছাইয়াছেন, সুশীলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ছেলে মানুষ মেয়ে কোনই অপরাধ করে নাই। একটা ছোট লোকের ছেলে ধরিয়া বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বাছা প্রথম দিনেই তাহার পা ধোওয়াইয়া চরণামৃত খায় নাই, এই তো অপরাধ! আর সেই দেশ শুদ্ধ লোক যে মেয়ের নিন্দার ঢাক বাজাইল, সোণার পুতুলকে কুরূপা

বলিয়া তোলপাড় করিল, মহিষ পর্য্যন্ত বলিল, তাহাতে কোন দোষ হইল না। আর সেই বাঁদর জামাই, একটা ইতর মেয়ে মানুষকে চিরদিন ভালবাসে; সেই কুলটার প্রেমের কথা বলিয়া সে হতভাগা বিবাহের পূর্ব্বেই রাজ কন্যাকে অগ্রাহ্য করিল, তাহাতে কোন দোষ হইল না; সেই হনুমান প্রথম দিনেই সুশীলার সহিত ধমকাইয়া কথা কহিল, তাহাকে দাসী বলিল, কথা কহিবার অযোগ্য বলিল, দায় গ্রস্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছি বলিল, তাহাতে কোন দোষ হইল না; যত দোষ এই দুধের মেয়ের!

রাজ ভগ্নী ঘটনা সমূহ এই ভাবে গ্রহণ করিয়া, রাজা রাণীও বীরেন্দ্রের উপর হাড়ে চটিয়াছেন। সুশীলা বড় বুদ্ধিমতী; সে যাহা স্থির করিয়াছে, তাহাই যে করিতে হইবে, তাহার আর ভুল নাই। সেই ছোটলোকের মেয়েটাকে একেবারে রসাতলে পাঠাইতে হইবে। তাহার দুঃখে বীরেন্দ্রকে সুশীলার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে হইতে, আর রাজা রাণীর কোন কথা শুনা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া পিসিমা ভাইঝির সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন, এবং অদ্য রাত্রিকালে বীরেন্দ্রের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার উপদেশ প্রদান করিলেন।

যথাকালে রাজা ও বীরেন্দ্র একস্থানে বসিয়া আহারাদি করিলেন। রাণী জননীর ন্যায় যত্নে বীরেন্দ্র নাথকে আহার করাইলেন। রাজাও অনেক আন্তরিক স্নেহের পরিচয়

দিলেন। আহার সমাপ্তির পর বীরেন্দ্র নাথ পুনরায় বাহিরে আসিলেন। রাজা ও রাণী অতঃপর কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

রাণী বলিলেন,—"যখন জামাইকে বাটী আনিয়াছ, তখন মেয়ের সহিত দেখা করিতে দেওয়াই উচিত। তাহা না হইলে জামাইয়ের অপমান করা হয়।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা আমি বুঝিতেছি; কিন্তু বড়ই ভয় হইতেছে। সুশীলা যদি কোন ভয়ানক অত্যাচার করে তাহা হইলে কি হইবে?"

রাণী বলিলেন,—আমি ঠাকুরঝির অসাক্ষাতে সুশীলাকে অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সে কথায় যে কোন বিশেষ ফল হইবে, এরূপ বোধ করি না।"

রাজা বলিলেন,—"আমিও তোমার সাক্ষাতে অনেক শাসন বাক্য বলিয়াছি। কিন্তু দিদি হয় তো তাহার অর্থ অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া আরও কুশিক্ষা দিয়াছেন। যাহাই হউক, দুইজন ঝি পাঠাইয়া জামাইকে বাটীর মধ্যে আন। সুশীলার ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেও। সত্যই বলিতেছি রাণী, যদি সুশীলা আজি সদ্ব্যবহার না করে, তাহা হইলে আমি আর তাহার মুখ দেখিব না, তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিব না, দিদির সহিত আর সুশীলার সহিত কোন সম্পর্ক ও রাখিব না।"

রাজা শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রাণী বৈঠকখানা

হুতে জামাইকে সমাদরে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দুইজন দাসী পাঠাইলেন। বীরেন্দ্রনাথ কম্পিত হৃদয়ে দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যদি তাঁহার বাহিরে শয়ন করিলে অসভ্যতা প্রকাশ না হইত, যদি সে জন্য রাজ-সংসারে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, যদি আপত্তি করিলে তাঁহাকে অশিষ্ট ও অবাধ্য বোধে রাজা-রাণীর বিরক্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে, বীরেন্দ্রনাথ কখনই বাটীর মধ্যে আসিয়া সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইতেন না। নিজ বাটীতে হইলে, তিনি জননীর চরণে ধরিয়া এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিতেন; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন আচরণ করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

সুশীলার শয়ন-কক্ষ-দ্বারে রাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন; বীরেন্দ্রকে দর্শন মাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"আইস বাবা! রাত্রি অনেক হইয়াছে, শুইতে যাও। সুশীলা বড়ই আদুরে মেয়ে; যদি না বুঝিয়া তোমাকে কোন মন্দ কথা বলে, দাসী জ্ঞানে তুমি তাহা ক্ষমা করিও বাবা।"

বীরেন্দ্র অবনত মস্তকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, রাণী সে স্থান হইতে সরিয়া আসিলেন। দাসীরা দরজা টানিয়া দিল।

বীরেন্দ্র দেখিলেন, সেই প্রশস্ত কক্ষে, প্রশস্ত শয্যার উপর বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বিশালকায়া সুশীলা সুন্দরী

শায়িতা! সেই সুশীলা! যে প্রথম দিনেই শ্বশুরালয়ে বসিয়া বীরেন্দ্রনাথকে অনেক অপমানের কথা শুনাইয়াছে— সম্মুখে সেই সুশীলা! যাহার প্রকৃতি, যাহার বাক্য ও ব্যবহার সকলেরই অতি ভয়ানক বলিয়া মনে হইয়াছে—সম্মুখে সেই সুশীলা! যাহার সহিত পিতা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য অতি গৌরবজনক কুটুম্বিতার বন্ধন বাবাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে—সম্মুখে সেই সুশীলা!

বীরেন্দ্রনাথের আবার মনে হইল, পিতাকে না জানাইয়া, পিতার আদেশ না লইয়া, রাজ-বাটীতে আসায় আমার পাপ হইয়াছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এখানে আসি নাই, ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজার সহিত দেখাও করি নাই, রাজা হাত ধরিয়া ডাকিয়াছেন, অনেক অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, সমস্ত দায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন; কাজেই আমাকে আসিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় না আসিলে, রাজার অপমান করা হইত এবং হয় তো সেজন্য ভবিষ্যতে পিতাও আমার উপর বিরক্ত হইতেন।

তাহার পর বীরেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, পিতঃ! জানি না আমার এ কার্য্য তুমি কি ভাবে গ্রহণ করিবে? আমি তোমার অনুগত সেবক; ভাল মন্দ না বুঝিয়াই এই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমার ভগবান্, হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া অধম সন্তানকে তুমি ক্ষমা করিও।

বীরেন্দ্র সেই স্থানে স্পন্দহীন ভাবে দাঁড়াইয়া এই সকল

চিন্তা করিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে হইল, সুশীলা বুঝি নিদ্রিতা; নারায়ণ করুন যেন তাহাই হয়। তাহার পর সাবধানে কোনরূপ শব্দ না করিয়া বীরেন্দ্র নাথ শেই শয্যা স্পর্শ করিলেন। শয্যা কম্পিত হইল না, কোনরূপ শব্দও হইল না, তথাপি সুশীলা চমকিয়া বলিলেন,—"কে? কে?"

বীরেন্দ্রনাথ সভয়ে একটু পিছাইয়া আসিলেন, বলিলেন,—"আমি। তুমি ভাল আছ তো?"

সুশীলা বলিলেন,—"তুমি! তোমরা না আমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলে? তবে আবার কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায় এখানে আসিলে?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এখানে ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, পিতার অনুমতি লইয়াও আসা হয় নাই, রাজা মহাশয় আমাকে আদর করিয়া আনিয়াছেন।"

সুশীলা বলিলেন,—"পোড়া কপাল আর কি! আদর করিতে হইবে কেন? রাজ-বাটীতে আসিয়াছ, রাজার সহিত গাড়ীতে চড়িয়াছ, রাজার সহিত একত্র বসিয়া রাজভোগ খাইয়াছ, ইহাই তো তোমার মত লোকের পরম সৌভাগ্য, এ লোভে কেহ না ডাকিলেও, আজি না হয় দশদিন পরে তুমি আপনিই আসিতে।"

বাক্য সমূহ তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় বীরেন্দ্রের প্রাণে বিদ্ধ হইল; তিনি অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না, আপনি আসিতাম কিনা বলিতে পারি না। বাস্তবিকই

রাজা-রাণী দেবতার মত মানুষ, তাঁহাদিগের সহিত কথা কহা, তাঁহাদিগের কাছে থাকা সৌভাগ্যের কথা বটে; কিন্তু সেই সৌভাগ্য ভোগ করিব বলিয়া আমি এখানে আসি নাই। তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ না করিলে, আমি বৈকালেই চলিয়া যাইতাম। আমার অদৃষ্টে দুর্ব্বাক্য ভোগ আছে, কাজেই তাঁহাদিগের আদেশ ঠেলিতে পারি নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাও। আমি তোমাকে কোনরূপ বিরক্ত করিব না। আমি দরিদ্র ব্যক্তি, কষ্ট সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে, আমি অনায়াসে এই মাটিতে শুইয়াই রাত্রি কাটাইতে পারিব।"

সুশীলা বলিলেন;—"দেখিতেছি, তোমার মানের গাছ বড়ই গজাইয়া উঠিতেছে। বুঝিতেছি, আমার সহিত কথা কহিলে তোমার শরীর জ্বলিয়া উঠে, আমার শয্যায় শয়ন করিতে তোমার অপমান হয়, তাহাতে কাজ নাই। তুমি ইতর কুলটার সহিত ইয়ারকি দিয়া বেড়াও, রাজ-কন্যার কাছে আসিবার যোগ্য নহ। তোমার সে প্রাণেশ্বরী এখনও ঘরে আছে, না ঘর ছাড়িয়াছে?"

প্রত্যেক কথা ঘোরতর অপমান জনক ও বিরক্তিকর। বীরেন্দ্র বুঝিলেন, এ রাক্ষসীর কোন কথায় উত্তর দিলে নিশ্চয়ই ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে। রাজার বাটীতে হয় তো সকল অপরাধ আমারই ঘাড়ে পড়িবে। অতএব হৃদয়কে স্থির করিয়া নীরবে যথা সাধ্য সহ্য করাই সৎ পরামর্শ।

বীরেন্দ্র নাথকে নীরব দেখিয়া সুশীলা আবার বলিলেন,—"তোমার মুখের কথা বন্ধ হইল দেখিতেছি; প্রাণেশ্বরীর মুখ মনে পড়ায় বাক্‌রোধ হইল কি? সে তোমার মুখে পদাঘাত করিয়া আর কাহারও সহিত বুঝি সরিয়া পড়িয়াছে, এই দুঃখ মনে পড়ায় চুপ করিয়া আছ কি? তাহার মত লোক এই সহরের বাজারে তুমি অনেক পাইবে।"

বীরেন্দ্র নাথ এবার বলিলেন,—"আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আর তাহার কথা বলিবার তোমার কোন আবশ্যক নাই। অকারণ সতী কুসবালাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতে তোমার কোন অধিকার নাই।"

সুশীলা বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—"প্রাণে বড় লাগিয়াছে দেখিতেছি, আবার যে আমার উপর হুকুম চালাইতে আরম্ভ করিলে? সেবার তোমার হুকুম শুনি নাই বলিয়া মনে হইয়াছিল, যে তোমার বাবা ফাঁসী দিবেন, তাহা তো হয় নাই। তুমি যদি ভাল চাহ, তাহা হইলে আমি যখন যাহা বলিব তাহাই তোমাকে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আমার ইচ্ছা মত কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে। আমার কথার উপর কখন কথা কহিতে পাইবে না। তাহা হইলে আমি তোমাকে কাছে আসিতে বসিতে দিব। আর যদি তুমি আমার উপর হুকুম চালাও, আমার উচিত অনুচিত বুঝাইয়া দিতে আইস, আমার অধিকার দেখাইয়া দিতে সাহস কর, তাহা হইলে, তোমার বাবা আমার যাহা

করিতে পারেন নাই, আমি তোমার তাহার অপেক্ষাও দুর্গতি করিব।”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“তুমি আমার কি করিবে; তুমি রাজ-কন্যাই হও আর রাজ্যেশ্বরীই হও, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী। সুতরাং তুমি আমার ইচ্ছা মত চলিতে বাধ্য। যদি তুমি তাহা না চল, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।”

অতি কষ্টে সুশীলা উঠিয়া বসিলেন, ঘোরতর ক্রোধের সহিত চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“কি! আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না? আমি—আমি—তোমার ইচ্ছা মত চলিতে বাধ্য? আমি তোমার হুকুমের দাসী? তুমি এরূপ ভাবে আমার সহিত কথা কহিলে, আমি এখনই তোমাকে প্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিব।”

বীরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—“স্ত্রীর দুর্ব্বাক্য কখনই মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না। আমি পাষাণে বুক বাঁধিয়া তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। আর সহ্য করিতে আমার সাধ্য নাই। তোমার তাড়াইয়া দিতে হইবে না, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।”

বীরেন্দ্র নাথ দুইচারি পদ সরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, এই গভীর রাত্রিকালে অপরিচিত দাস-দাসী পরিবেষ্টিত রাজ-পুরীতে হয়তো আমার প্রতি কেহই সহানুভূতি প্রকাশ

করিবে না। হয়তো একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত ও তিষ্ঠিতে পারা যায় না।

সুশীলা বলিলেন,—"দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ? আমার অনেক অত্যাচার তুমি দয়া করিয়া সহ্য করিয়াছ, দয়া করিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, দয়া করিয়া তুমি হাতে আমার মাথা কাট নাই। চলিয়া যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। নতুবা এখনই আমি অপমান করিতে করিতে বাহির করিয়া দিব।"

বীরেন্দ্রনাথ অজ্ঞানপ্রায় হইয়া দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তৎক্ষণাৎ জোরে সেই দ্বার খুলিয়া গেল। দুইজন দাসীর সহিত পাগলিনীর ন্যায় রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিদ্দূরে রাজাও দণ্ডায়মান।

বীরেন্দ্র রাণীকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—"মা আর কত অপমান মনুষ্য করিতে পারে? আমি দরিদ্র হইলেও ভিখারী নহি। এখানে আমার বাপ নাই, মা নাই। আমি কাহার নিকট স্ত্রীর কৃত এই অপমানের জন্য কাঁদিব?"

অতি সঙ্কুচিত ভাবে রাণী বীরেন্দ্রের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং অঞ্চল বস্ত্রে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে দাসী প্রভৃতিকে ঠেলিয়া রাজা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র—গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"এই দুশ্চারিণী কন্যা আমার পরিত্যজ্যা। দেখ বীরেন্দ্র! তোমার সম্মুখে জুতা

মারিতে মারিতে আমি উহাকে এখনই তাড়াইয়া দিব। আসুন দিদি, তাঁহারও সর্ব্বনাশ হইবে।"

সত্য সত্যই রাজা চরণের পাদুকা খুলিয়া সুশীলার মুখে প্রহার করিলেন। তখন বীরেন্দ্র ও রাণী দুই দিক হইতে রাজাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং টানিয়া বাহিরে আনিলেন।

তখন কম্পিত কলেবর রাজা তীব্রস্বরে বলিলেন,—"আর দিদির সহিত কোন মতেই পাপিষ্ঠা কন্যার দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। দুইজন দাসী এই হতভাগিনীর ঘরে শুইয়া থাকিবে। ঘরের প্রত্যেক দরজা বাহির হইতে বন্ধ করা হইবে। কালি প্রাতে আমি স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিব; তাহার পর বিহিত ব্যবস্থা হইবে।"

আদেশ মত সকল কার্য্যই ঠিক হইল। সুশীলা কাঁদিতেছেন বটে; কিন্তু ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া চীৎকার করিতে তাহার আর সাহস হইল না। আর তাহার পিসিমা সমস্ত কাণ্ড জানিতে পারিলেন। তিনি দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা হরিশ্! কালিই কাহার বিচার কে করে দেখিতে পাইবে। তোমার অহঙ্কারের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"চুপ্ করিয়া থাক। তুমি যদি আমার ইচ্ছা মত চলিতে সম্মত না হও, তাহা হইলে কালি প্রাতে তোমাকে দূর করিয়া তবে আমার অন্য কাজ।"

এরূপ কাণ্ড রাজ-ভগ্নী কখন দেখেন নাই। এত ক্রোধ, এমন তেজের কথা তিনি কখন শুনেন নাই। ভিতরে সুশীলা, বাহিরে রাজ-ভগ্নী উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন।"

দাসীরা অনেকক্ষণ রাজাকে ব্যজন করিল। রাণী তাঁহার পা ধোওয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সরবৎ পান করাইলেন। বীরেন্দ্রকে সমাদরে সঙ্গে লইয়া রাজা এক শয্যায় শয়ন করিলেন। সেই রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা হইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী নিশ্চিন্ত। কেবল নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহার প্রসন্নতাও যথেষ্ট। সদ্বিবেচক, পরম গুণবান নৃসিংহ রাম তাঁহার সহিত বিবাহের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং অতি মধুর সহোদরত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন। পিতার নিকট এই অচিন্তিত পূর্ব্ব শুভ সংবাদ পাওয়ার পর, সরোজিনীর সহিত নৃসিংহ রাম সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং নিজমুখে প্রাণের আত্মীয়তা পরিব্যক্ত করিয়া সরোজিনীকে কনিষ্ঠা ভগ্নী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। কার্য্যে ও বাক্যে নৃসিংহরাম আপনার মনের দৃঢ়তার শত শত প্রমাণ দিয়াছেন, এবং সরোজিনীর হিতচেষ্টার যথেষ্ট আন্তরিক পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন।

অপারাহ্ন কালে সরোজিনী ঠাকুরমার নিকট এই অপ্রকাশিত আনন্দের কথা বলিতেছিলেন। কথা এই প্রথম বলা নহে, অনেক বার বলা হইলেও আবারও প্রকারান্তরে এই কথারই আলোচনা চলিতেছিল। সরোজিনী বলিতেছেন,—

"বিপদে এমন অভয়, ক্লেশে এমন সুখ, আর কখন কোথায় কাহারও ঘটিয়াছে কিঁ? ধনবান্, বিদ্বান, সরল, শান্ত, সুধীর নৃসিংহ রাম, আমার দাদা। সত্যই তিনি আমার অগ্রজ

সহোদর; এত ভাবনা, এত হিত-চিন্তা, এত আত্মীয়তা পরে কখন করিতে পারে কি? আমরা আজীবন দরিদ্র; দরিদ্রতায় আমাদিগের কোন ক্লেশ নাই। কিন্তু দাদা আমাকে সতত ক্লিষ্টা মনে করিয়া প্রসন্নতার জন্য কি না করিতেছেন? কত ভাবনাই না ভাবিতেছেন? আজি দাদা আসিলে বলিব যে, আর কতদিন আমরা কৃষ্ণনগরে থাকিব? বাবার তো বেশী দিন ছুটী নাই।"

তখনই বাহির হইতে নৃসিংহ রাম ডাকিলেন,—"সরোজ! ঘুমাইতেছ কি দিদি?"

সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"না দাদা; আমি আপনার কথাই বলিতেছিলাম। আপনি আসুন, দরজা খোলা আছে।"

নৃসিংহ রাম ভিতরে আসিলেন, সরোজিনী আর তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিতা ভাবে কথা কহেন না। তিনি তাঁহাকে ভয়ানক বিপদের স্থল বলিয়া মনে করেন না। অবগুণ্ঠন-হীনা নত-বদনা সরোজিনী বলিলেন,—"আমি আপনাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"তোমার কথা এখন থাকুক। আগে আমার কথা শেষ হউক। ঠাকুরমা গঙ্গাস্নান করিবেন বলিয়া বাটি হইতে আসিয়াছেন। কবে স্নানে যাইতে ইচ্ছা করেন জানিলে আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"যখন বলিবে। একদিন গঙ্গাস্নান কেন, আমাকে যদি নিত্যই গঙ্গাস্নান করাও ভাই, তাহা হইলেই ভাল হয়। আমার এখন গঙ্গাস্নানেরই দিন।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আরও অনেক দেরি আছে ঠাকুরমা। জীবনে অনেক দুঃখই দেখিয়াছ, ঠাকুরমা! কিছু সুখ দেখ, তাহার পর তোমাকে একবারেই গঙ্গায় রাখিয়া দিব।"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"আহা এমন দিন কবে হইবে? কি সুখ দেখিব দাদা? তুমি রূপে গুণে প্রাণ জুড়ান নাতি; কিন্তু সন্ন্যাসী। আর এদিকে এই রূপবতী নাতিনী, কিন্তু বর জুটিল না। তোমাদের ভাই বহিনে বিবাহ হইবে শুনিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, কলিতে বুঝি এটাও চলিত হইবে; কিন্তু তাহাও হইল না। তবে আর কি সুখ দেখিব ভাই! কোন আশায় আর বাঁচিয়া থাকিব?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"হতাশ হইও না ঠাকুরমা, এখনও দিন আছে; এখনও তোমার অনেক সুখ হইবে। এই সহরে আসিয়াছ, বলা তো যায় না কিসে কি হয়?"

ঠাকুরমা বলিলেন,—"সহরে আসিয়াছি, এখানে তোমার এই রূপের ডালি ভগ্নার বিলি হইলেই আমি বাঁচি। তুমি পুরুষ, তোমার জন্য ভাবি না। একদিনে একশটা মালা তোমার গলায় পড়িলেও পড়িতে পারে।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আর একদিন ঠাকুরমা তোমাকে

দে-পাড়ায় পাঠাইয়া দিতে চাহি। সেখানে আমিই ঠাকুর হইয়া বসিয়াছি। তুমি যদি সেখানকার ঠাকুর দেখিয়া কেবল আমাকেই না ভাব, তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব।"

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে মিউনিসিপাল পার্কের দক্ষিণ পশ্চিমে দে-পাড়া নামে এক স্থান আছে, সে স্থানে এক পাষাণময় নৃসিংহ দেবের ভগ্নাবশেষ মূর্ত্তি আছে। দেবালয়ের নিকটে কোন দিকেই কোন লোকের বসতি বা বাজার হাট কিছু নাই। কতকগুলি অত্যুন্নত বৃক্ষপূর্ণ উচ্চ ভূমিতে দেবতার স্থান, নিম্নে কুবলয় কুমুদ কহ্লারাদি জলজ কুসুমে পরি-শোভিত এক সরোবর। নানাপ্রকার জলচর বিহঙ্গম তাহাতে সতত বিচরণশীল। স্থানটী অতি রমণীয় এবং শান্তিপূর্ণ। এই দেবতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। সন্নিহিত গ্রাম সমূহের জনগণ পুত্র-কন্যার অন্নপ্রাশনোপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হন এবং পায়সান্ন পাক করিয়া দেবতাকে নিবেদ করেন। সেই প্রসাদ সকলেই ভোজন করিয়া থাকেন।

এই স্থানের কথা ঠাকুরমা ও সরোজিনীর জানা ছিল। সরোজিনী বলিয়া উঠিলেন,—"আমিও যাইব দাদা! আমাকে দেখিতে দিবেন না?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আচ্ছা তুমিও যাইবে। কবে কিরূপ ব্যবস্থায় তোমাদিগের যাওয়া হইবে, তাহা আমি পরে

বলিব। আমার কথা ফুরাইল। এখন তোমার কি কথা আছে বল সরোজ!”

সরোজিনী বলিলেন,—“আমরা কি এখানেই থাকিব দাদা!”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“আমি যদি ভাল বুঝি, তাহা হইলে তোমাদের এখানেই থাকিতে হইবে। বাবা বলিয়াছেন, যে বিষয়ে আমি যে ব্যবস্থা করিব, তাহার উপর তিনি কথা কহিবেন না। তবে তোমাদের থাকার সম্বন্ধে আমি যাহা স্থির করিব, তাহা আমি তোমাকে এখন বলিব কেন?”

সরোজিনী বলিলেন,—“তাহা আপনার বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু বেশী বিলম্ব হইলে বাবার চাকরি থাকিবে কি?”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“বাবা বলিয়াছেন, তিনি আর দশ টাকা মাহিনার চাকরি করিবেন না। যাঁহার ছেলে নিজে তিন চারিশো টাকা লোকের মাহিনা দেয়, তাঁহার বাবার দশ টাকা মাহিনার কর্ম্ম অনাবশ্যক। আমি এখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাটী যাইব। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। সরোজ! আজি আমার খাবার তুমি তৈয়ার করিয়া রাখিবে।”

আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া নৃসিংহরাম চলিয়া আসিলেন। বাহিরে তাঁহার নিমিত্ত গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল; একজন খানসামা চাদর এবং ছড়ি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভৃত্যের হস্ত হইতে তাহা লইয়া নৃসিংহরাম

গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বেগে ধাবিত হইল এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের দরজায় গিয়া হাঁপ ছাড়িল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বাটীতে নাই। তিনি আজ প্রাতে গ্রামান্তর গিয়াছেন। কেন রাজা হরিশ্চন্দ্র সহসা গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। সুশীলার সহিত বীরেন্দ্রনাথের বিসংবাদের পর রাজা বীরেন্দ্রকে স্বকীয় শয্যায় শয়ন করাইলেন, ইহা পাঠকগণের অবিদিত নাই।

প্রাতে রাজা হরিশ্চন্দ্র হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের পর, আপনার দিদিকে ডাকিলেন, তিনি আসিলেন না। তখন হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং রাজ-ভগ্নীর অধিকৃত কক্ষ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; বলিলেন,—"দিদি! আমি বড় কঠিন কথা বলিতে আসিয়াছি, আমার সংকল্প স্থির হইয়াছে। আমি চিরদিন অকাতরে তোমার সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছি; কিন্তু তোমার শিক্ষায়, তোমার অঙ্কুরে আমার মেয়ে যে, আপনার স্বামীর সহিত দুর্ব্যবহার করিবে ইহা আমি কোনও মতে সহ্য করিতে পারিব না। পিতৃদেবের আদেশে আমি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি, চিরদিনই মাথায় করিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বলিয়াছি, সুশীলার সহিত তোমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কৃষ্ণনগর হইতে শীঘ্র তারাপুর যাইব, সেখানে যে মহলে সুশীলা থাকিবে, তুমি কখনও সে মহলে যাইতে পাইবে না।"

রাজভগ্নী তখন রাগে কাঁপিতেছেন ; বলিলেন,—"তোর স্পর্দ্ধা অনেক বাড়িয়াছে। রাণী অভাগী তোর মাথা খাইয়াছে। তাহারই পরামর্শে এত দিন পরে তুই আমার উপর হুকুম চালাইতে সাহস করিয়াছিস্। আমি সকলকেই দেখিব, সকলকেই নাকে কাঁদাইয়া ছাড়িব। তুই কোথাকার কে? তোর কথা শুনিয়া আমি চলিব? সমস্ত দিন সুশীলার সহিত একত্র থাকিব। ছোট লোকের পরামর্শ শুনিয়া, ছোট লোকের খিজমত করিয়া,সে এক দিনও চলিবে না। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। যাহার ঘাড়ে দুইটা মাথা থাকে, সে যেন আমাকে আসিয়া বারণ করে।"

রাজা বলিলেন,—"বেশ, তোমার সহিত আর কথায় কাজ নাই, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি।"

সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া রাজা সুশীলার কক্ষ দ্বার সমীপ আসিলেন। দেখিলেন, দ্বার তখনও তালা বন্ধ, তাঁহার আদেশে দাসী দ্বারের তালা খুলিল। ভিতরে যে দুই জন পরিচারিকা ছিল, তাহারা বাহিরে আসিল। অচিরাগত রাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—"শুন রাণি, এই ঘরে আমি আবার তালা বন্ধ করিব, তালার চাবি আমার কাছে থাকিবে, তুমিও হতভাগিনী মেয়ের সহিত দেখা করিতে পাইবে না। আবার আমি আসিয়া যখন আবশ্যক বুঝিব তখন দরজা খুলিব ; হয় মেয়ে সম্পূর্ণ রূপে আমার আজ্ঞাধীন হইবে, নয় মরিয়া যাইবে, ইহাই আমায় সংকল্প।

রাণী কোনও কথা কহিতে সাহস করিলেন না। রাজার এইরূপ কঠোর ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনিও কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তাঁহার আদেশে একজন পরিচারিকা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা স্বহস্তে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তালা বদ্ধ করিয়া ও চাবি লইয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, বীরেন্দ্রনাথ প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাজাকে প্রণাম করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি এক্ষণে যাইতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হইবে না। যেরূপ অন্যায় ব্যবহার তুমি ভোগ করিয়াছ, তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকার করিতে আমি বাধ্য। তুমি আমার সহিত ঘরের মধ্যে আইস।"

রাজা ও বীরেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি নিকটে জামাতাকে বসাইয়া এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিয়া রাজা বলিলেন,—"তুমি অতি শান্ত ছেলে, আমি তোমার ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। বুঝিয়াছি, সুশীলার মত উগ্র প্রকৃতির পত্নী লইয়া কখনই কেহ সংসার করিতে পারে না। তোমাকে আমি দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছি। এজন্য অন্য প্রকারে তোমার সুখ-সন্তোষের চেষ্টা করা আমার আবশ্যক। আমার যাবত সম্পত্তি ভবিষ্যতে তুমিই পাইবে, তোমার পিতার সহিত আমার এইরূপ কথা স্থির ছিল;

কিন্তু যেরূপ গতিক দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা স্থির করা অসম্ভব। আমি মনে করিয়াছি, এই সকল সম্পত্তি শীঘ্র দানপত্র দ্বারা তোমাকে লিখিয়া দিব। কেবল সর্ত্ত থাকিবে যে, আমি ও আমার স্ত্রী যাবজ্জীবন তোমার সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পাইব।”

বীরেন্দ্রনাথ সঙ্কোচ সহকারে বলিলেন,—“সে কি কথা! আপনার সম্পত্তি আপনি আমাকে দিবেন কেন? দিতে যদি হয়, তাহা হইলে আপনার কন্যাকে আপনি দিতে পারেন।”

রাজা বলিয়া উঠিলেন,—“না—না—না তাহাকে কদাপি দিতে পারি না। রাজৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে সে ফাটিতেছে, তোমাকে দরিদ্র বলিয়া সে ঘৃণা করে। সম্পত্তি তোমার হইলে সে বুঝিবে তাহার আর কিছুই নাই, একমুষ্টি অন্নের জন্যও তোমার অনুগ্রহ আবশ্যক। তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। তোমার পিতা সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার নিকট আমি যে কর্ত্তব্যে বাধ্য আছি, তাহার পালন হইবে; অতএব এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা নাই।”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“বড়ই ভয়ানক কথা! এরূপ ব্যাপারে কি করা উচিত তাহা আমি বুঝিতেছি না।”

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—“আর কিছু বুঝিবারও তোমার আবশ্যক নাই। আমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছি সুতরাং সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইতে আমার অধিকার থাকিবে না। তুমি শিক্ষিত ব্যক্তি, যৌবনে কেবল প্রবেশ করিতেছ মাত্র, তোমার ভোগ-

সুখ ও আনন্দের পথ মুক্ত থাকা উচিত। আমি অস্পষ্ট কথা জানিনা। শুনিয়াছি বাবা! অনেক দিন হইতে এক ভদ্র লোকের মেয়ের সহিত তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির ছিল। এরূপ দুষ্ট স্ত্রী লইয়া যাবজ্জীবন কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা যাহাতে জীবন আনন্দময় ও প্রসন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। অবস্থা বিশেষে বহু বিবাহ দোষাবহ নহে।”

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“আপনার ন্যায় হৃদয়ের উদারতা মনুষ্যলোকে আর কাহারও আছে কিনা তাহা আমি জানি না। বিষয় সম্পত্তির কথা আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি তাহার কিছুই বুঝি না।”

রাজা বলিলেন,—“তোমার তাহা বুঝিয়া কাজ নাই; তুমি ছেলে মানুষ, তোমার সহিত সে কাজ মিটিবে না; এজন্য তোমার পিতাকে আবশ্যক। তুমি এখনই বিহাই মহাশয়কে এখানে আসিবার জন্য পত্র লিখ; আর আমিও পত্র লিখি। দুই জনের পত্র পাইলে, তিনি নিশ্চয়ই চলিয়া আসিবেন। তিনি এখানে আসিলে, সকল কাজ শেষ হইবে।”

রাজার অনুরোধে বীরেন্দ্র নাথ তখন পিতার নিকট এক পত্র লিখিলেন এবং রাজাও আর এক বিনীত পত্র দ্বারা বৈবাহিক মহাশয়কে আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। পত্রে ইঙ্গিতে যে সকল কথা থাকিল, তাহাতে বেণীমাধব যে ব্যস্ত হইয়া আসিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। পত্র লইয়া লোক চলিয়া গেল।

স্নানাহারের কালে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সুশীলার ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। সবিস্ময়ে রাজা দেখিলেন, সুশীলা পিতার সহিত কোনরূপ বিসংবাদ করিলেন না এবং স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিবার প্রার্থনাও জানাইলেন না। পুনরায় পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া রাজা অনুভব করিলেন না।

যে দাসী সুশীলার ঘরে ছিল, সে রাজ-ভগ্নীর বড়ই অনুগতা। তাহারই পরামর্শে সুশীলা পিতার সহিত কোন কথান্তর করা অবিধেয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুশীলার এরূপ পরিবর্ত্তন একটা গুরুতর কাণ্ডের সূচনা বলিয়া রাজা বুঝিলেন, তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু বাহ্যতঃ কিছু প্রকাশ করিলেন না। গৃহ-মধ্যস্থিতা দাসী মুক্তি লাভের পর, রাজ-ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজ-ভগ্নী এই দাসীর সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন। দাসী চলিয়া গেল। সমস্ত দিন রাজ-ভগ্নীর আদেশে সে যাতায়াত করিতে থাকিল। কি কার্য্যে সে ঘুরিতেছে, তাহার সন্ধান করা কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না।

সুশীলার সহিত রাজ-ভগ্নী একবারও সাক্ষাৎ করিলেন না। তাঁহার এইরূপ ভাব বড়ই বিস্ময়জনক বলিয়া রাজার মনে হইল। সেই প্রখরা যে কোনরূপ ঘোরতর বিবাদ বাধাইলেন না এবং সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করিয়া সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, ইহা নিতান্তই দুর্লক্ষণ বলিয়া

মনে হইল। সেই দাসী কেবল চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে থাকিল ও এক একবার সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে কোথায় যাতায়াত করিতেছে, কিরূপ সংবাদ আনিতেছে, রাজ-ভগ্নী কেন স্থির আছেন, কিরূপ মন্ত্রণা চলিতেছে, এ সকল বিষয় জানিবার জন্য রাজা ও রাণীর আন্তরিক আগ্রহ হইলেও, তাঁহারা উভয়েই কৌতূহল সংযম করিয়া থাকিলেন।

দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিকালে আহারাদির পর বীরেন্দ্র নাথ গত রাত্রির ন্যায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট শয়ন করিয়া থাকিলেন। সুশীলার পরিবর্ত্তন না হইলে এবং তিনি সুমতির পরিচয় না দিলে, তাঁহার সহিত বীরেন্দ্র নাথের সাক্ষাৎ হইতে দেওয়া অবিধেয় বলিয়া রাজা রাণী স্থির করিয়াছেন। বীরেন্দ্র নাথ নিশ্চিন্ত।

অতি প্রত্যূষে রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সুশীলার ঘর শূন্য, দরজা খোলা, বাটীর কুত্রাপি রাজ-কন্যা নাই। আর দেখিলেন, রাজ-ভগ্নীও বাটীতে নাই। তখন রাণী অতি ব্যাকুল ভাবে নিদ্রিত রাজাকে আহ্বান করিলেন; সমস্ত সংবাদ শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, পিসি ও ভাইঝি স্বাধীন ভাবে থাকিবার অভিপ্রায়ে একযোগে প্রস্থান করিয়াছেন। এইরূপ একটা কাণ্ড ঘটিবে বলিয়া কালি রাজার আশঙ্কা হইয়াছিল।

দাসদাসী দ্বারবানাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া চারিদিকে সন্ধান করা হইল, কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না।

দেখা গেল, দুইজন পরিচারিকা, একজন দ্বারবান্ এবং একজন পাচিকা বাটীতে নাই। সহজেই অনুমান হইল, যে এই কয় ব্যক্তিও রাজ-কন্যার সঙ্গ লইয়াছে। রাজ-ভগ্নীর প্রভুতা যথেষ্ট এবং রাজ সংসারের অনেক লোকই তাঁহার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। সুতরাং আবশ্যক মত বিশ্বাসী লোক হস্তগত করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে রাজ-ভগ্নীর কোনই অসুবিধা হয় নাই।

এই ঘটনায় রাজা কোন বিশেষ নিন্দা বা অমঙ্গলের সূচনা দেখিলেন না। সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে রাজ-ভগ্নী অতিশয় কঠোর। তাঁহার উগ্র প্রকৃতি ও স্বাধীন স্বভাব সকলের হৃদয়ে ভীতিজনক হইলেও, সেই বাল-বিধবার চরিত্র সম্বন্ধে জীবন মধ্যে কখনও কোন অপযশের সন্দেহও কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। এরূপ চরিত্র-বল-সম্পন্না অভিভাবিকার সহিত রীতিমত দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া কন্যা চলিয়া যাওয়ায় অপমানের আশঙ্কা কিছুই নাই। কন্যার যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ দুর্ব্বিনীত ভাব ও প্রখরতা জন্মিয়াছে; যেরূপ অহঙ্কার ও অপ্রিয় ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, যেরূপ অশিষ্টতা ও স্বাধীনতা তিনি শিখিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ইহা ব্যতীত আর কোন অমঙ্গলের সূত্রপাত তিনি দেখিলেন না।

অর্থাভাবে কখনই কাহারও কোন কষ্ট হইবে না। রাজ-ভগ্নী যথেষ্ট বিত্ত-শালিনী এবং তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তিও সামান্য

নহে। জীবন স্বরূপা সুশীলার স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত অকাতরে তিনি যে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিয়া চিন্তার কোন কারণ রাজার মনে হইল না। তথাপি তাঁহাদের সন্ধান করা আবশ্যক। কারণ উভয়েরই বুদ্ধি বড়ই বিকৃত এবং সতত বিপথগামী।

কন্যার অদর্শনের পর হইতেই রাণী নীরবে রোদন করিতেছেন। তিনি আর্ত্তনাদ বা অতিশয় চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন না বটে; কিন্তু তাঁহার নয়ন জলের বিরাম নাই। রাজার সহিত কথা কহিয়া রাণীও সুস্পষ্ট রূপে বুঝিলেন যে, আশঙ্কার কোন কারণ না থাকিলেও এখনই তাহাদিগের সন্ধান করা আবশ্যক।

নানা লোককে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সন্ধানের একটা সূত্র পাইলেন। তাহার পর রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া বীরেন্দ্র নাথকে সাবধানে বাটিতে থাকিবার উপদেশ দিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র কয়েকজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

কাজেই নৃসিংহ বাবু রাজাকে দেখিতে পাইলেন না; তথাপি তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরেন্দ্র নাথ দ্রুতপদে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ বীরেন্দ্র নাথের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া নৃসিংহ বাবু সন্ধ্যার পর চলিয়া আসিলেন। তিনি সুচতুর। প্রকৃত ব্যাপারের কতকটা আভাস যে

তিনি বুঝিলেন না এমন নহে, কিন্তু যাহা বুঝিবার অভি-প্রায়ে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহার কিছু বুঝিলেন কি? যাহাই বুঝুন, অতি সন্তুষ্ট চিত্তে নৃসিংহ বাবু পুনরায় বাটীতে ফিরিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে পুণ্য ক্ষেত্রে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট মায়া-মোহাচ্ছন্ন জীবগণকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, যে পবিত্র তীর্থে শচী-গর্ভ-সিন্ধু হইতে কমনীয়-কান্তি-সম্পন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুমধুর প্রেমে বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়াছেন এবং যে পুণ্যধাম হইতে তাপ-নাশন হৃদয়-মত্তকর হরিধ্বনি সমুত্থিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র আনন্দ বিস্তার করিয়াছে, সেই মহাজন-পদরেণু-সম্পৃক্ত রম্য ভূভাগের পূর্ব্বপ্রান্তে এক সামান্য গৃহের মধ্যে দুইটী নারী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই আমাদের সুপরিচিতা—সুশীলা ও তাঁহার পিসিমা। নবদ্বীপের পূর্ব্ব পার্শ্বে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর তীরে এক বাটী তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বাটীতে অনেক ঘর, সকল ঘরই তৃণাচ্ছাদিত। বাটী দুই মহল। বাহির মহলে দ্বারবান বসিয়া আছে আরও দুইজন পুরুষ-ভৃত্য বিবিধ সামগ্রী নানা স্থানে গুছাইয়া রাখিতেছে। ভিতর মহলে এক ঘরে পাচিকা ঠাকুরাণী পাক করিতেছেন। এক দাসী তাহার ফরমাইস মত সামগ্রী যোগাইতেছে, এক ঘরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, একজন দাসী তৎসমস্তের

সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘরে সুশীলা ও তাঁহার পিসিমা বসিয়া আছেন। একজন পরিচারিকা সুশীলাকে বাতাস করিতেছে। একখানি তক্ত-পোষের উপর শয্যা রচিত হইয়াছে, সেই শয্যায় সুশীলা আসীনা। সুশীলা বলিতেছেন,—"এরূপ ঘরে কিন্তু থাকা চলিবে না। ইহার একটা উপায় আজিই করিতে হইবে পিসি মা।"

পিসি মা বলিলেন,—"নিশ্চয়ই হইবে। তুই এক দিন বোধ হয় এখানে না থাকিলে চলিবে না।"

সুশীলা আবার বলিলেন,—"বাবা যদি সন্ধান পাইয়া আসিয়া পড়ে, আর আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে চাহে, তাহা হইলে কি হইবে?"

পিসিমা বলিলেন,—"সাধ্য কি। আমার টাকা আছে, তাহার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সে যখন তোমাকে জুতা মারিয়াছে, আর সেই পোড়ারমুখী যখন তোমার মৃত্যু কামনা করিয়াছে, আমরা তাহার হুকুম মত না চলিলে, আমাদিগকে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে বলিয়াছে, তখন তাহাদের কথা কোন মতেই শুনিব না। তাহাদের সঙ্গে একত্র থাকা কিছুতেই ঘটিবে না। আমি সে নিষ্ঠুরদিগের কাছে তোমাকে কোন মতেই ছাড়িয়া দিব না।"

সুশীলা জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি আর যে সকল বিষয়ে যে যে মতলব করিয়াছ, সে সকল কাজ কখন হইবে?"

পিসিমা বলিলেন,—"দুলালি যে খবর আনিয়াছে, তাহাতে যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই সহজে করা চলিবে। ঈশ্বর পাপীর শাস্তির পথ সহজেই করিয়া দেন। হতভাগা বীরেন্দ্রের সেই হতভাগিনী প্রণয়িনী সরোজিনী ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে; সে এখন কৃষ্ণনগরে রহিয়াছে, যখন ইচ্ছা তখনই তাহাকে টিপিয়া মারিতে পারিব। তাহা হইলেই ছোট লোকের ছেলের দর্প চূর্ণ হইবে। সে তখন তোর গোলামি করা ভিন্ন আর কোনই উপায় দেখিবে না। সরো-জিনীকে প্রাণে মারিতে তুই ইচ্ছা করিস্ কি?"

সুশীলা বলিলেন,—"না পিসিমা, তাহার রূপের প্রশংসা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি; তাহার সেই রূপ একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। আর যেন কেহই তাহার পানে না চাহে। তাহাকে দেখিলেই লোকের যেন ভয় হয়—ঘৃণা হয়। এইরূপ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। আর যাহাতে সে সর্ব্বদা ঐ হতভাগার চক্ষুতে পড়ে, তাহার উপায় করিতে হইবে। তাহা হইলেই হতভাগা ভয়ে আমার কাছে চোর হইয়া থাকিবে। নিজের অদৃষ্টেও এইরূপ ঘটিতে পারে ভাবিয়া সে আমার কথা মানিয়া চলিবে; কোন বিষয়ে আমাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইবে না।"

পিসিমা বলিলেন,—"তাহাই হইবে। দুলালি সংবাদ আনিলেই কি করিতে হইবে বুঝা যাইবে।"

আর কোন কথা হইবার পূর্ব্বে একজন দাসী ছুটিয়া

সেই স্থানে আসিল এবং বলিল,—"রাজা মহাশয় আসিয়াছেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কি হইবে?"

সুশীলা পিসিমার নিকট সরিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"দোহাই পিসিমা! আমি আর তাহাদের কাছে যাইব না।"

পিসিমা বলিলেন,—"আসিয়াছে আসুক, তাহার কোন কথাই আমি শুনিব না। সে যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহা হইলে তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব। সে আমাকে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে, আমাকে অধীন হইয়া থাকিতে বলিয়াছে, আমাকে মেয়ের কাছে যাইতে বারণ করিয়াছে, আমাকে সামান্য চাকরাণির অপেক্ষাও তুচ্ছলোক মনে করিয়াছে। নারায়ণ আছেন, অবশ্যই তিনি তাহাকে এ অত্যাচারের শাস্তি দিবেন।"

আর কোন কথা হইবার পূর্ব্বেই রাজা হরিশ্চন্দ্র অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"এই বাটীতে আমার দিদি আছেন কি?"

রাজ-ভগ্নী লাফাইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন, বলিলেন,—"আছি; তুই এখানে কেন আসিয়াছিস্?"

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—"আমি ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ তোমাদিগের রক্ষক। যদি তোমরা বুদ্ধির ভুলে কোন অন্যায় কার্য্যও করিয়া ফেল, তাহা হইলে সাবধান করিয়া পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। তোমরা যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহার পর আর তোমাদের মুখ

দেখাও আমার উচিত নহে ; কিন্তু তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ; আর সেই হতভাগিনী আমার কন্যা। এই জন্যই আমাকে আসিতে হইয়াছে।”

রাজ-ভগ্নী বলিলেন,—“তুই কোন দিনই আমার রক্ষাকর্ত্তা নহিস্। আমি কোন দিনই তোর মুখাপেক্ষী নহি। আমি অন্যায় কার্য্য একদিনও করি নাই; তুই আমাকে মেয়ে লইয়া স্বতন্ত্র থাকিতে বলিয়াছিস্, আমি স্বতন্ত্র হইয়াছি। আমার বাবা আমার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমার সে সম্পত্তি প্রায় তোরই সমান ; তবে তুই ঘাড় ঘুরাইয়া কর্ত্তা হইতে আসিস্ কোন সাহসে ?”

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—“বুঝিয়াছি, তোমার এক কালে মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, সেই সঙ্গে হয়তো আমার পাপিষ্ঠা কন্যাও নরকে যাইতে বসিয়াছে। সে জন্য আমার আর দুঃখ নাই। আমি তাহাকে এখনই জুতা মারিতে মারিতে লইয়া যাইতে পারি ; কিন্তু তাহাতে আর কাজ নাই। সে যেরূপ দুষ্ট বুদ্ধির, নিষ্ঠুরতার, হৃদয়-হীনতার, এবং অহঙ্কারের পরিচয় দিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলে আমার ক্লেশের সীমা থাকিবে না। তোমরা স্বতন্ত্র হইয়াছ, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি সে কন্যাকে আর চাহি না, জীবনে যেন তাহার মুখ আর দেখিতে না হয়। এখন দুইটা কথা আমার জানা আবশ্যক। প্রথম কথা, তোমরা স্বতন্ত্র হইয়াও আমার পরিচয়ে, আমার আপনার

লোকরূপে আমার তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিতে চাহ কি না? দ্বিতীয় কথা, তোমার যে বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহার পরিচালনা আমিই করিতেছি, এক্ষণে তাহা তুমি স্বতন্ত্র ভাবে স্বয়ং চালাইবে কিনা? তোমার নগদ টাকা সম্বন্ধে আমার কোনই কথা নাই। তোমার অলঙ্কারাদি সম্বন্ধেও আমার কোন্ জিজ্ঞাস্য নাই।”

রাজ-ভগ্নী বলিলেন,—“তুমি লইয়া যাইতে চাহিলেও সুশীলাকে আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার নিকট ছাড়িয়া দিব না। যে নরাধম তাহার চাঁদ মুখে জুতা মারিয়াছে, তাহাকে রসাতলে পাঠানই আমার উচিত ছিল, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। তাহার মুখ তুমি দেখিবে না বলিতেছ, ধিক্ তোমাকে! সেও এ জীবনে তোমার মুখ আর দেখিবে না। তুমি দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ; প্রথম কথার উত্তর আমি আগেই দিয়াছি, আমরা তোমার মুখাপেক্ষী নহি; তোমার পরিচয়ে আমি ঘৃণা বোধ করি; আমার বাবার পরিচয়ই আমার পরিচয়। তোমার সহিত সম্বন্ধের উল্লেখ করিতে আমার মাথা কাটা যায়। তাহার পর সম্পত্তির কথা; সম্পত্তি সুশীলার। আমার মরণের পর কেন, আমার জীবন কালেও সে সম্পত্তি তাহারই। আজি হইতে ১৫ দিনের মধ্যে তুমি কাগজ পত্র ঠিক করিয়া আমার সম্পত্তি আমাকে স্বতন্ত্র করিয়া দিবে। আমি নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা স্বাধীন ভাবে

সেই সম্পত্তি রক্ষা করিব। আমি তোমার সহিত কোন বিষয়ের সম্পর্ক রাখিতে চাহি না।”

রাজা বলিলেন,—“উত্তম কথা। আমার কর্ত্তব্যের শেষ হইয়াছে। স্মরণ রাখিবে, স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। যদি তুমি সেরূপ কোন ব্যবস্থা কর, তাহা অসিদ্ধ হইবে। আমি দত্তক গ্রহণ করিতে পারি, আমার এখনও পুত্র হইতে পারে, সেই পুত্র তোমার সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী; যদি তুমি ইহা কাহাকেও দান কর বা কোন কারণে বিক্রয় কর, আইন মতে তাহা অসিদ্ধ। সে হতভাগিনীর জন্য তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু তাহাকে সম্পত্তি দিতে পারিবে না। ১৫ দিন কেন ৩।৪ দিনের মধ্যেই রীতিমত কাগজ পত্র সহ তোমার সম্পত্তি তোমাকে বুঝাইয়া দিব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তি আমার উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত বজায় রাখিতে আদালতের নোটিস্ জারি করিয়া দিব। এই স্থানেই তোমাদিগের সহিত আমার সম্পর্কের শেষ হইল। আমার কোন আপদে বিপদে তোমরা আর সংবাদ পাইবে না।”

আর কোন উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র বেগে চলিয়া গেলেন। রাজ-ভগ্নী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, মন একটু অপ্রসন্ন হইল। তেজস্বিতার মূলে একটু আঘাত লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছি, কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া

গোপনে আসিয়াছি। পিতৃ-দেবের আমল হইতে এ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে কখন কোথাও যাই নাই, আজ আসিয়াছি। সম্পর্কের শেষ হইল। হরিশ্চন্দ্রের মাথা হেঁট হইয়াছে। রাজ সংসারের নিয়মের অন্যথা হইয়াছে।

আবার মনে হইল, বেশ করিয়াছি। অত্যাচার অসহ্য হইলে সকলকেই ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়, সুশীলার গায়ে হাত তুলিয়াছে। আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়াছে, মেয়েকে চাবি দিয়া কয়েদ করিয়াছে। অসম্ভব—সেখানে আর একদিনও থাকা অসম্ভব। বেশ করিয়াছি, কাহারও তাঁবেদারি করিতে আমার ক্ষমতা নাই।

সুশীলা ঘরের মধ্য হইতে বলিলেন,—"আমি ভয়ে মরিতেছি, আমার কাছে আইস মা!"

মনের সকল ঘাত প্রতিঘাত মিটিয়া গেল, ব্যস্ততা সহ পিসিমা ভাইঝির নিকট আসিলেন।

একটু পরেই একটা দাসী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তিন দিন হইতে এই দাসীকে নৃসিংহরাম বাবুর বাটীতে দেখা যাইতেছে। সেখানে এই দাসী অনেকক্ষণ করিয়া থাকে। কখন সরোজিনীর চুল বাঁধিয়া দেয়, কখন বা তাঁহাকে বাতাস করে, কখন বা তাঁহার সহিত গল্প করে; নিয়মিতরূপে তথায় কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেও এই দাসী নৃসিংহ বাবুর একজন পরিচারিকারূপে পরিচিতা হইয়াছে। ইহারই নাম দুলালি।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেণীমাধব বাবু আসিয়াছেন। কিন্তু একাকী আইসেন নাই, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। কেন পত্নী পতির সঙ্গ ছাড়িলেন না, তাহার নিগূঢ় সংবাদ আমরা জানি না, কিন্তু ইহা আমরা বুঝিয়াছি যে, রাজা হরিশচন্দ্রের পত্র পাইয়া বেণী-মাধবের চিত্ত অতিশয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত সম্পত্তি বীরেন্দ্র নাথকে দান করিবার আভাস ছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র পত্রে বীরেন্দ্র নাথও ঐ কথার সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

হউক না কেন বউটা একটু মন্দ, হউক না কেন রাজার মেয়ে একটু মোটা, হউক না কেন একটু অপ্রিয়ভাষিণী, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। একটা রাজার দৌলত যে সঙ্গে আসিতেছে! এ লোভের কাছে আর কোন আপত্তিই খাটে না।

কবে কি হয় তাহার ঠিকানা নাই; যেরূপ মনান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সম্পত্তির একটী পয়সাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই মনান্তর মিটাইয়া রাজা যদি অগ্রেই সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা জামাইকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে গোলের কথা আর কিছুই থাকে না। পরে কি হইবে,

ঘটনা কিরূপ দাঁড়াইবে, মনের গতি কিরূপ ফিরিবে, তাহা কে বলিতে পারে? যদি এই সময়ে, রাজার মনের ভাব এইরূপ থাকিতে থাকিতে কাজটা শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা থাকে না। এইরূপ অনেক বিবেচনা করিয়া বেণীমাধব আনন্দিত হইয়াছেন এবং কালব্যাজ না করিয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে আসিয়াছেন।

কিন্তু তিনি এরূপ বুঝিলেও তাঁহার পত্নী এ সকল কথা ভাল বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, হউক যথেষ্ট সম্পত্তি, তাহাতে ছেলের কষ্ট দূর হইবে কি? সেই বউ লইয়া চিরদিন ছেলেকে কাঁদিয়া কাল কাটাইতে হইবে। অতএব এরূপ সম্পত্তি লোভে সেই বউকে ছেলের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। বাছা আমার মনের প্রকৃত কথা কর্ত্তাকে বলিতে পারিবে না; সে ধমকের ভয়ে, রাগের ভয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া চিরদিন জ্বলিতে থাকিবে; অতএব গৃহিণী স্বয়ং অবস্থা না বুঝিয়া কোন কাজই করিতে দিবেন না।

আর এক কথার জন্য গৃহিণার মনে বড়ই দাগ লাগিয়াছে। সরোজিনী লক্ষ্মী মেয়ে, সেই হাতে মানুষ করা রূপের লতিকার সহিত পাকা সম্বন্ধ হইয়াছিল। আমাদেরই কথায় চন্দ্রকান্ত ঠাকুরপো আর কোন চেষ্টা না করিয়া মেয়েকে পনর বৎসর পর্য্যন্ত আইবুড় রাখিয়াছিলেন। ছেলে মেয়েরও মনে মনে প্রাণের মিল ঘটিয়াছিল; বিনা দোষে

কর্ত্তা টাকার লোভে সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় বিষম পাপ হইয়াছে, সেই ঘোর পাপে ছেলে আমার সুখী হইতে পাইল না। বিবাহ করিয়া সে দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, যখন মনান্তর হইয়া রাজকন্যার সহিত সম্পর্কের শেষ হইল, তখন হয়তো দশ দিন পরেও কর্ত্তার মন ফিরাইয়া সাধের সরোজিনীকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিতে পারিব। তাহা হইলেই সকল জ্বালা, সকল পাপ ঘুচিয়া যাইবে। আবার সম্পত্তির লোভ কেন? একবার লোভে ভরাডুবি হইয়াছে, আবার সে কথায় কাণ দিবার দরকার কি? হয় তো সর্ব্বনাশ আরও পাকিয়া উঠিবে। এইরূপ বুঝিয়া গৃহিণী স্থির করিয়াছেন যে, সকল কথা স্বয়ং বিচার না করিয়া তিনি কিছুই হইতে দিবেন না। সুতরাং বেণীমাধব একাকী আসিতে পাইলেন না।

গৃহিণী, একজন পরিচারিকা, একজন ভৃত্য ও বেণীমাধব সহ নৌকা আসিয়া গোয়াড়ির কুৎঘাটে লাগিল। ঘাটের উপর নৃসিংহরাম পাদচারণা করিতেছেন। বেণীমাধব নৌকা হইতেই নৃসিংহ বাবুকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি যে এখানে?"

নৃসিংহরাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"আপনাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য। আপনারা আসিবেন আমি জানি, এইরূপ সময়ে নৌকা আসিয়া পৌঁছিবে, তাহার সংবাদ আমি রাখি। [illegible] বাটীতে গিয়া আপনাদের থাকা

হইবে না তাহাও আমি বুঝি; এই গরীব অনুগত জনের একটী ক্ষুদ্র বাড়ী আছে, সেখানে আপনাদের পদ-ধূলি পড়িবে, সেই আশায় অধীন নদী-তীরে খাড়া আছে।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"উত্তম, উত্তম, আপনি সর্ব্ব প্রকারেই মহাশয় লোক; বিহাই বাটীতে যাইতে পারি না, অথচ কোথায় থাকিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। আপনি মন বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি চিরদিনই আপনাদের আশ্রিত, আপনার বাটীতে থাকিতে পাওয়া আমার সৌভাগ্য।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমার গাড়ী প্রস্তুত আছে, আমি একটু সরিয়া দাঁড়াই, আপনি মা ঠাকুরাণীকে নামাইয়া আনুন; সঙ্গে যদি বেশী জিনিষ পত্র থাকে, তাহা হইলে আমি আর একজন লোক পাঠাইয়া দিই।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কিছু করিতে হইবে না। আপনাকে সরিয়াও যাইতে হইবে না।"

সকলে নৌকা হইতে নামিলেন এবং গাড়ীতে উঠিয়া নৃসিংহরামের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মনোহর কক্ষে তাঁহাদের স্থান হইল। স্নান, জলযোগ ও আহারাদি সম্পন্ন হইল। তখন নৃসিংহরাম আবার আসিয়া বেণীমাধবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেণীমাধব জিজ্ঞাসিলেন,—"একটা কথা—আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে বলি।"

নৃসিংহ বলিলেন,—"যে বিষয়ে যে কথা আপনার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই আপনি বলুন।"

বেণীমাধব জিজ্ঞাসিলেন,—"গ্রামে শুনিয়াছি, চন্দ্রকান্ত মিত্রের কন্যাকে আপনি বিবাহ করিবেন স্থির হইয়াছে, সেই জন্য তিনি কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। কিন্তু এখানে চন্দ্রকান্ত ভায়া বা তাঁহার কন্যা কাহাকেই দেখিতেছি না। বিবাহ কি এখনও হয় নাই?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"সে কি কথা বলিতেছেন? চন্দ্রকান্ত মিত্রের কন্যা সরোজিনা আপনারই পুত্রবধূ। সে বাগ্দত্তা কন্যার আবার বিবাহ হয় কি? বিবাহ তাঁহার এখনও হয় নাই, যতদিন আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ না হইবে, তত দিন তাঁহার বিবাহ হইতেই পারে না। ধর্ম্ম আছেন, চন্দ্র সূর্য্য আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, এখনও ঘোর কলি হইলেও এ সকলই রহিয়াছে। সমাজে অনেক পাপ ঢুকিয়াছে, কিন্তু এক মেয়ের দুই বিবাহ, সতীর দুই স্বামী এখনও হয় নাই। আপনি আমার পিতৃবন্ধু; আপনার বিষয় সম্পত্তি আমারই জমিদারীর মধ্যে; শুনিয়াছি, আমার পিতৃদেব আপনাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, সেই ভরসায় আপনার লোক জ্ঞান করিয়া আমি আপনাকে বলিতেছি যে আপনি মহাপাপ করিয়াছেন। পাপ করিয়াছেন বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সাজা পাইয়াছেন। আপনার পুত্রবধূ

অপমান করিয়াছেন, ছেলেকে কাঁদিতে হইয়াছে, সর্ব্বনাশ অনেক রকমেই ঘটিয়াছে।”

বেণীমাধব বলিলেন,—“তা—তা—কতকটা ঠিক বৈ কি। বড় মনস্তাপ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু—”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“কিন্তু কিছু নাই বেণাবাবু, তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে আপনি এই পাপ কার্য্য করিয়াছেন। সম্পত্তি আপনার সঙ্গে যাইবে না, আপনার ছেলেরও সঙ্গে যাইবে না। কিন্তু পাপ সঙ্গের সাথী।”

বেণীবাবু বলিলেন,—“একটু অন্যায় হইয়াছে বটে; কি করি অদৃষ্ট!”

নৃসিংহ বলিলেন,—“অদৃষ্টের দোষ কেন দিতেছেন? আপনি ইচ্ছা করিয়া যে পাপ ঘটাইয়াছেন, তাহার মধ্যে অদৃষ্টের দোহাই কেন দিতেছেন? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। আপনার মনেও আপনি বুঝিয়াছেন যে, কাজটা মোটেই ভাল হয় নাই। কিন্তু মনের উত্তেজনা কমাইবার জন্য আপনি অন্যায়ের উপর অন্যায় করিয়া পুণ্যশীলা সরোজিনীর অনেক কুৎসা, অনেক নিন্দা রটাইয়াছেন; তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কের দাগ লাগাইতেও ছাড়েন নাই।”

বেণীমাধব আবার বলিলেন,—“রাগের ভরে ছেলের একটু বাড়াবাড়ী দেখিয়া, মেয়েটার এক গুঁয়েমি দেখিয়া, আমি দুই এক কথা বলিয়াছি বটে।”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"অন্যায় করিয়াছেন। এ ব্যাপারে আপনি আগাগোড়া পাপ করিয়া আসিতেছেন। আপনি পাপ করিতেছেন বলিয়া দুনিয়ার সকল লোকই যে পাপ করিবে, এরূপ মনে করা ভুল। আপনি যাহা সরোজিনীর একগুঁয়েমি বলিয়া মনে করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা এক গুঁয়েমি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবল শাসন।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"দেখিতেছি আপনি অনেক কথা জানেন। বাস্তবিকই আমি এ ব্যাপারে বিস্তর অন্যায় করিয়াছি, আর সেই জন্যই বিশেষ অসুখী হইয়াছি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"পাপের সংশোধন আছে, আপনি সংশোধন করুন, এখনও পাপ কাটিয়া যাইবে, আবার সুখী হইবেন। সত্যই আমি অনেক কথা জানি; এত কথা জানি যে আপনি এখনও তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন ভয় নাই। আপনার যাহাতে আর কোন বিপদ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। সেই জন্যই পদধূলি দিয়া আমাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। কিন্তু এখন আর কথায় কাজ নাই। দূরে গাড়ীর শব্দ হইতেছে। ঐ গাড়ীতে আপনার পুত্র বীরেন্দ্র নাথ আছেন। আপনি এখন পুত্রের সহিত কথা কহুন, বোধ হয় আরও এক বা দুই ঘণ্টা পরে রাজা হরিশচন্দ্রও এখানে আসিবেন।"

নৃসিংহরাম উঠিয়া আসিলেন। বেণীমাধব মনে মনে

বুঝিলেন, নৃসিংহ রামের পিতাই তাঁহার অভ্যুদয়ের মূল। ধনে, মানে, বিদ্যায়, নৃসিংহ বাবু এ প্রদেশের একজন প্রধান ব্যক্তি। কি অসাধারণ বুদ্ধি! এই ব্যক্তির আশ্রয়ে যখন ঈশ্বর আমাকে আনিয়াছেন, তখন ইহার পরামর্শেই কার্য্য করিতে হইবে।

তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া নৃসিংহরাম সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; বীরেন্দ্র ব্যস্ততা সহ অগ্রসর হইয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিলেন। নৃসিংহরাম বলিলেন,— "খুড়িমাকেও এখানে ডাকুন। আপনারা কথা কহুন।"

তিনি প্রস্থান করিলেন।

জনক, জননী ও পুত্র তিন জনে কথা কহিতে লাগিলেন। অনন্তর জাত সমস্ত ঘটনা বীরেন্দ্রনাথ অকপটে নিবেদন করিতে থাকিলেন।

নৃসিংহরাম বাহিরে আসিয়া এক ভৃত্যের কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন, ভৃত্য প্রস্থান করিল। তিনি একাকী কক্ষান্তরে এক ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আপন মনে বলিলেন, ঘটনার মেঘ আকাশে বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে, নিশ্চয়ই অতি ভয়ানক দুর্য্যোগ ঘটিবে। সে দুর্য্যোগ কাটিয়া গেলে আমার ভগ্নী সরোজিনীর অদৃষ্টাকাশ সুপ্রসন্ন হইবে না কি? রবিকরোদ্ভাসিত সরোজিনী আবার হাসিবে না কি? দেখি কি হয়, ভগবান্! আমার সহায় হও, যেন কোন অভিনব বিপদ না ঘটে।

সরোজিনী তাঁহার পিতা ও ঠাকুর মা এই বাটীরই একাংশে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু দূরদর্শী বিচক্ষণ নৃসিংহরামের সুব্যবস্থায় আর কাহারও তাহা জানিবার উপায় নাই। বীরেন্দ্রনাথ গত কল্য অনেকক্ষণ এখানে ছিলেন, কিন্তু কিছুই জানিতে পারেন নাই। বেণীমাধব ও তাঁহার পত্নীও কিছুই জানিলেন না।

দুই ঘণ্টা অতীত হইল; নৃসিংহরাম উঠিয়া আসিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দূরেও কোন গাড়ী দেখিলেন না। একটু কাণ পাতিয়া শুনিলেন, শব্দ হইতেছে। ঐ গাড়ীতেই রাজা হরিশচন্দ্র আছেন। তাঁহার অনুমান ঠিক হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী তাঁহার বিশাল ভবনের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। নৃসিংহরাম বহুদূর অগ্রসর হইয়া করযোড়ে রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা গাড়ী হইতে নামিয়াই বলিলেন,—"আপনার ব্যবস্থা কি সুন্দর; বিহাই মহাশয়কে এখানে আনিয়া বড়ই ভাল করিয়াছেন। আপনার অবিদিত নাই, আমার বাটীতে এখন বড়ই নিরানন্দ।"

রাজাকে সমাদরে ঘরের মধ্যে বসাইয়া নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আপনার বিহাই মহাশয় একলা আইসেন নাই, সঙ্গে আপনার বিহাইন ঠাকরুণও আছেন।"

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বটে! ভালই হইয়াছে। আমি যাহা বলিব, তাহা তাঁহারা দুইজনে শুনিলেই ভাল হয়।

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"যদি দুই জনে শোনা আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনাকে কষ্ট করিয়া একটু উঠিতে হইবে। কারণ যে অংশে তাঁহারা রহিয়াছেন, সেখানেই পাশাপাশি ঘরে বসিলে দুই জনেই আপনার কথা শুনিতে পাইবেন। আমি তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া আসিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন।"

নৃসিংহরাম সংবাদ বহন করিয়া বেণীমাধব বাবুর অধিকৃত কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন, অতি ব্যস্ততা সহ বেণীমাধব ও বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে আসিলেন, রাজার সহিত বেণীমাধবের নমস্কার, আলিঙ্গন ও শিষ্টাচারাদি সমাপ্ত হইল।

সকলেই উঠিয়া আসিয়া বেণীমাধব বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নৃসিংহরাম বলিলেন,—"বোধ হয় এ স্থলে আমার অথবা বীরেন্দ্রনাথের উপস্থিত থাকা অনাবশ্যক।

রাজা বলিলেন,—"আপনি ইচ্ছা করিলে, এখন উপস্থিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু সমস্ত কথাই আপনাকে জানাইতে হইবে। পূর্ব্বে আপনার সহিত আমার কেবল জানা শুনা ছিল মাত্র; আজ তিন দিন হইতে আপনাকে বন্ধুরূপে চিনিয়াছি, আর আপনার বিষয় বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। এখন না হয়, একটু পরে আপনাকে সকল কথাই জানাইতে হইবে।"

নৃসিংহরাম হাসিতে হাসিতে হাত যোড় করিয়া বলিলেন, —"অনুগ্রহ আপনার।"

বীরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া নৃসিংহরাম বাহিরে আসিলেন এবং বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর কথাবার্ত্তা সাঙ্গ করিয়া বেণীমাধব ও রাজা হরিশচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। আহার না করিয়া রাজাকে বাটী ফিরিতে দিতে নৃসিংহ রাম অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই আহারের স্থান করিবার আদেশ হইল।

একবার বেণীমাধব, একবার রাজা অস্ফুট স্বরে নৃসিংহ রামের কাণে অনেক কথা বলিলেন, তিনিও উভয়কেই বিহিত উত্তর দানে সন্তুষ্ট করিলেন। ভোজন-ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কাল প্রাতে আবার রাজাকে এখানে আসিতে হইবে। তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। বীরেন্দ্র নাথের যাওয়া হইল না। নৃসিংহ রামের ব্যবস্থায় তিনি এখানে থাকিলেন।

গমন কালে রাজা বলিলেন,—"আমি যেরূপ মানসিক ক্লেশে কালপাত করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; আমার অবস্থা আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝিয়াছেন। এ সময়ে সকল কাজ ঠিক করিতে পারিব কি না জানি না। আপনি দয়া করিয়া একটু চক্ষু রাখিবেন।"

নৃসিংহ রাম সবিনয়ে বলিলেন,—"আমাকে অনুগত বলিয়া মনে করিবেন।"

রাজাকে বহন করিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতে বেণীমাধব বাবু নৃসিংহ রামকে বলিলেন,—কতকগুলা গুরুতর কথা আমার মনে উঠিয়াছে; বীরেন্দ্র নাথের মুখে আমি সমস্ত কথা শুনিয়াছি। রাজা হরিশচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও বুঝিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য আপনি না বলিলে তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"কোন্ বিষয় আপনি স্থির করিতে পারিতেছেন না বলুন।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"প্রথম কথা, রাজা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দান পত্র লিখিয়া বীরেন্দ্র নাথকে দিতে চাহিতেছেন; এরূপ অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?

নৃসিংহ বলিলেন,—"কেন ঘটিবে না। আপনি রাজার বৈবাহিক, তাঁহার হৃদয়ের ভাব আপনারই ভাল বুঝা উচিত। আমার বোধ হইতেছে, আপনি রাজাকে চিনেন না। রাজা হরিশচন্দ্র একজন অপ্রাকৃত মনুষ্য। অতি সত্যবাদী, তেজস্বী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ আর পরম ধার্ম্মিক। এরূপ মহাপুরুষের বাক্যে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"কিন্তু বধূমাতা আমার ছেলেকে চাহেন না, রাজাও কন্যার সহিত সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন না, এরূপ স্থলে জামাতাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয় না।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"আমি কিন্তু ইহাতে কোন অসম্ভব বা অসঙ্গত কাজই দেখিতেছি না। রাজা বুঝিয়াছেন, দুইটী বিষয়ের জন্য তিনি আপনার নিকট অথবা আপনার পুত্রের নিকট দায়ী। এক তাঁহার কন্যা, দুই তাঁহার সম্পত্তি। কন্যার সহিত যখন জামাতার মনের মিল ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কন্যার ব্যবহারে যখন জামাতাকে নিয়তই জ্বালাতন হইতে হইবে, তখন কন্যার সহিত তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ব্যক্তির এবং বীরেন্দ্র নাথের ন্যায় শান্ত বালকের কোনই সম্পর্ক রাখা সম্ভব নহে। কন্যার সহিত যদি জামাতার সম্পর্ক না থাকিল, তাহা হইলে এই সময় ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে বিষয় সম্পত্তি বীরেন্দ্র নাথের হস্তগত না হইতেও পারে। সহসা রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, রাজকন্যা বীরেন্দ্র নাথকে সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও না দিতে পারেন, আরও অনেক অসুবিধা আশঙ্কা আছে। এরূপস্থলে কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি অগ্রেই পরিণাম চিন্তা করিয়া যদি আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করেন, তাহাতে দোষ কিছুই নাই।"

বেণীমাধব বলিলেন,—"তাহা হইলে, সত্যসত্যই

রাজ্য বিষয় লিখিয়া দিবেন বলিয়া আপনি বিশ্বাস করিতেছেন।”

নৃসিংহ রাম হাসিয়া বলিলেন,— তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আর অল্পক্ষণ পরেই আপনিও তাহার পরিচয় পাইবেন। ধন-সম্পত্তি আপনি যেরূপ অমূল্য পদার্থ জ্ঞান করেন, রাজা নিশ্চয়ই তাহা করেন না। আপনার দ্বিতীয় কথা কি ?”

বেণীমাধব বলিলেন,—“রাজকন্যা আপনার পিসিমার সহিত চলিয়া গিয়াছেন, একথা লইয়া দেশে একটা কলঙ্ক রটিবে না কি ?”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“কলঙ্ক রটা আশ্চর্য্য নহে ; কিন্তু সে কলঙ্কের কোনই মূল্য নাই। আপনি সরোজিনীর নামে অনেক কলঙ্ক রটাইয়াছেন, তাহা যেমন অসার, রাজ-কন্যার সম্বন্ধে যদি কোন কলঙ্ক রটে, তাহাও সেইরূপ অসার বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি বাপ মার অপেক্ষা পিসিরই বেশী অনুগত ; সেই ধনশালিনী পিসি যদি ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া, ভাইঝিকে লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন, তাহাতে কোনই দোষের কথা উঠিতে পারে না।”

বেণীমাধব বলিলেন,—“আপনার মীমাংসা বড়ই সুন্দর। কালি হইতে আপনার যত কথা শুনিতেছি, সকলই অদ্ভুত বলিয়া বুঝিতেছি। আপনি যে বিষয়ে যাহা বলিবেন তাহাই আমি করিব। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি,

চন্দ্রকান্ত ভায়া কন্যা লইয়া কৃষ্ণনগর আসিয়াছেন, আমার বোধ হয়, আপনি তাঁহাদের সংবাদ জানেন।”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“জানিলেও আমি তাহা বলিব না। ধন না থাকিলে আপনার বিচারে মনুষ্য অপদার্থ বিশেষ। রূপের গুণের, ধর্ম্মের আদর আপনি জানেন না। সুতরাং সে দরিদ্রদিগের সন্ধানে আপনার এখন কোনই প্রয়োজন নাই। আপনি ধনের সন্ধানে জীবন কাটাইয়াছেন, ধনের আশায় ছেলেকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছেন, ধনের লোভে এখানে আসিয়াছেন, যাহাতে ধনলাভ হয় তাহাই এক্ষণে আপনার দ্রষ্টব্য, অন্য কথায় আর আবশ্যক নাই।”

বড়ই সুস্পষ্ট কথা। কল্য হইতে নৃসিংহরাম যাহা যাহা বলিতেছেন, সকলই বেণীমাধবের প্রাণে গিয়া বাজিতেছে। তিনি বুঝিয়াছেন, ধনের লোভে পুত্রকে চিরদুঃখী করা হইয়াছে। রাজার এই প্রভূত সম্পত্তি পাইয়া বীরেন্দ্র ধনী হইবে বটে, কিন্তু তাহার জীবন দুঃখময় হইবে। মনের মত স্ত্রী না থাকায় বীরেন্দ্র সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন কাটাইবে; তাহার সংসার অন্ধকার হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এত ধনলোভ এখন ছাড়িব কি? যাহা হইতেছে হউক, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।

নৃসিংহ রাম প্রস্থান করিলেন। কক্ষান্তরে বীরেন্দ্রনাথ বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, নৃসিংহ রামকে তথায় আগত দেখিয়া বীরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নৃসিংহ

বলিলেন,—"বইস ভাই, তোমার পিতার সহিত কালি হইতে অনেক কথা কহিয়াছি, তোমার সহিত কোন কোন বিষয়ে কথা কহিতে ইচ্ছা করি। তুমি স্পষ্ট করিয়া সকল কথার উত্তর দিলে সুখী হইব।"

বীরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—আপনার কোন কথার প্রকৃত উত্তর না দেওয়া অসম্ভব। কারণ আমার বোধ হয়, মানুষের প্রাণের মধ্যেও যে লুকান কথা থাকে আপনি তাহাও জানিতে পারেন।"

নৃসিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি এবার বি এ পাস করিয়াছ, সেদিন গেজেটে তোমার নাম দেখিয়াছি। তোমার মুখে এক আশ্চর্য্য তত্ত্ব শুনিলাম। মনুষ্যের প্রাণের মধ্যস্থ লুক্কায়িত ভাব অপরে দেখিতে পায়, ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। যদি সকল প্রচ্ছন্ন ভাব জানিতে আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তোমায় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হইত না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সরোজিনীর এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য বলিয়া তুমি মনে কর।"

বীরেন্দ্র নাথ কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাঁহার নয়ন নিষ্প্রভ হইল এবং বদন যেন রক্তশূন্য হইল; বলিলেন,—"সে কথায় আর কাজ কি? আমি স্বহস্তে তাঁহার সুখের মূল কাটিয়া দিয়াছি; তাঁহাকে যন্ত্রণার তুষানলে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি; তাঁহাকে অহর্নিশ মৃত্যুর কামনা করিতে বলিয়াছি। এরূপ নরাধম পাষণ্ড

তাঁহার আর কি ব্যবস্থা করিবে? আমার বোধ হয় মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তীব্র ক্লেশে তাঁহাকে ছট্‌ফট্ করিতে হইবে।”

নৃসিংহ বলিলেন,—“এতই যদি বুঝিয়াছ, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিলে কেন?”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“এক কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি দুইটী জীবনকে বলি দিয়াছি। পিতার আদেশ পালন করিতে গিয়া আমি স্বয়ং মরিয়াছি, আর সেই অভাগিনীকেও নিপাত করিয়াছি।”

নৃসিংহ বলিলেন,—“এ কথা তুমি এখন বলিতেছ। রাজকন্যা বড়ই অহঙ্কৃতা, বড়ই অপ্রিয়বাদিনী, বড়ই নিষ্ঠুর স্বভাবা। তোমার সহিত তিনি একটুও ভাল ব্যবহার করেন নাই, এই জন্যই তোমার মনে হইতেছে যে, পিতার আদেশে তুমি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। যদি সুশীলা তোমার সহিত প্রেমিকার ন্যায় মধুর আলাপ করিতেন, যদি তিনি দয়া মায়া প্রভৃতি গুণগ্রামে তোমাকে মজাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তোমার কখনই এত কষ্ট হইত না। আর সরোজিনীর দুরবস্থা ভাবিয়া তোমার এত আত্মগ্লানি জন্মিত না।”

বীরেন্দ্র দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—“আপনি মনুষ্য হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াও এরূপ কথা কেন বলিতেছেন? সুশীলার অপ্রিয় ব্যবহার আমার বড়ই উপকারে লাগিয়াছে। এই

অপ্রিয় ব্যবহারের অপমানে আমি সময়ে সময়ে সংসারের সকল আকর্ষণই ভুলিয়া যাইতেছি। আমি পিতার অপমান, নিজের ক্লেশ, প্রভৃতির জ্বালায় আত্মহারা হইয়া সময়ে সময়ে সরোজিনীকেও ভুলিতে পারিতেছি। সুশীলা এসম্বন্ধে বাস্তবিকই আমার উপকার করিয়াছেন। তাঁহার উগ্রতায় আমার হৃদয় কঠোরতা শিখিতেছে, তাঁহার কাঠিন্যে আমার হৃদয় কোমলতা ভুলিতেছে, তাঁহার নির্দ্দয়তায় আমার প্রাণ পাষাণ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার অপ্রেমিকতায় আমার হৃদয়ের সকল আকর্ষণ ছিঁড়িতেছে, হিতৈষিণী সুশীলার দুর্ব্ব্যবহার আমার পক্ষে অতিশয় উন্নতির উপায় হইয়াছে। যদি সুশীলা ইহার বিপরীত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে আমার যন্ত্রণার সীমা থাকিত না, তাহা হইলে আমি হয় তো এতদিনে পাগল হইয়া যাইতাম অথবা ধীরে ধীরে মৃত্যুর সুশীতল আশ্রয়ে বিশ্রাম লাভ করিতাম।"

"কেন?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কেন? আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কেমন করিয়া বলিব কেন? তাহা হইলে যে প্রেমময়ী সরোজিনীর মূর্ত্তি এখন আমার নয়নান্তরাল রহিয়াছে, তাহা নিরন্তর আমার প্রত্যক্ষ গোচর থাকিয়া অবক্তব্য যাতনার কারণ হইত, তাহা হইলে যে সরোজিনীকে আমি ভুলিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছি, ক্ষণেকের

নিমিত্তও বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, নিরন্তর তিনি আমার নয়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিতেন; যদি সুশীলা প্রাণের স্নেহ ভালবাসা আমাকে ঢালিয়া দিতেন, আমি বুঝিতাম, এ স্নেহ, এ ভালবাসা, সরোজিনীর তুলনায় কি ছার; সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইত। যদি সুশীলা প্রেমের মধুরালাপে আমাকে মাতাইতে আসিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সরোজিনীর চিরদিনের প্রেমের কথা স্মরণে আসিয়া আমাকে দগ্ধ করিত। যদি সুশীলা হৃদয়ের কোমলতা মাখাইয়া আমাকে সুশীতল করিবার প্রয়াস করিতেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমময়ী সরোজিনীর প্রাণস্পর্শী কোমল ভাব মনে পড়ায় আমার প্রাণে ছুরিকা বিদ্ধ হইত। আপনাকে এতকথা আমি বলিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি জানি আপনি সদাশয় মহাত্মা, আপনার নিকট প্রাণের কথা গোপন করা অসম্ভব। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"তোমার সরল কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকট প্রাণের কথা ব্যক্ত করায় আমি সুখী হইয়াছি। বুঝিয়াছি, তুমি যথার্থ প্রেমিক; আর বুঝিয়াছি, সরোজিনীর সহিত তোমার সম্মিলন না হওয়ায় বাস্তবিকই বিধাতার বাসনার বিরোধিতা করা হইয়াছে। আরও একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। সুশীলা যদি অতঃপর অপেক্ষাকৃত ভাল

ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার সহিত সংসার ধর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছ কি ?”

বীরেন্দ্র বলিলেন,—“তিনি যদি আরও মন্দ ব্যবহার করেন, তাহাতেও তাঁহার সহিত সংসার করিতে আমার আপত্তি নাই। তাঁহার ভাল ব্যবহার বা মন্দ ব্যবহার কিছুই আমার প্রাণস্পর্শ করিবে না। তাঁহার ব্যবহারে আমি বিচলিত হইয়াছি বলিয়া নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হইতেছি; যাহার প্রতি কোনই আকর্ষণ নাই, তাহার কোন ব্যবহারে বিচলিত হওয়া লজ্জার কথা। পিতা ইচ্ছা করিলে অতঃপর অনায়াসে অকাতরে সুশীলার পদাঘাত খাইতে খাইতেও আমি সংসার করিব।”

নৃসিংহ বলিলেন,—“তুমি হৃদয়কে সুন্দররূপে গঠিত করিয়াছ। বুদ্ধির দোষে তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে এইরূপ মনের অবস্থা হওয়াই উচিত। আর একটা কথা তোমাকে বলিব; তাহা হইলেই আমার কথার শেষ হয়। যদি এখনই সংবাদ পাও যে সরোজিনীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে ?”

বীরেন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—“এরূপ কোন সংবাদ আপনি পাইয়াছেন কি ?”

নৃসিংহ বলিলেন,—“না—না—আমি কিছুই জানি না; কিন্তু এ সংসারে মৃত্যু সকলেরই শিয়রে বসিয়া আছে, কখন কাহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার স্থিরতা

নাই সুতরাং যে কোন দিন তোমার মৃত্যু-সংবাদ সরোজিনীর নিকট পৌছিতে পারে, আর সরোজিনীর মৃত্যু সংবাদও তোমার নিকট আসিতে পারে। যদি কোনদিন সরোজিনীর মৃত্যু সংবাদ তোমার নিকট আইসে, তাহা হইলে তোমার কি ভাব হইবে, ইহাই আমি জানিতে চাহিতেছি।”

বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—“তাহা হইলে আমি সুখী হইব। বুঝিব যাহাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহার যন্ত্রণা এতদিনে শেষ হইয়াছে।”

নৃসিংহরাম বীরেন্দ্র নাথের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—“ভাই, তোমারই সার্থক ভালবাসা। তোমার এই কথা শুনিয়া লোকে হয়তো তোমাকে নিষ্ঠুর মনে করিবে, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা পরম প্রেমিকের আন্তরিক ভালবাসার প্রতিধ্বনি। এই ভালবাসা হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিও। এ সংসারে যে ভালবাসিতে শিখিয়াছে সেই দেবত্ব পাইয়াছে। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি ভগবানের কৃপাপাত্র হইবে। কিন্তু আর কথার সময় নাই, বেলা অনেক হইয়াছে, তোমাকে এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাকে লইয়া রেজেষ্টারী আফিসে যাইবার জন্য হয় তো এখনই রাজার গাড়ী আসিবে। এখন আমার সহিত আইস, আমরা স্নান করিতে যাই।”

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যই রেজেষ্টারী হইয়া গেল। রাজা সকল সম্পত্তি বিনা সর্ত্তে বীরেন্দ্রনাথকে দান করিলেন। একটা সর্ত্ত থাকিবে কথা ছিল, যাবজ্জীবন রাজা ও রাণী সমস্ত সম্পত্তি আপনাররূপে ব্যবহার করিবেন। বীরেন্দ্রের নিকট সে সম্বন্ধেও একরার লিখিয়া লওয়া হইল না। বেণীমাধব অবাক্! এরূপ ব্যাপার কেহ করিতে পারে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু অসম্ভব কাণ্ডও ঘটিল। তিনি মনে করিলেন, হয় রাজা উন্মাদ, না হয় বাস্তবিকই অসাধারণ মনুষ্য।

একরার লেখা হউক বা না হউক, বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সম্পত্তির দখল লইতে বা তাহা নিজের জানিয়া ব্যবহার করিতে তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই। এখন যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবেই চলুক। রাজা সম্পত্তিশূন্য হইলেও তাঁহার নগদ টাকা যথেষ্ট আছে, তাহাতে অনায়াসে স্বচ্ছন্দ ভাবে তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তবে যতদিন বীরেন্দ্রনাথের সুবিধা না হয়, ততদিন তিনি সম্পত্তির কার্য্য ভার নির্ব্বাহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলেন না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ বিবিধ ভাবের আলোড়নে অতিশয় উৎপীড়িত। অতি প্রত্যূষে নৃসিংহরাম বাবুর ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ পাদ-চারণা করিতে করিতে বহু দূরে চলিয়া গেলেন; অতি মধুর প্রাতঃ সমীরণ তাঁহার চিন্তা-ক্লিষ্ট মস্তককে শীতল করিতে লাগিল। সকলের কথাই তাঁহার মনে হইতে থাকিল; রাজার উদারতা এবং সুশীলার হৃদয়-হীনতা তাঁহার হৃদয়ে কল্পনাতীত কাণ্ড বলিয়া মনে হইল। পিতার পুত্র বাৎসল্য-জনিত স্বার্থান্বেষণ এবং এই নৃসিংহ বাবুর নিঃস্বার্থ পরমত্নতা আলোচনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বৈষম্য তুলনার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। আর তাঁহার মনে হইল, রাজার সম্পত্তির বিনিময়ে পিতা পুত্র বিক্রয় করিলেন, পুত্র চিরদিনের নিমিত্ত স্বাধীনতা হারাইল। সম্পত্তি দাতার মনের বাসনা বুঝিয়া কার্য্য করিতে সে চিরদিনের নিমিত্ত দায়ী হইল। সত্য বটে, রাজা দেবোপম মনুষ্য, সত্য বটে, তাঁহার চির-দাসত্ব করিতে পাওয়াও সৌভাগ্য, সত্য বটে, তাঁহার মনোরঞ্জন করা কোনরূপ ক্লেশ-সাধ্য নহে, তথাপি স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইতে হইলে সকলকেই অবসন্ন হইতে হয়। কেবল ন্যায়ের অনুরোধে, কর্ত্তব্যের উত্তেজনায়, রাজা সম্পত্তি দান করিয়াছেন। সম্পত্তি-রূপ বন্ধনের দ্বারা সুশীলার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করা রাজার বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা বীরেন্দ্রনাথের পক্ষে পরম মঙ্গল।

সরোজিনী যে ভাবে জীবনপাত করিতেছেন, বীরেন্দ্রনাথও সেই ভাবে জীবনপাত করার জন্য আকাঙ্ক্ষী। সম্পত্তিতেও তাঁহার প্রয়োজন নাই সুশীলাতেও তাঁহার প্রয়োজন নাই। পিতার আদেশে, রাজার ইচ্ছায় সম্পত্তি গ্রহণ করা হইয়াছে। সুশীলা স্বয়ং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সম্পত্তির সহিত সুশীলা মিলিয়া না আইসে, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। পিতা সম্পত্তি লইয়া সুখী হইয়া থাকেন হউন, বীরেন্দ্র সামান্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বীরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাইবার পথে উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্যমনস্ক, কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। দূর হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে; ভাড়াটিয়া গাড়ী, কিন্তু অশ্বদ্বয় বিশেষ বলবান। গাড়ীর ভিতরে দুইজন আরোহী। উপরে বলিষ্ঠকায় তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট; গাড়ী দ্রুতবেগে আসিতেছে না।

বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে গাড়ী আসিলে তন্মধ্যস্থ এক আরোহী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু মহাশয়! আপনি বলিতে পারেন কি, কোন্ পথ দিয়া যাইলে নৃসিংহরাম বাবুর বাটীতে পৌঁছিতে পারিব?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি সেই বাটীতেই থাকি, সে বাটী চিনিতে ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই পার্ক ষ্ট্রীট দিয়া যাইলে সে বাটীতে যাওয়া যাইবে।"

আরোহী বলিল,—"মহাশয় যখন সেখানে থাকেন, তখন এখনই হউক বা একটু পরেই হউক আপনিও ফিরিবেন ?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন;—"হাঁ, আমি এখনই ফিরিব।"

আরোহী পুনরায় বলিলেন,—"দয়া করিয়া আপনি যদি এই গাড়ীতে উঠেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিশেষ উপকার হয়। আমরা বিদেশী লোক, বাড়ী চিনিয়া লইতে কষ্টবোধ করিব। আপনি অনুগ্রহ করিবেন কি ?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপত্তি নাই। চলুন, আপনা-দিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।"

সসম্ভ্রমে আরোহীদ্বয় গাড়ীর মধ্যে বীরেন্দ্রনাথকে বসাইলেন। যে গাড়ী মন্দ বেগে আসিতেছিল, তাহা তীরের ন্যায় ধাবিত হইল। চক্রের ঘর্ঘর শব্দে বিকট কোলাহল করিতে করিতে, ধূলিপটলে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিতে করিতে, নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। পার্ক ষ্ট্রীট পার হইয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ হাঁ হাঁ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'ডাহিনে ডাহিনে' বলিয়া প্রাণপণে মুখ বাড়াইয়া কোচম্যানকে আদেশ দিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা শুনিল না। বেগবান অশ্বদ্বয় সমান ধাবিত হইতে লাগিল।

তখন আরোহীদ্বয়ের একজন বলিল,—"ভয় কি বাবু! ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? না হয় একটু হাওয়া খাইয়াই আসিবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার হাওয়া খাইবার আবশ্যক নাই, আমাকে এখনই ফিরিতে হইবে, আমাকে নামাইয়া দেও আমি চলিয়া যাই।"

আরোহীদ্বয়ের একজন বীরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া গদির উপর বসিল এবং বলিল,—"এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে বাবু! জলে পড়েন নাই—পথ হারান নাই। ভাবিতেছেন কেন?"

বীরেন্দ্রনাথের চিত্তে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সম্মুখে ভয়ানক বিপদ। দেখিতে দেখিতে গাড়ী বামদিকে এক কাঁচা রাস্তায় বেঁকিল এবং পূর্ব্ববৎ বেগেই সমান দৌড়িতে লাগিল। পথ প্রায় জনহীন; এতক্ষণের মধ্যে পথে দুইচারি জনের বেশী মানুষ তাঁহার চক্ষুতে পড়ে নাই। অল্পদূর যাওয়ার পর কাঁচা রাস্তার উভয় পার্শ্বেই ভয়ানক বন আরম্ভ হইল। বীরেন্দ্রনাথের মনে আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিল; তিনি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবেন স্থির করিলেন।

যে ব্যক্তি পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিল, সে বীরেন্দ্র নাথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল এবং বাহু দ্বারা তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল,—"গোল করিতে যাইতেছ কেন? আমরা যাহা বলি তাহাই তোমাকে শুনিতে হইবে।"

তখন বীরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—"তোমরা কে? তোমাদের কথা আমি কেন শুনিব? আমাকে এখনই নামাইয়া দিবে কি না বল?"

বীরেন্দ্র নাথের সম্মুখস্থ ব্যক্তি বলিল,—"না। আমাদের

কথা শুনিতে তুমি বাধ্য। না শুন তোমার আরও বিপদ ঘটিবে। চুপ করিয়া চল।"

বীরেন্দ্র বুঝিলেন, ইহারা অসভ্য ইতর লোক, সংখ্যায় পাঁচজন, সকলেই বলবান্, ইহাদের সহিত বিরোধ ঘটাইলে, বাস্তবিকই তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইবে। তখন তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির রহিলেন।

পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। পার্শ্বে, সম্মুখে কেবলই বন; নিম্নে কণ্টকী লতা, এবং বৈঁচি কুঁচ প্রভৃতি গাছ, পরে নানা প্রকার বড় বড় বৃক্ষ; গাড়ীর গতি বন্ধ হইল। তখন উপবিষ্ট তিন ব্যক্তি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল, তাহদের হাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা লাঠি। যে ব্যক্তি বীরেন্দ্র নাথের কটি বেষ্টন করিয়াছিল, সে বলিল,—"নাম।"

অপর আরোহী সবলে বীরেন্দ্র নাথের হস্ত ধারণ করিল, বীরেন্দ্র বুঝিলেন, তাহার দেহ অসুরের ন্যায় শক্তিশালী, যে ব্যক্তি কটি-বেষ্টন করিয়াছিল, তাহার দেহেও যে অমিত বল তাহাও বীরেন্দ্র নাথ বুঝিয়াছিলেন। এই দুর্বৃত্তগণের বাসনার বিরোধিতা কেবল বাতুলতা। এত দূর আসিতে কুত্রাপি লোকালয় বীরেন্দ্রের নয়নে পড়ে নাই। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিকটে লোকের বাস আছে বলিয়া বোধ হয় না সুতরাং কাতর ভাবে চীৎকার করিলেও কোন দিক হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা

নাই। অতএব দুষ্টেরা যাহা বলিতেছে, তাহাই করিতে হইবে।

বীরেন্দ্র নাথ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। দূরে এক ভগ্ন সৌধ তাঁহার নয়নে পড়িল। কোন সময়ে তাহা সমৃদ্ধিশালী লোকের বাসস্থান ছিল, এক্ষণে তাহা জীর্ণ, পতনোম্মুখ, অশ্বথ মূল-বিদ্ধ এবং পরিত্যক্ত। একজন অগ্রে চলিতে লাগিল, দুইজন দুই পার্শ্ব হইতে বীরেন্দ্রের দুই বাহু ধারণ করিয়া চলিল, আর দুই ব্যক্তি অনুসরণ করিতে থাকিল। ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচম্যান কোন কথা না কহিয়া তৎক্ষণাৎ কষ্টে গাড়ী ঘুরাইয়া লইল এবং বিপরীত দিকে চালাইল। গাড়ী অদৃশ্য হইল।

নির্ব্বিবাদে দুষ্টগণের সহিত বীরেন্দ্র নাথ চলিতে লাগিলেন, জীর্ণ ভবনের নিকটস্থ হইলেন। বীরেন্দ্র নাথ দেখিলেন, এই বাটী বহুস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং এক সময়ে ইহা পরম শোভাময় ছিল। গৃহ, অঙ্গন, দেওয়াল সর্ব্বত্রই বৃক্ষ লতা বা গুল্মের উদ্ভব হইয়াছে। ভবনের কুত্রাপি জন সমাগমের কোন লক্ষণ নাই। এই ভবন মধ্যে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তি একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল, প্রায় সকল ঘরেরই দরজা জানালা ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু এই ঘরের জীর্ণ দরজা এখনও খাড়া আছে; জানালার গরাদে ঠিক আছে। সে ব্যক্তি আদেশ করিল, এই ঘরে

আন। যাহারা হাত ধরিয়াছিল, তাহারা সেই ঘরে বীরেন্দ্র নাথকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন বীরেন্দ্র নাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি তোমাদিগের আদেশ পালন করিয়াছি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা উত্তর দিবে কি ?"

একজন বলিল,—"বল।"

বীরেন্দ্র নাথ বলিলেন,—"কোন্ উদ্দেশ্যে তোমরা আমাকে এস্থলে আবদ্ধ করিতেছ ?"

সেই ব্যক্তি উত্তর দিল,—"তাহা আমরা জানি না। কোন বিশেষ কথা আমরা বলিব না। তোমাকে আপাততঃ এই স্থানে থাকিতে হইবে। পরে তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা তুমি জানিতে পারিবে। এই মালসায় কিছু খাবার আছে; ক্ষুধাবোধ হইলে তুমি খাইবে। এই কলসীতে জল আছে, ঐ কোণে দুইটা বাতি একটা দেশলাই আছে, রাত্রি হইলে তুমি আলো জ্বালিতে পারিবে। দুইখানি চেটাই আছে, তাহাতে বসিয়া বিশ্রাম করিবে। আমরা কেহ এখানে থাকিব না, ঘরের মধ্যে কোন ভয় নাই। বাহিরে বাঘের ভয় বিলক্ষণ। এই বাটীতেও বাঘ থাকে শুনিয়াছি। যদি তুমি চেঁচাইয়া গলা চিরিয়া ফেল, তাহা হইলেও লোকের সাহায্য পাইবে না। নিশ্চয়ই তোমার এ অবস্থা থাকিবে না; কবে কতক্ষণে তোমার মুক্তি হইবে বলিতে পারি না।"

বীরেন্দ্রনাথ হতাশ ভাবে কপালে করাঘাত করিলেন।

লোকেরা একে একে বাহিরে আসিল, দরজার তালা বন্ধ হইল। সে শব্দ বীরেন্দ্রনাথের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। সকলেই শান্ত হইল। বাস্তবিকই লোকগুলা চলিয়া গেল। যে পথ দিয়া গাড়ী আসিয়াছিল, সে পথে না গিয়া তাহারা বনের ভিতর দিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। কোথায় সন্তানের কল্যাণ কামনায় সদসৎ-বিবেচনা-রহিত পিতৃদেব! কোথায় করুণাময়ী জননী! কোথায় পরম দয়ালু শ্বশুর মহাশয়! কোথায় কৃপাময়ী শ্বশ্রূদেবী! এই জনহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যবেষ্টিত ভীতিজনক স্থানে নিরপরাধ বীরেন্দ্রনাথকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এ ভয়ানক কাণ্ড কে ঘটাইল? বীরেন্দ্রনাথ সেই নিভৃত কারাগারে বসিয়া বারংবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁহার মনে হইল, রাজ-কন্যা সুশীলার ব্যবস্থায় এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। বীরেন্দ্রনাথকে বাধ্য করিবার—অধীন করিবার—পালিত কুকুর বিড়ালের ন্যায় পোষ মানাইবার জন্য রাজ-কন্যা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। রাজ-পুরীতে, রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তিনি ইচ্ছামত কোন গর্হিত আচরণের সুযোগ পান নাই। এক্ষণে তিনি স্বাধীনা, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেন্দ্রনাথের এই অবরোধ, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে সুশীলাই এই অত্যাচারের কারণ।

বীরেন্দ্রনাথের মনে হইল, সুশীলার সঙ্কল্প দুইটী, এক বীরেন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাধীন করা, আর সরোজিনীর সর্ব্বনাশ করা। একটীর উপায় তিনি করিয়াছেন, দ্বিতীয়টীর ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন কি? শুনিয়াছি, সরোজিনী কৃষ্ণনগরে আছেন, ধনশালিনী স্বাধীন-স্বভাবা হৃদয়হীনা সুশীলা অনায়াসেই সরোজিনীর

দুর্গতি ঘটাইলেই ঘটাইতে পারেন। এ রাক্ষসীর অসাধ্য কিছুই নাই। নিষ্ঠুরতাই ইহার বিলাস। জানি না সরোজিনীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে? ভগবান! আমার যাহা হয় হউক, দয়া করিয়া সরোজিনীকে তুমি রক্ষা কর।

এরূপ অবস্থায় অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে কালপাত করা অবিধেয় বলিয়া বীরেন্দ্রনাথের মনে হইল। তিনি কারাগারের চারিদিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন দ্বার জানালাই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপায় নাই। লোকেরা বলিয়াছে, এ অবস্থা থাকিবে না। কখন থাকিবে না? সম্ভবতঃ যখন বীরেন্দ্রনাথ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সুশীলার অনুগ্রহজীবী সেবক বলিয়া স্বীকার করিবেন, অথবা ব্যবহারের দ্বারা সেই ভাবের প্রমাণ দিবেন, তখনই তাঁহার মুক্তি হইবে। বীরেন্দ্রনাথ প্রাণান্ত হইতেছে বুঝিয়াও সুশীলার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবেন না, সুতরাং নিষ্কৃতির উপায় নাই।

বীরেন্দ্রনাথ বুঝিয়া দেখিলেন, সহজেই কোন দরজা-জানালা ভাঙ্গিবার উপায় থাকিলে কখনই তাঁহাকে এস্থানে আবদ্ধ করিত না। কিন্তু তাঁহার মনে একটা আশার সঞ্চার হইল। দেওয়ালের গায়ে পাশাপাশি এক জোড়া কোলঙ্গা ছিল, সেই কোলঙ্গাতেই বীরেন্দ্রনাথের জন্য কিঞ্চিৎ আহার্য্য ও পানীয় জল ছিল। বীরেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, কোলঙ্গার পশ্চাৎ ভাগে কেবল একখানি করিয়া ইট

গাঁথা আছে, বোধ হয় যত্ন করিলে, সেইটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারা যায়।

বেলা কতক্ষণ হইল, তাহা বীরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষুৎপিপাসার কাল অতীত হইলেও তিনি তাহা অনুভব করিলেন না। যে আহার্য্য ও পানীয় তথায় রহিয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও উদরস্থ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

কেহ প্রহরী রূপে কোন দিকে আছে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে কোলঙ্গা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেই বিপদ ঘটিবে। বোধ হয় কোন দিকে কেহ নাই, থাকিলে নিশ্চয়ই একটা আওয়াজও পাওয়া যাইত। দেখিব কি? চেষ্টা এখনই করিব কি? বীরেন্দ্রনাথ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জোরে যথাস্থানে আঘাত করিলেন, হাতে লাগিল কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু দেওয়ালের কোন অংশ খসিয়া পড়িবে বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। এক স্থানেই তিনি পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সেই স্থান একটু নড়িয়াছে, উল্লাসে তাঁহার হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইল। তিনি একটু সরিয়া আসিলেন, ইচ্ছা হইল, যদি কোথাও একখানি ভাঙ্গা ইট পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। দেখিলেন হাতের চামড়া উঠিয়া গিয়াছে এবং রক্ত পড়িতেছে। ইট বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ পাওয়া গেল

না। কিন্তু কিসের একটা শব্দ বীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। কেহ আসিতেছে কি? আঘাতের শব্দ শুনিয়া কোন লোক দেখিতে আসিতেছে কি? বীরেন্দ্র স্থির হইয়া মেঝের উপর বসিলেন। কৈ না? কেহই তো আসিল না? শব্দও তো হইতেছে না? হাতে আর আঘাত করা চলে না। করিতেই হইবে। মাংস না হয় ছিঁড়িয়া যাইবে,— হাত না হয় ভাঙ্গিয়া যাইবে—উপায় করিতেই হইবে।

বীরেন্দ্রনাথ আবার উঠিলেন। নিশ্চয়ই কেহ আসিতেছে। স্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছে, আবার বীরেন্দ্রনাথ স্থির হইলেন। বাস্তবিকই কেহ আসিতেছে বটে। এক জন নহে, অনেক লোকের পদ শব্দ ও কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। ভয়ে বীরেন্দ্র আকুল হইলেন।

সহসা একটা হাস্য ধ্বনি বীরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এ সুশীলারই হাসি! বীরেন্দ্রনাথ ভগবানকে স্মরণ করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। অনেক লোক চলিয়া গেল, তাহাদের পদশব্দ পুরুষের ন্যায় কাঠিন্য ব্যঞ্জক, তাহারা দূরে চলিয়া গেল, আর সে পদ শব্দ শুনা যায় না। আবার অনেক পা ফেলার আওয়াজ, স্ত্রীলোকের চরণোত্থিত; শব্দ বীরেন্দ্রনাথের ঘরের দ্বারে আসিয়া থামিল। সত্যই সুশীলা বলিলেন,—"দরজা ফাঁক করিয়া দেখনা কি করিতেছে?"

দরজা ফাঁক করিয়া এক নারী যাহা দেখিল, তাহা সুশী-

লাকে জানাইল। দরজা খুলিতে আদেশ হইল। বীরেন্দ্র দেখিলেন, সম্মুখে সুশীলা।

সুশীলা বলিলেন,—"বুঝিয়াছ, আমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিতে পারি? সে দিন বাবার দ্বারা আমাকে জুতা খাওয়াইয়াছ, আমি এখন মনে করিলে তোমাকে রসাতলে পাঠাইতে পারি। তোমার মত নির্ব্বোধ অধম জীবকে মারিয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি তোমার এখনও সুমতি হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কুমতির কাজ আমি কি করিয়াছি জানি না। কোন অপরাধ করিলে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়। আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমার নিকট কোন দোষ করি নাই। সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

সুশীলা বলিলেন,—"দেখিতেছি তোমার অহঙ্কার এখনও চূর্ণ হয় নাই। থাক তুমি, কতদিন এই ভাবে থাকিতে পার দেখিব। যদি যম আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করে, তবেই তোমার রক্ষা, নতুবা আমার হাত হইতে তোমার নিস্তার নাই।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"উত্তম। আমি তোমার মত লোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি না। আমি অকাতরে এই স্থানে মরিতে প্রস্তুত আছি।"

সুশীলা বলিলেন,—"বেশ, তুমি অকাতরে এখানেই থাক, আমি শীঘ্রই তোমায় আরও অকাতর করিবার উপায় করিব। তোমাকে এখানে একা থাকিতে হইবে না, তোমার সাধের সরোজিনী হয় মরিয়া না হয় মরণাপন্না হইয়া বিকট সাজে তোমার নিকট আসিতেছেন। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, এ বনবাসেও যাহাতে তুমি পরম সুখে থাক, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া আমি থাকিতে পারি কি ?"

সুশীলা বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা সেই হাসির সহিত যোগ দিল, ভীত বীরেন্দ্র নাথের হৃদয় সেই শব্দ শুনিয়া আরও কাঁপিয়া উঠিল।

সুশীলা আবার বলিলেন,—"তুমি এক্ষণে প্রেতিনী প্রাণেশ্বরীকে কিরূপে সম্ভাষণ করিবে, তাহাই ভাবিয়া আনন্দ ভোগ করিতে থাক। শীঘ্রই তোমার প্রাণেশ্বরীর দেহ লইয়া আমরা আসিতেছি, চিন্তা করিও না।"

আবার দ্বার রুদ্ধ হইল। পদশব্দ সমূহ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল। তখন বীরেন্দ্র নাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সরোজিনীর উপর এই রাক্ষসী অত্যাচার করিবে। জানিনা কি ভয়ানক আয়োজন করিয়াছে। আমি যদি কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারি তাহা হইলে দৌড়িতে দৌড়িতে এখনই নৃসিংহরাম বাবুর কাছে যাইয়া সকল কথা বলি। তিনি মনে করিলে, সুশীলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারেন।

বীরেন্দ্রনাথ জানিতেন না যে, তখন নৃসিংহ বাবু অন্ধ

চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল। প্রাতে বীরেন্দ্রনাথ বাটী হইতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, অপরাহ্ণ হইয়া গেল তথাপি তিনি ফিরিলেন না। চিন্তায় নৃসিংহরাম, বেণী মাধব, তাঁহার গৃহিণী, রাজা হরিশচন্দ্র ও রাণী সকলেই আকুল হইয়াছেন। নানা স্থানে বীরেন্দ্র নাথের সন্ধান করা হই-য়াছে, কিন্তু কোনস্থান হইতেই কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রাজা হরিশচন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বীরেন্দ্রের এই অদর্শন ব্যাপারের সহিত সুশীলার কোন সম্বন্ধ থাকা অস-ম্ভব নহে। সুশীলা এবং তাহার পিসিমা বীরেন্দ্র নাথকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে, আপনাদিগের ইচ্ছাধীন করিবার অভিপ্রায়ে এবং সকল আত্মীয়কে ভয় দেখাইবার অভি-প্রায়ে বীরেন্দ্র নাথকে কোনরূপে হস্তগত করিতে না পারেন এমন নহে।

রাজা দ্রুতগামী অশ্বে এক সোয়ার নবদ্বীপে পাঠাইয়া-ছেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে সেস্থান হইতে সংবাদ লইয়া সোয়ার ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা। বেণীমাধবের গৃহিণী কাঁদিয়া হাট বাধাইয়াছেন এবং স্বামীর সহিত ঝগড়া করিতে করিতে বলিতেছেন,—"তোমার অর্থ লোভেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। তুমি গোড়া হইতে পাপ করিতেছ, তাই আমার অঞ্চলের ধন আজ না জানি কি বিপদেই পড়িল। যদি তখনই সরোজিনীর সহিত ছেলের বিবাহ দিতে তাহা হইলে

কোন গোলই হইত না। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে বাছাকে ফিরিয়া পাইলে আমি রাজার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব, কাহা-রও কথা না শুনিয়া ছেলে লইয়া দেশে পলাইব। তাহার পর চন্দ্রকান্ত ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া সোণার লক্ষ্মী মা সরোজকে বিবাহ দিয়া ঘরে আনিব।"

বেণীমাধব অতিশয় পুত্র বৎসল, তাঁহার প্রাণে ব্যাকুলতার সীমা নাই। বলিলেন,—"সত্যই আমি বড়ই অন্যায় করি-য়াছি। আমার পাপেই সন্তান কষ্ট পাইতেছে। রাজার সম্পত্তিতে কাজ নাই, রাক্ষসী রাজকন্যায় আর দরকার নাই। তুমি ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে বীরেন্দ্রের মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা বলিবে তাহার অন্যথা আমি করিব না।"

যত ভয়ে অন্যান্য সকলে বিকল হইয়াছেন, রাণী তত ভয় করিতেছেন না। তিনি সকলকেই বলিতেছেন, —"কেহই কোন চিন্তা করিও না। ঠাকুরঝি আর পাপিষ্ঠা মেয়ে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে। এ ব্যাপারে বীরে-ন্দ্রের কোনই অনিষ্ট হইবে না। আমার বরং মনে হইতেছে যে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে, তাহারাই হয়তো আপনার ফাঁদে আপনি পড়িবে।"

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, নবদ্বীপ হইতে সোয়ারও ফিরিল না। নৃসিংহরাম এতক্ষণে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন, অন্যের অজ্ঞাত আর এক ব্যাপারে

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে বড়ই উদ্বেজিত করিতেছিল। অদ্য প্রাতে সরোজিনী ও ঠাকুরমা নৃসিংহ-দেব-পাড়ায় গিয়াছেন। তাঁহারা এই বাটীর একাংশেই বাস করিতেছেন, কিন্তু বেণী-মাধব, বীরেন্দ্র বা তাঁহার জননী সে সংবাদ জানেন না। অতি সুশৃঙ্খলাবস্থায় সুকৌশলী নৃসিংহরাম তাঁহাদিগকে সকলের অজ্ঞাতসারে দেব-দর্শনে প্রেরণ করিয়াছেন। সঙ্গে চন্দ্রকান্ত আছেন, দুইজন দাসী আছে, একজন বেহারা আছে। একখানি ঘোড়ার গাড়ী তাঁহাদিগকে বহন করিয়া গিয়াছে।

নৃসিংহরামের দুই চিন্তা। হইতে পারে প্রাতঃভ্রমণকালে বীরেন্দ্রনাথ পথিমধ্যে কোন স্থানে চন্দ্রকান্তকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার পর ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক যুবক তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থির করিলেন, বীরেন্দ্রের পক্ষে এরূপ ব্যবহার অসম্ভব। তাঁহার পিতা এক্ষণে উপস্থিত, সেই পিতার অনুমতি ব্যতীত তিনি যে বারেক সরোজিনীকে দূর হইতে দেখিতেও সাহসী হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। তথাপি এ সন্ধান একবার করা উচিত। তাহার পর আর একটা কথা অনুমান হয়, সুশীলাই কোনরূপে বীরেন্দ্রকে বিভ্রাট ফেলিয়াছে। পথে একাকী বীরেন্দ্রনাথকে পাইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ হইয়াছে। সরোজিনীও তো আজি সেই মাঠের মধ্যে অসহায়া। সুশীলা তাঁহার উপরও তুষ্ট নহে। যে পথে বীরেন্দ্র বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই দে-

পাড়ায় যাইতে হয়। যদি বীরেন্দ্রকে হাতে পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সরোজিনীকেও কোনরূপে কষ্ট দিতে পারে। ভয়ানক চিন্তার কথা।

তখন নৃসিংহরাম ঘোড়া সাজাইতে বলিলেন, বেণীমাধবও তাঁহার গৃহিণীকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেন। তাঁহারাও বুঝিলেন, যখন স্বয়ং নৃসিংহরাম সন্ধানে বাহির হইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই শীঘ্রই কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে। নৃসিংহরাম রাজা ও রাণীকেও এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। বেলা ৫টার সময় বেগগামী অশ্বারোহণে নৃসিংহরাম একাকী প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর নৃসিংহরাম সবিস্ময়ে সম্মুখে দেখিলেন, ধূলি-ধূসারিত চন্দ্রকান্ত। অশ্ববেগ সংযত করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা! আপনি একা কেন? সরোজ কোথায়? সঙ্গের লোকজন কোথায়?"

তখন চন্দ্রকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি কখন বিদেশে আসি নাই বাবা! বিদেশে আমার বড় ভয়। আমি পথ হারাইয়াছি।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"পথ হারাইয়াছেন কি? আমি উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়াছি, শীঘ্র বলুন কি হইয়াছে?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"খানিক যাওয়ার পর মার জন্য ফলমূল লইবার কথা সরোজিনী বলিল; যে সকল সামগ্রী লওয়া হইয়াছে, তাহা ছোঁয়া লেপা হইয়েছে বলিয়া মা খাইবেন না। কাজেই আমি ফলমূল আনিতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।'

নৃসিংহরাম জিজ্ঞাসিলেন,—"সেকাজে অন্য কাহাকেও না পাঠাইয়া আপনি নামিলেন কেন বাবা ?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন,—"মার জন্য খাবার জিনিষ আনিবার ভার অন্যের উপর দিতে আমার মন প্রসন্ন হইল না।"

"তাই তো! এব্যবস্থা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সেখানে নিত্যই ভোগ হয়, স্বচ্ছন্দে ঠাকুর মা প্রসাদ খাইতে পারিতেন। সঙ্গের কোন জিনিষ তাঁহার খাইতে হইত না। তাহার পর কি হইল বলুন।"

"তাহার পর আমি কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সহরের সকল রাস্তাই লাল লাল সমান, কোন্‌দিকে যাইতে হইবে তাহা আমি ঠিক করিতে পারি নাই। কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে দিকে যাইতে বলিয়াছে, সেই দিকে গিয়াছি, কিন্তু কেবল অনাহারে, রৌদ্রে বৃথা ঘুরিয়া মরিয়াছি; সেখানেও যাইতে পারি নাই, বাটীতেও ফিরিতে পারি নাই।"

নৃসিংহরাম বুঝিয়া দেখিলেন, এই সরল পল্লি-গ্রামবাসী নিরীহ ব্যক্তির কষ্টের সীমা নাই। বলিলেন,—"আপনি পশ্চিম দিকের এই পথ দিয়া বাটী যান, স্নান আহার করিয়া শরীরকে সুস্থ করুন। আমি তাঁহাদিগকে আনিতে যাইতেছি।"

নৃসিংহরাম বেগে অশ্ব চালাইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বড় আনন্দেই সরোজিনীর দিন কাটিতেছে। সেই নৃসিংহদেব পল্লির দৃশ্য সমূহ তাহার চিত্তকে সাতিশয় বিনোদিত করিয়াছে; আজন্ম পল্লিবাসিনী গৃহপালিতা লজ্জাশীলা যুবতী এখানে বড়ই নিঃসঙ্কোচে এবং পূর্ণানন্দে বিচরণ করিতেছেন। রক্তবর্ণ রাজ পথের উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ বিবিধ পাদপ শ্রেণীর মধ্য দিয়া যখন গাড়ী আসিয়াছে তখনই সরোজিনীর উৎসাহের সীমা ছিল না। দে পাড়ার দেব দর্শনে এবং সেই উচ্চ ভূমির উপর হইতে চতুর্দ্দিকে শ্যামল বৃক্ষরাজি পরিশোভিত দৃশ্যাবলী দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়াছে। তত্রত্য সরোবর, সরসীবক্ষে ভাসমান উৎপল, বিচরণশীল বিহঙ্গম সমূহ সকলই তাঁহাকে পরমানন্দ প্রদান করিয়াছে। সরোজিনীর সহস্রবার মনে হইয়াছে, এই মনোহর দৃশ্যের মধ্যে যদি বীরেন্দ্র নাথ কোন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাহা হইলেই ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

এ স্থানে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, এজন্য নৃসিংহ রাম বাবু অধিক লোক সঙ্গে দেন নাই। গাড়ী বহু দূরে অপেক্ষা করিতেছে, দুইজন সহিস এক কোচম্যান ব্যতীত গাড়ীর নিকটে কেহ নাই। গাছতলায় গাড়ী রাখিয়া অশ্বদ্বয়কে

আহার দিয়া সহিস কোচম্যান আপনাদিগের আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, এবং যতক্ষণ পুনরায় গাড়ী যুতিবার আদেশ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে হইবে বুঝিয়া মাটীতে ঘর আঁকিয়া বাঘবন্দী খেলিতেছে। যে বেহারা সঙ্গে আছে, তাহার কোন বিশেষ কার্য্য না থাকায় দূরে এক বৃক্ষতলে গামছা বিছাইয়া সুখে নিদ্রা দিতেছে।

সে দিন দেব দর্শনার্থী যাত্রীর সংখ্যা বেশী হয় নাই। কয়েক জন মাত্র স্ত্রীলোক নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ঠাকুরের ভোগ দিতে আনিয়াছিল। কার্য্য সমাধা করিয়া তাহারা সত্বরেই চলিয়া গেল। সুতরাং সরোজিনী অবাধে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইলেন। চন্দ্রকান্ত ফিরিলেন না, এই চিন্তা ঠাকুরমা ও নাতিনীকে বড়ই ব্যস্ত করিয়া তুলিল। দাসীরা বুঝাইল, ভয়ের কোন কারণ নাই, কর্ত্তা বেলা অধিক হওয়ায় অথবা একাকী আসিতে অসুবিধা বোধ হওয়ায় বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরমা প্রসাদ খাইতে পাইয়াছিলেন, সুতরাং চন্দ্রকান্তকে পাঠাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

নৃসিংহরাম বলিয়া দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু চন্দ্রকান্তের জন্য চিন্তায় সরোজিনী ও তাঁহার ঠাকুরমা বেলা চারিটার সময়ই ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। দেবালয়ের পার্শ্বে এক ভৈরবী এক খানি ক্ষুদ্র ঘর তুলিয়াছেন। সরোজিনী বেহারা দ্বারা গাড়ী

প্রস্তুত করিবার আদেশ পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরমা একাকিনী দেবালয়ের বারান্দায় বসিয়া রহিলেন, আর সরোজিনী দাসীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সেই ভৈরবীর ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে বসিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

যে বেহারা গাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল, সে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একখানি পাল্কী রহিয়াছে। আসিবার সময় সে পাল্কী দেখে নাই। দেবালয়ে তখন কোন যাত্রীও নাই, তবে এ পাল্কী কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? অল্পবুদ্ধি বেহারা কোনই মীমাংসা করিতে না পারিয়া পাকা রাস্তার সন্নিহিত গাড়ীর কাছে চলিয়া গেল।

সহসা একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা গো, মা গো' শব্দে চীৎকার ধ্বনি দেবালয় সন্নিহিত সকল লোকের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিল। বৃদ্ধা ঠাকুর মা "কি, কি," শব্দে ছুটিয়া আসিলেন, সরোজিনী ভৈরবী ও দাসীদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিলেন। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "কে কোথায় আছ আইস, মারিয়া ফেলিয়াছে, খুন করিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষম যন্ত্রণাধ্বনি সকলেরই কর্ণে প্রবেশ করিল।

নিজের বিপদ ঘটিতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে কোনই চিন্তা না করিয়া সরোজিনী যে স্থান হইতে শব্দ আসিতেছিল,

সেই দিকে বেগে ধাবিতা হইলেন। দাসীদ্বয় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল,—"দাঁড়াও, আগে দেখি কি হইয়াছে।"

সে কথায় সরোজিনী কর্ণপাত করিলেন না। অল্পদূরে গমন করিয়া, দুইটা সম্মুখস্থ বৃক্ষ ছাড়াইয়া যাওয়ার পর সরোজিনী দেখিতে পাইলেন, ভয়ানক কাণ্ড! তথায় এক স্থূলকায়া নারী মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর দুইজন পরিচারিকা চীৎকার করিতেছে। আর কোথাও কেহ নাই। পরিচারিকা ও ভৈরবী সহ সরোজিনী অতি নিকটে আসিলেন; অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! রক্তস্রোতে আহতার মুখ প্লাবিত হইয়াছে। সাবধানে সরোজিনী দেখিলেন হতভাগিনীর নাসিকা এককালে ছিন্ন হইয়াছে, কর্ণদ্বয়ও নাই। আরও সরোজিনীর বোধ হইল, তাহার গলার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। কিসে কি হইল তাহা জানিবার জন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া সরোজিনী অতি শীঘ্র তাহাদিগকে জল আনিতে বলিলেন, আর যতগুলা কাপড় মোট বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, সমস্তই আনিতে আদেশ দিলেন। এই অবকাশে চীৎকারকারিণী এক পরিচারিকাকে ইঙ্গিতে তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসিলেন; পরিচারিকা বলিলে,—"ডাকাইতে মারিয়াছে। আমাদের সম্মুখেই এই কীর্ত্তি করিয়াছে। পাঁচজন লোক আসিয়াছিল, চক্ষুর নিমিষেই নাক কাণ কাটিয়া লইয়াছে, গলাতেও ছুরি মারিয়াছে।"

আর একজন পরিচারিকা বলিল,—"ডাকাইত নহে, কখনই নহে। হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিয়া তাহারা এই সর্ব্বনাশ করিল, কিন্তু কোন অলঙ্কার লইল না, একবার ফিরিয়াও দেখিল না।"

দ্বিতীয় পরিচারিকার কথাই সরোজিনী সঙ্গত বলিয়া বুঝিলেন; নিশ্চয়ই একটা ভ্রমেই হউক আর চক্রান্তেই হউক এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। জল কাপড় আসিয়া পৌঁছিল, সরোজিনী তৎক্ষণাৎ সেই ক্লিষ্টা নারীর শিয়রে গিয়া বসিলেন, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যতীত নারীর মুখ হইতে কোন শব্দ বাহির হইতেছে না। অতি সাবধানে সরোজিনী নারীর মুখ হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিলেন। কি ভয়ানক দৃশ্য! নাসিকা সমূলে কর্ত্তিত হইয়াছে। বিকট দুই গহ্বর অতি ভয়ানক ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে! সকল ক্ষত স্থানে সরোজিনী জল সেচন করিতে লাগিলেন, এবং সিক্ত বস্ত্র দিয়া কণ্ঠের পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরিলেন কর্ণমূলেও ভিজা কাপড় দেওয়া হইল। কিন্তু রক্ত স্রোত কিছুতেই বন্ধ হয় না। ভৈরবী অন্বেষণ করিয়া একটী লতা আনিলেন, এবং তাহার পাতা সকল ক্ষতস্থানে বাটিয়া দিতে উপদেশ দিলেন।

তখন সরোজিনী সেই রুধির-সিক্তা নারীর মস্তক আপনার উরুদেশে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার বস্ত্র ও উরু বহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পাতা বাটিয়া আনা অসম্ভব

হইল, তখন সরোজিনীর আদেশে পরিচারিকারা একখানি থালা ও বাটী আনিল, সেই থালায় পাতা রাখিয়া বাটীর অধোভাগ দিয়া পেষণ করিতে সরোজিনী উপদেশ দিলেন। ইহাতে বাটার কাজ একরূপ হইল বটে। সেই বাটাপাতা লইয়া পীড়িতার দুই কর্ণমূল এবং কণ্ঠ পার্শ্ব ঢাকিয়া দেওয়া হইল। নাসার উপর সেই প্রলেপ দেওয়ার সুবিধা হইল না। কারণ শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইবে বলিয়া সরোজিনীর আশঙ্কা হইতে লাগিল। ছিন্ন স্থানের পার্শ্বে সন্তর্পণে ঔষধ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া সকল ক্ষত ঢাকিয়া দিতে সরোজিনীর সাহস হইল না। সেখানে কোনরূপ বস্ত্রাদি বাঁধিবার সুবিধা হইল না। দুইজন পরিচারিকাকে উভয় পার্শ্ব হইতে সরোজিনী বস্ত্রাঞ্চল ব্যজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সরোজিনী ধীরে ধীরে পীড়িতার মুখে জল দিতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে জল নারীর উদরস্থ হইতে থাকিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত রক্তস্রাব প্রায় বন্ধ হইল। নাসিকার স্থান হইতে স্বল্প রক্ত বহিতে লাগিল বটে, কিন্তু অন্য সকল ক্ষত মুখ হইতে রুধির প্রবাহ নিরুদ্ধ হইল। তখন সরোজিনী পীড়িতাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন।

একজন বলিল,—"কিসে কি হইল, আমরা জানি না। ইহার সঙ্গে পাল্কী আছে, বহুদূরে অনেক রক্ষী আছে,

এখানে একটা তামাসা দেখিবার সুযোগ হইবে বলিয়া ইনি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, এখনই ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। তামাসা কিছুই হইল না, হইল সর্ব্বনাশ।”

সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—“কে ইনি? বুঝিতেছি ইনি কোন ধনীর কন্যা।”

সেই পরিচারিকা উত্তর দিল,—“কি বলিয়া কি বলিব। ইনি রাজা হরিশচন্দ্রের কন্যা সুশীলা সুন্দরী।”

সরোজিনী চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার আপাদ মস্তক এতই বিচলিত হইল যে যন্ত্রণা পীড়িতা নারীর মস্তক তাঁহার উরুদেশ হইতে ভূপতিত হইবার সম্ভাবনা হইল। সরোজিনী সাবধানে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং সুশীলার মস্তক সন্তর্পণে ধারণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবন্! রক্ষা কর, রক্ষা কর। দয়াময়! এই রাজ কন্যাকে সুস্থ কর। যিনি আমার জীবনের জীবন, যাঁহার ছায়াও আমার পরম পবিত্র দেবতা রূপে পূজার বস্তু, যাঁহার মস্তকের একটা কেশও আমার অমূল্য সম্পত্তি, যাঁহার চরণের ধূলি রাজ্যেশ্বরের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও প্রার্থনীয়,এই ক্ষতকায়া নারী তাঁহারই সম্পত্তি। সুতরাং এই দেবসম্পত্তি অপচয় বা নাশ সহ্য করা দেব-দাসীর পক্ষে সম্ভব নহে। সরোজিনীর নয়নে জল আসিল, গণ্ড বহিয়া সেই অশ্রুবারি ঝরিতে থাকিল।

তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ভৈরবী জিজ্ঞাসিলেন,—“পরিচয়ে বুঝিলেন কি, ইনি আপনার লোক?”

সরোজিনী বলিলেন,—"ইনি যে আমার কিরূপ আপনার লোক, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আমার সাধ্য নাই। যদি আমার জীবন দিলে ইনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হন, তাহা হইলে আমি এখনই তাহাতে প্রস্তুত। এক্ষণে আর বিলম্ব করা চলিতেছে না। ইহাদের পাল্কী আছে শুনিয়াছি। একজন যাও, পাল্কী লইয়া আইস। ইহাকে এখনই কৃষ্ণনগর লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের গাড়ী আছে, আমরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে যাইব।"

একজন পরিচারিকা দ্রুত বেগে ধাবিতা হইল। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর কম্পান্বিত এক যুবা বেগে এই দিকে অসিতেছিলেন; দূর হইতে বৃক্ষতলে উপবিষ্টা নারীগণকে দর্শন করিয়া যুবক বড়ই ভরসান্বিত হইলেন, সেই যুবা বীরেন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্র নাথ সেই কোলঙ্গা ভেদ করিয়া বনে বনে পলাইয়া আসিতেছেন, কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইতে হইবে তাহা তাঁহার জানা ছিল না, শরীরের নানা স্থান কাঁটায় ছড়িয়া গিয়াছে, পরিধান বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে। এতক্ষণের মধ্যে কোন মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। এখন এই স্থানে এই নারীগণকে দেখিয়া তাঁহার ভীত ভাব একটু দূর হইল।

কিন্তু এ কি, সম্মুখে ও কাহার মূর্ত্তি? এযে সরোজিনী! বীরেন্দ্র নয়ন মার্জ্জন করিলেন; নিশ্চয়ই এই সুন্দরী সরোজিনী ভিন্ন আর কেহই নহেন। এ কি অসম্ভাবিত

কাণ্ড? এরূপ অপ্রত্যাশিত স্থানে সরোজিনী কেন আসিলেন? সন্দেহ নাই, এই বৃদ্ধা নারী ঠাকুরমা। কিন্তু এ আবার কে? সরোজিনীর ক্রোড়ে কে? বদনের ভূরিভাগ-বস্ত্রাচ্ছাদিত, তথাপি দেহ দেখিয়া বোধ হইতেছে, ঐ নারী সুশীলা ভিন্ন আর কেহ নহে। কি ভয়ানক! সুশীলার কঠিন পীড়া হইয়াছে? সরোজিনীর সহিত তাঁহার মিলন হইল কিরূপে?

বীরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ হইতে মৃদু স্বরে ডাকিলেন,—"সরোজিনী!"

পীড়িতা তখন নিদ্রিতা; পাছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় ভয়ে সরোজিনী স্থির থাকিলেন। বলিলেন,—"বীরেন্দ্র! এ কণ্ঠস্বর তোমার ভিন্ন আর কাহারও নহে? আইস—সম্মুখে আইস।"

বীরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন। সরোজিনী বলিলেন,—"দেখিতেছি তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছ। কিসে কি হইয়াছে, জানিবার এখন সময় নাই। এই নিদ্রিতা তোমার পত্নী, সুতরাং আমার বড়ই আদরের সামগ্রী; ইহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। কিরূপে এ কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা জানি না। পরে জানিলেই চলিবে। এখন ইহাকে শীঘ্র কৃষ্ণনগর লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর, পাল্কী ইহার সঙ্গে আছে।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"কিরূপে এ ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার কতক আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সে কথা এখন

থাকুক; আমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না। ঐ নৃসিংহ দাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বেগে আসিতেছেন, সুতরাং এখনই সকল সুব্যবস্থা হইবে।"

চক্ষুর নিমিষে নৃসিংহরামের বেগবান অশ্ব আসিয়া পড়িল। অতি ত্বরায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নৃসিংহরাম নিকটে আসিলেন। সহজেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। পাল্কী আসিল, অতি সাবধানে সকলে মিলিয়া মৃতকল্প সুশীলাকে পাল্কীর মধ্যে স্থাপন করিলেন। দুইজন দাসী পাল্কীর সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। গাড়ী তৈয়ার হইয়াছে, সংবাদ লইয়া বেহারা ফিরিল, দাসীর সহিত মিলিয়া সে দ্রব্য সামগ্রী গুছাইয়া লইল।

নৃসিংহরাম সকলকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন, ক্লান্ত বীরেন্দ্র নাথকে অশ্বারোহণ করিতে তিনি আদেশ করিলেন, সরোজিনী, ঠাকুরমা ও দুইজন দাসী গাড়ীতে উঠিল। অগ্রে পাল্কী চলিল; নৃসিংহ রাম পাল্কীর সহিত হাঁটিয়া চলিলেন, গাড়ী সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সকলের পশ্চাতে বীরেন্দ্র নাথের অশ্ব চলিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

নৃসিংহ রাম বাবুর সেই বিশাল ভবনে সর্ব্বত্র ব্যস্তভাবে লোক ছুটাছুটী করিতেছে। সকলের মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন। রাজা হরিশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী বহু দাসদাসী ও কর্ম্ম-চারী লইয়া আসিয়াছেন। সুশীলা অন্তঃপুরের এক প্রশস্ত কক্ষে শয্যার উপর শায়িতা। সরোজিনী উরুদেশে পীড়িতার মস্তক গ্রহণ করিয়া শুশ্রূষায় নিরতা। পীড়িতার একপার্শ্বে রাণী এবং অন্য পার্শ্বে বেণীমাধবের জননী উপবিষ্টা। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। দুই জন দাসী আজ্ঞা প্রত্যাশায় দূরে বসিয়া আছে। অধিক লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। সুশীলা অজ্ঞানাচ্ছন্না।

ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য অনেক ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া গিয়াছেন; সকলেই বুঝিয়া গিয়াছেন, শোণিতক্ষয় হেতু পীড়িতা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কণ্ঠ-নালির পার্শ্বে যে আঘাত হইয়াছে তাহা পরিণামে ভয়ানক হইলেও হইতে পারে। সম্প্রতি তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু যদি তাহাতে ২৪ঘণ্টার মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কণ্ঠাবরোধ ঘটিতে পারে,

এবং তাহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। যে যে ঔষধাদির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক, তাহা আনীত হইয়াছে, সরোজিনী অতি সুব্যবস্থার সহিত স্বহস্তে তৎসমস্তের প্রয়োগ করিতেছেন। অতি উদ্বেগে কাল কাটিতে লাগিল।

নৃসিংহ রাম একবারও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন না, কিন্তু ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি বারংবার সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। দুইজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন বাহিরে বসিয়া আছেন। কখন কি নূতন লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এবং সময়ে সময়ে পীড়িতার হাত দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছে। বীরেন্দ্র নাথ ডাক্তারদ্বয়ের কাছে বসিয়া আছেন। তিনি সময়ে সময়ে পীড়িতার কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন এবং সেখানকার সংবাদ আনিয়া ডাক্তারদিগকে বলিতেছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার মহাশয়েরা রোগিণীকে দেখিতে যাইতেছেন।

রাজা হরিশচন্দ্র বাহিরে অন্যত্র বসিয়া আছেন। তিনি একবারও পীড়িতা কন্যাকে দেখিতে যান নাই। তাঁহার মুখে অতিশয় উদ্বেগের লক্ষণ প্রকটিত থাকিলেও অতি ধীর ভাবে তিনি পার্শ্বস্থ বৈবাহিক বেণীমাধব বাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। নৃসিংহ বাবু কখন বা ডাক্তার দিগের নিকট কখন বা রাজার সমীপে আসিয়া সংবাদ দিতেছেন।

সহসা নৃসিংহরাম কিয়ৎকালের নিমিত্ত সকলের নিকট

বিদায় লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল একজন চাকর ও লণ্ঠন সঙ্গে লইয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনের পর রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ফিরিতেছেন। হঠাৎ এই রাত্রিকালে কোথায় যাইতে হইয়াছিল ?"

নৃসিংহরাম উত্তর দিলেন,—"আপনাকে বলাই আবশ্যক, আমি একবার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইল, যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণের গোচর করা আবশ্যক। তাঁহারা কোনসূত্রে ইহা জানিতে পারিয়া কোনরূপ গোলযোগ না করেন, তাহারও ব্যবস্থা আবশ্যক। এই বিবাদ-জনক দুর্ঘটনার উপরে আবার পুলিসের হাঙ্গাম উপস্থিত হইলে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে; এইজন্য সাবধানতার প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।"

রাজা বলিলেন,—"আপনি বড়ই দূরদর্শী। কিরূপ ব্যবস্থা হইল ?"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার নাম শুনিয়া আপাতত এই বিবাদ-জনক ব্যাপারের মধ্যে হস্তার্পণ করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন। যথাযথ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত এবং এ বিষয়ের আনুষঙ্গিক অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকেই তিনি ভার দিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ

শ্রদ্ধা আছে। কাহার বা নাই ? আপনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা নিবারণ করিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন। নিশ্চয়ই কার্য্য কারণ বিবেচনা করিয়া আপনি এ ব্যাপারের একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিরূপে এ কাণ্ড ঘটিল, আপনি তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছেন। আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছি না।”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“আমি একরূপ বুঝিয়াছি বটে। ভ্রমে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজকন্যা স্বামীকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সরোজিনীকে নাক কাণ কাটিয়া অতি কুরূপা ভাবে বীরেন্দ্রনাথের সমক্ষে আনিয়া ফেলিবেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য রাজকন্যা যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা কখনও রাজকন্যা বা সরোজিনী উভয়কেই দেখে নাই। যে সময়ে সরোজিনীর উপর এই অত্যাচার ঘটিবার কথা, ঠিক সেই সময়ে রাজকন্যা স্বচক্ষে সরোজিনীর দুর্দ্দশা দেখিবার নিমিত্ত দুইজন দাসী সঙ্গে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘটনা ক্রমে সরোজিনী তখন ভৈরবীর ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। ঘাতুকেরা শুনিয়াছিল, যাঁহার দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে, তিনি সুন্দরী, যুবতী এবং তাঁহার নিকটে দুইজন দাসী থাকিবে। তাহারা রাজকন্যাকেই সরোজিনী বলিয়া বুঝিয়াছে এবং তাঁহারই উপর এই অমানুষী অত্যাচার করিয়াছে।”

রাজা বলিলেন,—"ন্যায়ময় ভগবান সুবিচার করিয়াছেন! নিরপরাধ সরোজিনী রক্ষা পাইয়াছেন। ইহাতে আমি আনন্দিত। আমার পাপিষ্ঠা কন্যার উচিত শাস্তিই হইয়াছে। শুনিয়াছি, সেই অবস্থায় সরোজিনী এই পাপিষ্ঠার অনেক শুশ্রূষা করিয়াছেন, এখনও প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"কেবল শুশ্রূষা নহে, তিনি নিরন্তর রোদন করিতেছেন। যেরূপ যত্নে তিনি রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছেন, যেরূপ সাবধানতার সহিত তিনি শুশ্রূষা করিতেছেন, তাহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। রাজকন্যার জননী আর শাশুড়ী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই সরোজিনীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। যাহাতে পীড়িতার জীবন রক্ষা হয়, এজন্য সরোজিনীর আন্তরিক আগ্রহ দেখিলে সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।"

রাজা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, এই কন্যা বাস্তবিকই দেববালা। বিহাই মহাশয়! এমন গুণবতী কন্যাকে ত্যাগ করিয়া আপনি কেন আমার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন?"

বেণীমাধব বলিলেন,—"অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ।"

নৃসিংহরাম বলিলেন,—"যাহা ঘটিয়াছে বলিয়াছি, তাহার সকল কথারই উত্তম প্রমাণ আছে। কয়েকটা লোক সেই সময়ে বেগে বনের ভিতর দিয়া পলাইয়াছে, ইহা আমার সহিস

কোচম্যানেরা দেখিয়াছে। বনের মধ্যে যে পাল্কী ছিল, তাহাতেই যে সুশীলা আসিয়াছিলেন, একথা বেহারারা বলিতেছে। আর সুশীলার কয়েকজন শরীররক্ষক দ্বারবান পাকা রাস্তার পাশে বসিয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাইতেছি। ইচ্ছা করিলে আমি আঘাতকারী দুর্বৃত্ত লোক কয়জনকে ধরিয়া দিতে পারি। দুলালি নামে একটা ঝি তাহাদিগকে চেনে। সে আমার এখানেও পাঁচ ছয় দিন হইতে যাতায়াত করিতেছে, তাহারই ষড়যন্ত্রে এই সকল কাণ্ড ঘটিয়াছে। কালি সন্ধ্যা হইতে দুলালি পলাইয়াছে; কিন্তু তাহাকে ধরা কঠিন নহে। তাহাকে ধরিতে পারিলেই অপরাধীদিগকেও ধরিতে পারা যাইবে। এখন তাহা ভাবিবার সময় নহে।”

রাজা বলিলেন,—“কথা ঠিকই বুঝা যাইতেছে। অপরাধ সমস্তই আমার হতভাগিনী কন্যার। এজন্য আর কাহাকেও ধরাধরি অনাবশ্যক। আপনি আমার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন।”

নৃসিংহরাম বলিলেন,—“আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কষ্টে মাথা দিতেছি না। ঘটনা আমাকে যেরূপ ভাবে টানিয়া আনিতেছে, আমি তাহার বেশী যাইতেছি না। আমি আবার একবার সংবাদ লইয়া আসি।”

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। নৃসিংহরাম পীড়িতার কক্ষ দ্বারে আসিয়া একটা বিকট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। বুঝিতে পারিলেন, নাসিকাহীনা সুশীলা বিকৃতস্বরে কথা

কহিতেছেন। বলিতেছেন, "মা আসিয়াছ? আমি কোথায় আছি? তাহাকে মারিতে পারিলাম না, নিজে মরিতে বসিলাম, কিন্তু তাহার নিস্তার নাই। বাঁচিয়া উঠিলে এবার তাহাকে মারিয়া ফেলিব।"

সরোজিনী বলিলেন,—"আপনি ঘাড় নাড়িবেন না, হাত পা ছুড়িবেন না। তাহা হইলে আবার রক্তপাত হইতে পারে।"

সরোজিনী শিয়রে বসিয়াছিলেন। সুশীলা ঘাড় ঘুরাইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কি ভয়ানক দৃষ্টি! সেই নাসিকাহীন বিকট বদনের উর্দ্ধদৃষ্টি দেখিয়া সকলেই শিহরিলেন। সুশীলা বলিলেন,—"তুমি কে? তোমাকে তো কথন দেখি নাই?"

সরোজিনী বলিলেন,—"আমাকে আপনি চিনিতে পারিবেন না। আমি দুঃখিনী। আমার পরিচয়ে আপনার কোন আবশ্যক নাই। আপনি স্থির হইয়া থাকুন, এরূপ চঞ্চল হইলে বড়ই বিপদ ঘটিবে।"

সুশীলা হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উগ্রভাবে বলিলেন,— "তোমাকে চিনিতে না পারিলে আমি স্থির হইতে পারিব না। এখানে যে শ্যামপুরের লোক দেখিতেছি। পার্শ্বে ছোটলোকের মা। তবে তুমি ও শ্যাম পুরের লোক। তোমাকে যেন দে-পাড়াতেও দেখিয়াছি। তবে তুমিই বোধ হয় সরোজিনী।

সরোজিনী বলিলেন,—"সে কথায় এখন কাজ নাই আপনি স্থির হোন।"

সুশীলা অত্যুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কাজ আছে। আমি তোকে নখে টিপিয়া মারিব।"

তখন সেই রাক্ষসী হঠাৎ উঠিয়া বসিল এবং উভয় হস্তে সরোজিনীর গলা টিপিয়া ধরিল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীনা হইয়া সুশীলা শয্যার উপর পড়িয়া গেল। তখন সরোজিনী দাসীদ্বারা বরফ আনাইলেন এবং তাহা পীড়িতার ললাটে ও মস্তকে দিতে থাকিলেন। রাণীকে বাতাস করিতে বলিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন;—"কে আছ, শীঘ্র ডাক্তারদের ডাক।"

বীরেন্দ্রনাথের সহিত তৎক্ষণাৎ ডাক্তারেরা আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সকল ক্ষত মুখ হইতে প্রবলবেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এবং পীড়িতার সংজ্ঞা এক কালেই বিলুপ্ত হইয়াছে। বুঝিলেন, এ রক্তস্রোত নিরুদ্ধ করিবার এখন উপায় নাই। তাঁহারা সেই স্থানে বসিয়া যত্ন করিতে থাকিলেন।

নৃসিংহরায়ের গাড়ী প্রস্তুত ছিল। ডাক্তার সাহেবের সহিত কথা ছিল রাত্রিতে সংবাদ পাঠাইলেই তিনি আসিবেন। গাড়ী তাঁহাকে আনিতে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তখন পীড়িতার হস্ত পদাদি শিথিল ও অবশ হইয়াছে, এবং অঙ্গ শীতল হইয়াছে। ডাক্তার

সাহেব অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর বাহিরে আসিয়া নৃসিংহরামকে বলিলেন,—"পীড়িতার আর জীবনের আশা নাই। বোধ হয় আর এক ঘণ্টার মধ্যে সকলই শেষ হইবে।"

এই বিষাদের সংবাদ নৃসিংহরাম বাহিরে রাজা, বেণীমাধব প্রভৃতি সকলকেই জানাইলেন। বীরেন্দ্রনাথের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ডাক্তারেরা বাহিরে চলিয়া আসিলেন, এবং আর সে বাটীতে অবস্থান অনাবশ্যক বোধে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা হরিশচন্দ্র অকাতর ভাবে সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তখনও তিনি একবারও ভিতরে আসিয়া কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন না।

এই সময়ে এক গাড়ী বেগে আসিয়া নৃসিংহরামের দ্বারে উপস্থিত হইল। সেই গাড়ীতে রাজ-ভগ্নী ছিলেন। নৃসিংহ রাম দুই জন দাসী পাঠাইয়া অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাকে পীড়িতার গৃহে আনিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন না, কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না; নীরবে মরণাপন্না ভাইঝির শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই শোচনীয় কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহারই আদরে, তাঁহারই প্রশ্রয়ে, তাঁহারই প্রদত্ত স্বাধীনতায় এই লোম-হর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল, ইহা তিনি বুঝিলেন কি?

রোদন-নিরতা রাণী তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সরোজিনী সুশীলার শোণিত-সিক্ত মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সকলই ফুরাইল। রাত্রি দেড়টার সময় সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সুশীলা সংসারের লীলাখেলা সমাপ্ত করিলেন। বহুলোক আসিয়া সরোজিনীর আলিঙ্গন পাশ হইতে সুশীলার শব দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। রাণী উচ্চরোলে রোদন করিতে লাগিলেন। সরোজিনী 'মা মা' শব্দে তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে থাকিলেন। রাজ-ভগ্নীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

উপসংহার

তিন দিন হইয়া গিয়াছে। সেই দিনই হরিশ্চন্দ্র রাণীকে লইয়া বাটী ফিরিয়াছেন। রাণী সরোজিনীকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। সেই সরলাকে বুকে ধরিয়া তিনি বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছেন। তাঁহার আগ্রহে নৃসিংহরামের আদেশে সরোজিনী রাজা-রাণীর সহিত রাজ বাটীতে আসিয়াছেন। যত্নের সীমা নাই। সরোজিনী নিয়ত মা মা বলিয়া রাণীর মুখ মুছাইতেছেন, তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে সেবাশুশ্রূষা করিয়া বিনোদিত করিতেছেন। রাজার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছেন, মমতায় তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতেছেন। রাজা বুঝিয়াছেন, ভগবানের কৃপায় এতদিন পরে তিনি দুঃশীলার পরিবর্ত্তে সুশীলা পাইয়াছেন। রাণী বুঝিতেছেন, এমন লক্ষ্মী যদি আপনার হয়, তাহা হইলে সকল দুঃখই ভুলিতে পারা যায়।

পাঁচ দিন পরে রাজার নামে রাজ-ভগ্নীর এক পত্র আসিল। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, সম্পত্তিতে তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। তিনি অতঃপর কাশীবাস করিবেন। তাঁহার

সম্পত্তি হরিশচন্দ্রের হইল; তাঁহাকে কেবল মাসিক পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে।

প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল, একদিন বেণীমাধব রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—"সরোজিনী এখন আপনারই কন্যা, বীরেন্দ্রনাথও আপনারই। এখন উভয়ের বিবাহ দিলে হয় না?"

সে স্থানে চন্দ্রকান্ত ও নৃসিংহরাম উপস্থিত ছিলেন। রাজা বলিলেন,—"কথাটা আপনাদিগের মুখ হইতে শুনিবার নিমিত্তই আমি এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখনই বিবাহের উদ্যোগ হউক।"

তিনদিন পরে বিনা আড়ম্বরে সরোজিনী ও বীরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ হইল। সকলেই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নৃসিংহরাম সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"বিধাতার অদ্ভুত চক্রে যাহা ঘটা উচিত তাহাই ঘটিল।" কিন্তু সকলেই বুঝিলেন গুণময় নৃসিংহরাম এইরূপ শুভ পরিবর্ত্তনের নিয়ন্তা। তিনি যথা সময়ে অত্যাশ্চর্য্য. ধৈর্য্য, সহৃদয়তা ও মহত্বের পরিচয় না দিলে আজিকার এই পরমানন্দপ্রদ ব্যাপার একান্ত বিষাদজনক ভাবে পরিণত হইত।

নব-দম্পতী নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন উভয়েই কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিলেন। স্বপ্নের ন্যায় এক ভয়ানক কাণ্ড তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছি[illegible] [illegible]প্নের ঘোর এখন ভাঙ্গিয়া গেল। বীরেন্দ্র

নাথ প্রেমের প্রথম চুম্বন সরোজিনীর অধর পার্শ্বে অঙ্কিত করিয়া বলিলেন,—"সরোজ! আজি ভূতলে

অমরাবতী

প্রতিষ্ঠিত হইল।"

সমা